NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ কেজরিকে খুনের ষড়যন্ত্র বেজেপি ও দিল্লি পুলিশের

হিজাজির গোলে আইএসএলে জয়ে ফিরল ইস্টবেঙ্গল ৭

কলকাতা ২৫ জানুয়ারি ২০২৫ ১১ মাঘ ১৪৩১ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২২৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 25.01.2025, Vol.18, Issue No. 225, 8 Pages, Price 3.00

স্যালাইন-কাণ্ড

দুই সিনিয়র চিকিৎসককে ভবানী ভবনে জেরা সিআইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্যালাইন-কাণ্ডে এ বার মেদিনীপুর মেডিক্যালের দুই সিনিয়র চিকিৎসককে তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করল সিআইডি। সমন পাঠিয়ে শুক্রবার তাঁদের ভবানী ভবনে ডাকা হয়েছিল। সিআইডির তলবে দুই চিকিৎসকই ভবানী ভবনে আসেন। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন গোয়েন্দারা।

সিআইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, মেদিনীপুর মেডিক্যালের দুই সিনিয়র চিকিৎসক হিমাদ্রি নায়েক এবং দিলীপ পালকে তলব করা হয়েছিল। শুক্রবার দুই চিকিৎসকই ভবানী ভবন আসেন। ঘটনার দিন তাঁরা ডিউটি ছিলেন কি না, তা জানার চেষ্টা করে সিআইডি। অভিযোগ, ঘটনার দিন এই দুই চিকিৎসকেরই ডিউটি ছিল মেদিনীপুর মেডিক্যালে। কিন্তু তাঁরা আসেননি। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে মনে করছেন অনেকে।

গত ৮ জানুয়ারি মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে সন্তানের জন্ম দেওয়ার পরে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন পাঁচ প্রসূতি। অভিযোগ উঠেছিল, স্যালাইন নিয়ে অসুস্থ হয়েছিলেন তাঁরা। স্যালাইনের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। পরে এক প্রসূতির মৃত্যু হয়। সেই ঘটনা নিয়ে শোরগোল পড়তেই রাজ্য সরকার সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দেয়। তদন্তভার হাতে নিয়ে একাধিক বার মেদিনীপুর মেডিক্যালে গিয়েছে সিআইডি দল। ঘটনার দিন ডিউটি থাকা জুনিয়র ডাক্তারদের ইতিমধ্যেই বার কয়েক জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন সিআইডি আধিকারিকেরা। শুধু জুনিয়র ডাক্তার নন, সিনিয়র চিকিৎসক, নার্স, হাসপাতালের সুপার, অধ্যক্ষ, বিভাগীয় প্রধানদেরও সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। যে স্যালাইন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, সেই স্যালাইনের নমুনা সংগ্রহ করেন গোয়েন্দারা। শুধু তা-ই নয়, বেশ কিছু ওষুধের নমুনাও নিয়ে গিয়েছেন তাঁরা। এ বার দুই চিকিৎসককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ভবানী ভবনে তলব করে সিআইডি।

ভেজাল স্যালাইন কাণ্ডে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্য সচিবের গ্রেপ্তারের দাবিতে, ডাক্তারদের সাসপেন্ড ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার-সহ ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে সচেতন নাগরিক সমাজের ডাকে কলকাতার জনগণকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে এই ঘটনায় মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের ১২ জন চিকিৎসককে সাসপেন্ড করার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই তালিকায় রয়েছেন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের আরএমও এবং সুপার। পরে আরও এক জুনিয়র ডাক্তারকেও সাসপেন্ড করা হয়েছিল। তাঁদের নামে পরে কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। জেলা উপমুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক থানায় গিয়ে অভিযোগ জমা করেন। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআরও দায়ের করে পুলিশ।

সঞ্জয়ের ফাঁসি চেয়ে হাইকোর্টে সিবিআই

মামলার দিনক্ষণ জানিয়ে দিলেন বিচারপতিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করে মহিলা চিকিৎসকের খুন এবং ধর্ষণের মামলায় দোষী সঞ্জয় রায়ের ফাঁসি চায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। এ বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টে তারা মামলা দায়ের করেছে। শুক্রবার হাইকোর্ট এই সংক্রান্ত শুনানির দিনক্ষণ জানিয়ে দিয়েছে। উচ্চ আদালতের বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ আগামী সোমবার এই মামলাটি শুনবে।

প্রায় দু'মাসের বেশি সময় ধরে আরজি কর-কাণ্ডের বিচারপ্রক্রিয়া চলেছে শিয়ালদহ আদালতে। সিবিআই এই মামলার চার্জশিটে একমাত্র অভিযুক্ত হিসাবে সঞ্জয়কে চিহ্নিত করেছিল। আদালত তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং আমৃত্যু কারাবাসের নির্দেশ দেয়। কিন্তু এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্য সরকার। তারা সঞ্জয়ের ফাঁসির নির্দেশের আবেদন জানিয়েছে। একই দাবিতে আদালতে গেল সিবিআইও।

রাজ্য সরকারের আবেদন নিয়েও হাইকোর্টে প্রশ্ন তুলেছে সিবিআই। আদৌ রাজ্যের এই মামলা করার এক্তিয়ার আছে কি না, সেই প্রশ্ন তোলা হয়েছে। আইনজীবীদের একাংশের মতে, নিম্ন আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে রাজ্যের যে আবেদন জমা পড়েছে হাইকোর্টে, তাতে সিবিআই-ই প্রথম পক্ষ হতে চাইছে বলে এই পদক্ষেপ। সঞ্জয়ের ফাঁসি চেয়ে মামলা করার ক্ষেত্রে বুধবার সিবিআইয়ের তৎপরতা চোখে পড়েছিল। সে দিনও তারা আবেদন জানিয়েছিল। শুক্রবার নতুন করে তা নিয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কেন্দ্রীয় সংস্থা। বিচারপতিরা জানান, আগামী সোমবার রাজ্যের আবেদনের সঙ্গে সিবিআইয়ের মামলাটিও শোনা হবে।

বিচারক অনির্বাণ দাস শাস্তি ঘোষণা করতে গিয়ে জানিয়েছিলেন, এটি বিরলের মধ্যে বিরলতম বলে তিনি মনে করছেন না। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৪, ৬৬ এবং ১০৩ (১) তিনটি ধারাতেই সঞ্জয়ের অপরাধ প্রমাণিত। তাই তাঁকে আমৃত্যু কারাবাস করতে হবে।

এই ঘটনাতেই হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ, টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করেছিল সিবিআই। কিন্তু সময়ে চার্জশিট দিতে না-পারায় তাঁরা জামিন পেয়ে গিয়েছেন। সন্দীপ অবশ্য আরজি কর সংক্রান্ত অন্য মামলায় বন্দি। ধর্ষণ-খুন মামলাতেও পরবর্তী চার্জশিট জমা দিতে হবে সিবিআইকে। ফলে সঞ্জয়ের শাস্তি ঘোষণাতে এই মামলা শেষ হয়ে যায়নি।

মহারাষ্ট্রে অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে বিস্ফোরণ

অন্তত আট জনের মৃত্যু

মুম্বই, ২৪ জানুয়ারি: সকাল সকাল বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল মহারাষ্ট্রের অস্ত্র কারখানা ও সংলগ্ন এলাকা। শুক্রবার সকাল ১১টা নাগাদ মহারাষ্ট্রের ভান্ডারা জেলায় ঘটনাটি ঘটেছে। খবর পাওয়ার পরই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল, স্বাস্থ্যকর্মী ও উদ্ধারকারী দল। উদ্ধারকাজে হাত লাগান স্থানীয়েরাও। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত আট জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে পুলিশ। কয়েক জনের অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক।

সংবাদ সংস্থা এএনআই সূত্রে খবর, শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার কিছুক্ষণ পরেই নাগপুরের কাছে জওহর নগরের ওই অস্ত্র কারখানায় বিস্ফোরণ হয়। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চার দিক। বিস্ফোরণের জেরে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। স্থানীয়দের দাবি, ঘটনাস্থল থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরের এলাকাতেও বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে।

ভান্ডারার জেলাশাসক সঞ্জয় কোলতে জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের কিছু ক্ষণের মধ্যেই উদ্ধারকারী দল এলাকায় পৌঁছয়। ধ্বংসস্তূপে প্রাণের খোঁজে নেমে পড়ে তারা। বিস্ফোরণের অভিঘাতে ধসে পড়েছে কারখানার একটি ছাদ। তার নীচে চাপা পড়ে যান অন্তত ১৪ জন কর্মী। শুরুতে দু'জনকে উদ্ধার করা হয়। এক জনের দেহ মেলে। বাকিদেরও ধ্বংসস্তূপ থেকে বার করে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়। তবে তাঁদের মধ্যে কত জন বেঁচে আছেন, তা বোঝা যাচ্ছিল না। পরে দীর্ঘ ক্ষণের চেষ্টায় আরও সাতটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। কারখানা কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, বিস্ফোরণের সময় ওই কারখানার ভিতরে অন্তত ১৪ জন কর্মী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত মোট আট জনের দেহ মিলেছে। বাকিদের উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ওয়াকফ বিল নিয়ে বিতণ্ডা

জেপিসি থেকে সাসপেন্ড কল্যাণ-সহ ১০ বিরোধী সাংসদ

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি: ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটির (জেপিসি) বৈঠকে জোর বিতণ্ডা শাসক এবং বিরোধী সাংসদদের। শুক্রবার তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তর্কাতর্কিতে জড়ান বিজেপির নিশিকান্ত দুবে। বিতণ্ডা এমন জায়গায় পৌঁছয় যে, ১০ বিরোধী সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। মঙ্গলবার ওই বৈঠকও ভেস্তে যায়। আগামী ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত বৈঠক মুলতুবি রাখা হয়েছে বলে খবর।

জেপিসি-র শেষ ট্যুর ছিল ২১ জানুয়ারি। ২০ তারিখ কলকাতায় বৈঠক হয়। লখনউয়ে শেষ ট্যুর হয়। তার পর কমিটির তরফে নোটিস দেওয়া হয়, ২৪ এবং ২৫ জানুয়ারি ওয়াকফ বিল নিয়ে বৈঠক হবে। যদিও বিরোধী সাংসদদের অনেকে এর বিরোধিতা করেন। কমিটির চেয়ারম্যান জগদম্বিকা পালের কাছে তাঁরা অনুরোধ করেন বৈঠকের দিন পিছিয়ে ৩০-৩১ করা হোক। বিরোধীদের একাধিক সাংসদের দাবি, মৌখিক ভাবে ওই আবেদন মেনে নেওয়া হলেও সরকারি ভাবে নোটিস দেওয়া হয়নি। এর মধ্যে ২৩ জানুয়ারি রাতেই দিল্লিতে চলে যান কল্যাণ-সহ বিরোধী সাংসদেরা। মঙ্গলবার বৈঠকে বলা হয়, ২৪ তারিখ জম্মু-কাশ্মীরের সাংসদদের বক্তব্য শোনা হবে। ২৭ তারিখ অন্যান্য সাংসদের বক্তব্য শোনা হবে। তারই প্রতিবাদ করেন কল্যাণেরা। তাঁদের দাবি, এত তাড়াহুড়ো কেন? এ নিয়ে নিশিকান্তের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় তাঁর। উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এর পর কল্যাণ, এ রাজা, সঞ্জয় সিং-সহ ১০ সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়। কল্যাণ বলেন, 'মিটিংয়ের নামে প্রহসন হচ্ছে।' বস্তুত, ওয়াকফ বিল নিয়ে গত অক্টোবরেও যৌথ সংসদীয় কমিটির বৈঠকে তুমুল অশান্তি হয়। সে দিন আহত হন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ। কাচের বোতল ভেঙে তার হাত জখম হয়েছিল। বৈঠকে 'অসংসদীয় ভাষা' প্রয়োগের জন্য কল্যাণকে এক দিনের জন্য সাসপেন্ড করা হয়।

জানা যাচ্ছে, শুক্রবার কল্যাণদের অনুপস্থিতিতে বৈঠক হয়। তবে এর পর ২৭ জানুয়ারি বৈঠক হবে। তার পর চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দেওয়া হবে। গত ৮ অগস্ট লোকসভায় ওয়াকফ সংশোধনী বিল পেশ করেছিলেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। বিলটি 'অসংবিধানিক এবং মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপকারী' বলে অভিযোগ তুলে বিরোধীরা একযোগে তা নিয়ে আপত্তি জানান। দীর্ঘ বিতর্কের শেষে ঐকমত্যের লক্ষ্যে বিলটি যৌথ সংসদীয় কমিটির কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কেন্দ্র। কংগ্রেস, তৃণমূল, ডিএমকে, এসপি, আপ, মিম-সহ প্রায় সব ক'টি বিরোধী দলের বক্তব্য, ওই বিল সংবিধান-বিরোধী। এই বিল যেমন মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা কেড়ে নেবে, তেমনই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতেও আঘাত করবে বলে মনে করেন তাঁরা। বিলে বলা হয়েছে, আগামী দিনে কোনও সম্পত্তি ওয়াকফ হিসাবে ঘোষণা করার অধিকার ওয়াকফ বোর্ডের হাতে থাকবে না। ওই ক্ষমতা তুলে দেওয়া হবে জেলাশাসকদের হাতে। বিরোধীদের অভিযোগ, নতুন আইনে যাবতীয় ক্ষমতা জেলাশাসকের হাতে চলে যাবে। এর ফলে জেলাশাসক ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যানের থেকেও শক্তিশালী হয়ে উঠবেন। যাবতীয় গুরুত্ব হারাবে ওয়াকফ বোর্ড।

বর্তমানে যে আইন রয়েছে, তাতে ওয়াকফের দখল করা জমি বা সম্পত্তিতে কোনওভাবেই পর্যালোচনা করার সুযোগ থাকে না। কারও আপত্তি সত্ত্বেও জমি বা সম্পত্তি দখল করতে পারে ওয়াকফ বোর্ড। তাতে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ থাকে না সরকারের। নতুন বিলে তার বন্দোবস্ত রয়েছে। এটা নিয়েই আপত্তি উঠেছে। এ ছাড়া রয়েছে একটি কেন্দ্রীয় পোর্টালের মাধ্যমে ওয়াকফ সম্পত্তির নথিভুক্তিকরণ নিয়ন্ত্রণ করার প্রস্তাব।

সীমান্তে কাঁটাতার বসানো প্রসঙ্গে অবস্থান স্পষ্ট করল বিদেশ মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি: ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অপরাধ বন্ধ করতে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতার বসানো প্রসঙ্গে শুক্রবার নয়াদিল্লির অবস্থান স্পষ্ট করল বিদেশ মন্ত্রক। সীমান্তে কাঁটাতারের বিষয়ে দু'দেশের মধ্যে যে চুক্তি রয়েছে, সেই চুক্তি অনুসারেই কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল।

রণধীর জানান, অপরাধ বন্ধ করতে সীমান্তে বেড়া দেওয়া দরকার। মানব পাচার, গোরু পাচার এবং অন্য যে ধরনের অপরাধগুলি চলে, সেগুলি বন্ধ করার প্রয়োজন রয়েছে। সীমান্তকে অপরাধমুক্ত করার লক্ষ্যকে পূরণ করতে হবে। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্রের কথায়, সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়ার বিষয়ে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে চুক্তি রয়েছে। দু'দেশের চুক্তি মেনেই সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়ার কাজ চলছে। তিনি বলেন, 'সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়ার বিষয়ে এখনও পর্যন্ত যা কিছু চুক্তি হয়েছে, আমরা বিশ্বাস করি বাংলাদেশ তা ইতিবাচকভাবে কার্যকর করবে। আমাদের মতে, সীমান্ত কাঁটাতার সংক্রান্ত চুক্তিকে কার্যকর করতে দু'দেশের একসঙ্গে গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করা উচিত।'

ভারত এবং বাংলাদেশের সীমান্তে একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল কাঁটাতারবিহীন রয়ে গিয়েছে এখনও। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ার, দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ার এবং গুয়াহাটি ফ্রন্টিয়ারের অধীনে থাকা বেশ কিছু অঞ্চলে কাঁটাতার নেই। সম্প্রতি ভারত এবং বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী কিছু অঞ্চলে বিএসএফ কাঁটাতার বসানোর কাজ শুরু করে। তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। বাংলাদেশের তরফে আপত্তি জানানো হয়। মালদহের কালিয়াচকে এবং তার পরে দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে কাঁটাতার বসানোর সময় বিজিবির বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এই বিতর্কের আবহে বাংলাদেশে ভারতীয় হাই কমিশনার প্রণয় বর্মাকে ডেকে পাঠায় মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার। পরের দিনই আবার দিল্লিতে বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনার নুরুল ইসলামকে ডেকে পাঠায় বিদেশ মন্ত্রক।

কাঁটাতার নিয়ে এই বিতর্কের মাঝে বুধবার বিএসএফ (সীমান্তরক্ষী বাহিনী) এবং বিজিবি (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ)-এর মধ্যে বৈঠক হয়েছে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই অনুসারে, বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফের মালদহ সেক্টরের ডিআইজি তরুণকুমার গৌতম এবং বিজিবির রাজশাহী সেক্টরের কম্যান্ডার কর্নেল মুহাম্মদ ইমরান।

গোটা রাজ্যে মদ নিষিদ্ধকরণের পথে মধ্যপ্রদেশ সরকার

১৭ জায়গায় মদ বিক্রি নিষিদ্ধ

ভোপাল, ২৪ জানুয়ারি: গোটা মধ্যপ্রদেশে মদ নিষিদ্ধকরণের পথে এগোচ্ছে সে রাজ্যের বিজেপি শাসিত সরকার। ধাপে ধাপে এই প্রক্রিয়া করতে চাইছে তারা। প্রথম ধাপে রাজ্যের ১৭টি জায়গায় মদের দোকান বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মধ্যপ্রদেশ সরকার। বৃহস্পতিবারই এ বিষয়ে আভাস দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। শুক্রবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে ওই সিদ্ধান্তে সিলমোহর পড়েছে। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রথম দফায় ১৭টি শহরে মদের দোকান বন্ধ করানো হবে। এই দোকানগুলি অন্য কোনও জায়গায় সরানোও যাবে না। দোকানগুলি পুরোপুরি বন্ধ করানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' তালিকায় রয়েছে উজ্জয়িনী, চিত্রকূট, অমরকণ্টক, দাতিয়া, পান্না, মণ্ডলা, মুলতাই, মন্দসৌর, মৈহার, ওমকারেশ্বর, মণ্ডলেশ্বর, ওর্চা, মহেশ্বর শহর এবং ছ'টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা।

মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, সরকার চাইছে আগামী দিনে গোটা রাজ্যে মদ নিষিদ্ধ করার পথে এগোতে। সেই মতো ধাপে ধাপে এগোনো হচ্ছে। এই ১৭টি জায়গার পুরসভা বা পঞ্চায়েত এলাকায় আর কোনও মদের দোকান থাকবে না। বস্তুত, মধ্যপ্রদেশে প্রায় তিন দশক ধরে মদ নিষিদ্ধকরণের দাবি উঠে আসছে। অতীতে দিগ্বিজয় সিংয়ের কংগ্রেস সরকারের সময়েও এই দাবি তুলেছিলেন তাঁরই দলের বিধায়ক সুভাষ যাদব। তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এবং দলীয় বিধায়কের দ্বন্দ্বও প্রকাশ্যে এসেছিল ওই সময়ে। উমা ভারতী মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন অমরকণ্টক এবং মহেশ্বর শহরে মদ এবং মাংসের বিক্রি নিষিদ্ধ করেছিলেন। পরে শিবরাজ সিং চৌহান ওই নিষেধাজ্ঞার পরিধি উজ্জয়িনী-সহ আরও কিছু শহরে বর্ধিত করেন।

বিহারে দীর্ঘদিন মদ নিষিদ্ধ রয়েছে। তবে তাতে কতটা সুরাহা হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েই গিয়েছে। মদ নিষিদ্ধ থাকার কারণে লুকিয়ে বিষমদ বিক্রির খবর প্রায়শই প্রকাশ্যে আসে। বিষমদ খেয়ে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে সেখানে। পুলিশি নজরদারির পরেও বিষমদ বিক্রিতে পুরোপুরি লাগাম টানতে পারেনি প্রশাসন। এই অবস্থায় মদ নিষিদ্ধকরণের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা এবং প্রত্যাহারের দাবিও উঠেছে বিহারে।

NARSINGHA
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ

তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার
শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে

রবি — সাহিত্য সংস্কৃতি
সোম — স্বাস্থ্য বীমা
মঙ্গল — শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি
বুধ — ভ্রমণের টুকিটাকি
বৃহস্পতি — বিনিয়োগ ব্যাঙ্কিং
শুক্র — সিনেমা অনুষঙ্গ
শনি — অর্থেক আকাশ

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।
শীর্ষকে অবশ্যই "বিভাগ (যেমন গুঞ্জন)" কথাটি উল্লেখ করবেন।
আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী

গত 24/01/2025 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 10 নং এফিডেভিট বলে Bindhyachal Jadab S/o. Ramdhari Jadab ও Bindhyachal Yadav S/o. Lt. R. Yadav সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 24/01/2025 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 79 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Afroz Hossain ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Md. Hasem ও Md. Hossain উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম -পদবী

গত 17/01/25 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 820 নং এফিডেভিট বলে আমি Hiralal Sharaf ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Harihar Prasad ও H. H. Sharaf উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম -পদবী

গত 21/01/2025 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 1083 নং এফিডেভিট বলে Raja Sadhu ও Dr. Raja Sadhu S/o. Biswanath Sadhu সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 08/01/2025 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 316 নং এফিডেভিট বলে Laltu Pal S/o. Ganesh Pal ও Laltu Paul S/o. G. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 03/01/2025 নোটারী পাবলিক, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 83 নং এফিডেভিট বলে আমি Sanjoy Das (old name) S/o. Basudeb Das R/o. Bandipur, Haripal, Hooghly-712407, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sanjay Das (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sanjoy Das & Sanjay Das S/o. Basudeb Das সকলেই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Tina Das.

নাম -পদবী

গত 22/01/2025 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 1114 নং এফিডেভিট বলে Asraf Kazi S/o. Mh. Idrish Kazi ও Asraph Kazi S/o. Mh. Idrishkazi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 22/01/2025 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 1113 নং এফিডেভিট বলে Sk. Nazim Uddin S/o. Abul Kasem ও Abdul Nazim S/o. A. Kasem সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 24/01/2025 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 01 নং এফিডেভিট বলে আমি Sankar Kumar Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ajit Kumar Das, A. K. Das ও Ajit Das উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৫ শে জানুয়ারি । ১১ ই মাঘ । শনিবার । একাদশী তিথি । জন্মে বৃশ্চিক রাশি, অষ্টোত্তরী শনি র ও, বিংশোত্তোরী বুধের র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : প্রাপ্তি। বিদ্যা ভাগ্য ভালো। আজ বাধা থাকলেও, নতুন কিছু করার শক্তি পাবেন। বৈবাহিক জীবনে কিছু সমস্যা আসছে, প্রতিবেশীর দ্বারা সমাধান। ঋর কর্ম ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান বৃদ্ধির সুযোগ। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

বৃষ রাশি : মানসিক ভাবে ভাল। সম্পর্কে শুভত্ব আনতে চেষ্টা করতে হবে। পরিবার এর কোন গোপন কথা, সমস্যা তৈরি করতে পারে। এক প্রবীনা সদস্য র ভুল বাক্য দ্বারা হঠাৎ করেই সমস্যা হবে। যারা কম্পিউটার টেকনোলজি বিভাগে কাজ করছেন, তারা সম্মান পাবেন। মন্ত্র গণ গণশায় নমঃ। শুভ রং ঘিয়ে। শুভ দিক উত্তর।

মিথুন রাশি : কিছু শুভ মানুষ চিনতে ভুল করেছেন। তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পরিবারে, ভুল বোঝাবুঝি হবে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য আজ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। বিশ্বাস করে যাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, নজর রাখুন সেই দিকে। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক পূর্ব।

কর্কট রাশি : তর্কে জিততে পারবেন না। নৈরাশ্য হতাশা গ্রাস করবে মনটাকে। নতুন বন্ধুত্বের অনুরোধ, কেন উপেক্ষা করছেন? সময় দিন, শুভ হবে। সম্পত্তি দখল নিয়ে মামলা শুরু হতে পারে। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : খুব ভালো যোগাযোগ হবে। সবাই সামনে আপনার কথা মেনে নিয়ে, পিছনে বসে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের করছে। সতর্ক থাকুন। খাদ্যদ্রব্যর ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। মন্ত্র ওম গন গণেশায়। শুভ রং। হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : পরিবার পরিজন সবাই আজ আপনার সহযোগ করবেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। প্রবীন নাগরিক হিসেবে আজ আর্থিক সাহায্য পাবেন। তবে পুরাতন কোন মামলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : এক বান্ধব দ্বারা সুসংবাদ প্রাপ্তি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। আজ মন খুলে বান্ধব দের সাথে কথা বলতে পারেন। শুধু সন্ধ্যার পর অপরিচিত র ফোন না ধরা ভাল। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। যারা কস্মেটিক্স ব্যবসা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি নিশ্চিত। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : দুঃখ প্রাপ্তি। সতর্ক থাকুন। আজ হয়রানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন সমস্যা তৈরী হবে ব্যাংক লোন নিয়ে। কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কিছু প্রমান দিতে হতে পারে। রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের সাথে শুভ। মন্ত্র শন শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : বিবাহিত জীবনের জন্য শুভ। আজ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে কোন তৃতীয় ব্যক্তির ব্যবহারে সমস্যা তৈরী হতে পারে। একটু সতর্ক থাকুন, ছলনা কারী স্বজন কে আজ চিনতে পারবেন। মোটর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজে আজ সফলতা। মন্ত্র দূর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি : শান্তির বাতাবরন পরিবারে। ফোন কলে আজ লাভ প্রাপ্তি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা শুভ। যারা উচ্চ বিদ্যা তে আছেন, সফলতা অর্জন করতে পারবেন। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে শুভ। লৌহ আকরিক ব্যবসা তে ধন প্রাপ্তি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : ধার্মিক আধ্যাত্মিক মন যুক্ত দিন। আপ্যায়ন ভাল, তবে আজ দুই পরিচিত মানুষ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হবে। সবাই আপনার মতো সরলতায় পূর্ন নয়। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : প্রতিবাদ না করাটা ভাল। আজ সত্য উদঘাটন হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে কষ্ট। মনের মানুষ কে ভুল বুঝে কষ্ট পাবেন। আর্থিক স্থিতি শুভ। প্রেমিক যুগল, বয়স্কদের সাহায্যে নিয়ে এগিয়ে যাও, শুভ হবে। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

**(আজ মাইকেল মধুসূদন দত্ত র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।
জননেতা অশ্বিনী কুমার দত্তের শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।
ষঠিতলা একাদশী তিথি মুহূর্ত। ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসব।)**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল, **কৃষ্ণকান্ত বেরা**, পিতা লক্ষীকান্ত বেরা, সাকিন ও পোস্ট - পিংলা, নিম্ন তপশীল ভুক্ত সম্পত্তি মালিকগণের পক্ষে মেদিনীপুর এ-ডি-এস-আর অফিসে Book No- Iv 89 ও Book No- Iv 30 রেজিস্টিকৃত আমমোক্তার নামা মূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ৺রবীন্দ্রনাথ সিংহের পুত্র **রথীন্দ্রনাথ সিংহের** দ্বারা গত ইং 20/02/2023 তারিখে সম্পাদিত 1002-01397 নম্বর রেজিস্ট্রি বিক্রয় কোবালামূলে খরিদ করিয়া উক্ত সম্পত্তি নিজ নামে পত্তনের জন্য পিংলা বি-এল এন্ড এল-আর অফিসে দরখাস্ত করিয়াছেন। তাহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে 15 দিনের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় উক্ত দরখাস্ত আইনানুযায়ী নিস্পত্তি হইবে।

তপশীল

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- পিংলার অন্তর্গত পিংলা মৌজার (জে-এল নং - ৮৩) এল- আর খতিয়ান নং- 805 ও 1104 713 দাগে 0.0300 একর।

Paritosh Ghosh (Advocate)
Judge's Court Paschim Medinipur

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল, **বলরাম বেরা**, পিতা লক্ষীকান্ত বেরা, সাকিন ও পোস্ট - পিংলা, নিম্ন তপশীল ভুক্ত সম্পত্তি মালিকগণের পক্ষে মেদিনীপুর এ-ডি-এস-আর অফিসে Book No- Iv 89 ও Book No- Iv 30 রেজিস্টিকৃত আমমোক্তার নামা মূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ৺রবীন্দ্রনাথ সিংহের পুত্র **রথীন্দ্রনাথ সিংহের** দ্বারা গত ইং 20/02/2023 তারিখে সম্পাদিত 1002-01398 নম্বর রেজিস্ট্রি বিক্রয় কোবালামূলে খরিদ করিয়া উক্ত সম্পত্তি নিজ নামে পত্তনের জন্য পিংলা বি-এল এন্ড এল-আর অফিসে দরখাস্ত করিয়াছেন। তাহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে 15 দিনের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় উক্ত দরখাস্ত আইনানুযায়ী নিস্পত্তি হইবে।

তপশীল

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- পিংলার অন্তর্গত পিংলা মৌজার (জে-এল নং - ৮৩) এল- আর খতিয়ান নং- 805 ও 1104 713 দাগে 0.0300 একর।

Paritosh Ghosh (Advocate)
Judge's Court Paschim Medinipur

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী রঘুনাথ বাগ পিতা অনন্ত বাগ সেক্রেটারি 'বুড়িগ্রাম যুব সংঘ' সাকিম বুড়িগ্রাম, বলরামবাটী, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৪০৯ মহাশয় 'বুড়িগ্রাম যুব সংঘ' এর পক্ষে বিগত ইং 19/06/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর, সিঙ্গুর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-3033/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**বসিয়ার রহমান মল্লিক** পিতা মৃত আইচ রহমান মল্লিক সাকিম রাজারামবাটী, বাসুবাটী, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৪০৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 07/02/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, সিঙ্গুর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-0565/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রীমত্যা রীনা চক্রবর্ত্তী** স্বামী ৺স্মরজিত চক্রবর্ত্তী সাকিম নসিবপুর, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২২২৩ ও **২)শ্রীমতী সায়নী চক্রবর্ত্তী** স্বামী শ্রী ইন্দ্রজিত চক্রবর্ত্তী সাকিম হরিপুর, চন্ডিতলা-১, হুগলী-৭১২৭০১ মহাশয়াগণকে বিক্রয় করি।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা সিঙ্গুর, মৌজা কিসমৎ অপূর্বপুর, ৫১ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. 1436 নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. 519 নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ২২ শতক তন্মধ্যে ২ কাঠা বা ৩.৩০ শতক আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ **১)শ্রীমত্যা রীনা চক্রবর্ত্তী** স্বামী ৺স্মরজিত চক্রবর্ত্তী ও **২)শ্রীমতী সায়নী চক্রবর্ত্তী** স্বামী শ্রী ইন্দ্রজিত চক্রবর্ত্তী উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **বসিয়ার রহমান মল্লিক**
আমমোক্তার

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনের উদ্দেশ্যে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল নিম্নের তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি একটি ঐ সম্পত্তি একটি বৈধ রেজিস্টার্ড আমমোক্তারনামা দলিল মূলে (যাহার নং ০৫।২০২৩ হইতেছে) গোলাম মেহেবুব সেখ, পিতা- সরিফুদ্দিন সেখ, সাং- জানকীনগর থানা- কালীগঞ্জ, জেলা নদীয়ার নিকট হইতে উপযুক্ত মূল্যে খরিদ করিয়া উহাতে বর্তমানে মালিক হইয়াছেন। এক্ষনে আমার উক্ত মক্কেল অর্থাৎ শেরফুল মল্লিক, পিতা ফরাজ মল্লিক সাং পোঃ- বড় কুলবেড়িয়া, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা- নদীয়া নিম্নের তপশীল বর্ণিত সম্পত্তিটির এল. আর. রেকর্ড পত্তন করাইবার জন্য বি. এল. আর. ও. কালীগঞ্জ, জেলা- নদীয়ার অফিসে আবেদন করিয়াছেন সমস্ত প্রকারের প্রস্তুতি লইয়াছেন। এই বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বা করিতে চাহিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ১ মাসের মধ্যে জানাইবেন, অন্যথায় সরকারি নিয়ম মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

তপশীন

জেলা- নদীয়া, থানা- কালীগঞ্জ, এ. ডি. এস. আর.ও, দেবগ্রাম মৌজা- বড়কুল বেড়িয়া জে. এন. ১২, খতিয়ান নং এল. আর. ১৮৯৬/ ১কৃ, দাগ নং (৩৭৬৭) রকম আমন, পরিমান ৯৮ শতক মধ্যে ২৮ শতক এই সম্পত্তি এল. আর. রেকর্ড হইবে

**দেবাশিষ মন্ডল
এ্যাডভোকেট,
কাটোয়া মহকুমা আদালত,
২২/০১/২০২৫**

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রী অরুন কুমার গিরি**, পিতা-৺নরেন্দ্রনাথ গিরি, সাং- নরসিংহপুর, পোঃ- দামোদরপুর, থানা- জুনপুট কোষ্টাল, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, কাঁথি থানার অন্তর্গত দুর্গাপুর ১ম খণ্ড মৌজার ৩৬৩ নং জে.এল. ভুক্ত ৬০৮, ৬০৯, ৬০৬, ৬০৭ ও ৬১০নং খতিয়ানের হাল ১৫৬ দাগে জল ৫১ ডেঃ এর মধ্যে দক্ষিনাংশে কমবেশী ১১.৪ ডেঃ সম্পত্তি ক্রয় করিবার জন্য **পুরবী মেইকাপ**, স্বামী- ৺মনোরঞ্জন, **কৃষ্ণকমল মেইকাপ**, পিতা- ৺মনোরঞ্জন, **পার্থসখা মেইকাপ**, পিতা- ৺মনোরঞ্জন, সর্বসাং-নরসিংহপুর, পোঃ- দামোদরপুর, থানা-জুনপুট কোষ্টাল, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর ও **সতীরাণী দাস**, স্বামী- পুষ্পেন্দু বিকাশ দাস, সাং- নস্করপুর, পোঃ- বাসুদেবপুর, থানা- এগরা, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর মহাশয়গণের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে কোন ব্যক্তি, ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান সহ অন্য কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে তাহা অদ্য হইতে আগামী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে প্রাসঙ্গিক কাগজপত্রাদি সহ লিখিতআকারে নিম্ন লিখিত ব্যক্তির সহিত যোগাযোগ করিবার অনুরোধ জানাইতেছি। অন্যথায় আইনানুগ কোন বিষয়ে বাধ্য থাকিব না।

ইতি- **শ্রী গৌতম কুমার নন্দ (এ্যাডভোকেট)**
কাঁথি মহকুমা আদালত।
Mob:- 9732552328.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনের উদ্দেশ্যে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল নিম্নের তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি ঐ সম্পত্তির একটি বৈধ রেজিস্টার্ড আমমোক্তারনামা দলিল মূলে (যাহার নং ০৫। ২০২৩ হইতেছে) গোলাম মেহেবুব সেখ, পিতা সরিফুদ্দিন সেখ, সাং-জানকীনগর থানা- কালীগঞ্জ, জেলা নদীয়ার নিকট হইতে উপযুক্ত মূল্যে খরিদ করিয়া উহাতে বর্তমানে মালিক হইয়াছেন। এখানে আমার উক্ত মক্কেল অর্থাৎ আরিফুল সেখ, পিতা মৃত ভোলা সেখ, সাং পোঃ- বড় কুলবেড়িয়া, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা- নদীয়া নিম্নের তপশীল বর্ণিত সম্পত্তিটির এল. আর. রেকর্ড পত্তন করাইবার জন্য বি. এল. আর. ও. কালীগঞ্জ, জেলা- নদীয়ার অফিসে আবেদন করিয়াছেন ও সমস্ত প্রকারের প্রস্তুতি লইয়াছেন। এই বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বা করিতে চাহিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ১ মাসের মধ্যে জানাইবেন, অন্যথায় সরকারি নিয়ম মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

তপশীন

জেলা- নদীয়া, থানা- কালীগঞ্জ, এ. ডি. এম. দেবগ্রাম মৌজা- বড়কুল বেরিয়া জে. এন. ১২, খতিয়ান নং এল. আর. ১৮৯৬/ ১কৃ, দাগ নং (৩০৭২) রকম আমন, পরিমান ৪৩ শতক মধ্যে ১৮ শতক এই সম্পত্তি এল. আর. রেকর্ড হইবে

**দেবাশিষ মন্ডল
এ্যাডভোকেট,
কাটোয়া মহকুমা আদালত,
২২/০১/২০২৫**

PUBLIC NOTICE

**In the West Bengal Land Reforms and Tenancy Tribunal
Salt Lake City, Kolkata – 700091
3rd Bench
O.A. No. 28 of 2024 (LRTT)
Sri Ganga Narayan Paria & others
-------- Applicants
-VS-
The State of West Bengal and 1. The B.L.&L.R.O., Kharagpur – I 2. The Appellate Authority, S.D.L. & L.R.O., Kharagpur 3. Sri Kalipada Kuila, 4. Sri Gopal Kuila, 5. Smt. Kishori Kuila, 6. Sri Banshidhar Kuila, 7. Sri Bijoy Krishna Kuila 8. Smt. Ramanibala Dasi, 9. Sri Hridaynath Kuila, 10. Tamasi Paria 11. Umesh Paria
------- Respondents**

আবেদনকারীগণ উপরোক্ত ট্রাইবুনালে নিম্ন তফসিলভুক্ত সম্পত্তি তাহাদের নাম বরাবর রেকর্ডভুক্ত করিবার দাবিতে বর্তমান আপিল দায়ের করিতে বাধ্য হইয়াছেন। রেস্পনডেন্টগণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আপনাদের বরাবরে অত্র ট্রাইবুনালের প্রদত্ত নোটিশ বিনা জারিতে ফেরত এবং অন্যতম রেস্পনডেন্টের ঠিকানা যথার্থ না হওয়ায় ফেরত আসায় আপনারা আগামী **১৭.০৩.২০২৫** তারিখে উক্ত ট্রাইবুনালে স্বয়ং অথবা প্রতিনিধি মাধ্যমে যোগদান করিবেন, অন্যথায় একতরফা নিষ্পত্তির জন্য দিন ধার্য হইবে।

SCHEDULE

Dist. Paschim Medinipur, P. S. & Sub - Registry Office - Kharagpur, Mouza - Gopali, J.L.No.-260, Khatian No. 40, 44, 78, 225, 234, 314 & 428, Dag Nos. 97, 99 & 101, Area - 2 acres 22 dec. sol & metal.

**আদেশানুসারে
Mr. Sovan Kumar Mukhopadhay
(Hon'ble Judicial Member)
Mr. Ajoy Sanyamath
(Hon'ble Administrative Member)**
WBLR&TT, 3rd Bench,
Salt Lake City, Kolkata – 700091

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)শ্রী নির্মাল্য গোস্বামী পিতা নিমাই গোস্বামী, **২)শ্রীমত্যা সুচন্দ্রা গোস্বামী** স্বামী ৺রবীন গোস্বামী, **৩)শ্রীমতী সুদেষ্ণা গোস্বামী মজুমদার** স্বামী হৃষীকেশ মজুমদার সকলের সাকিম চকবাজার, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩ দাতাগণ বিগত ইং 27/03/2019 তারিখে ডি.এস.আর-I হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-0178/2019 নং আমমোক্তার দলিল বলে **১)শ্রী বিশ্বজিৎ গাঙ্গুলী** পিতা ৺দুলাল গাঙ্গুলী সাকিম মহেন্দ্র মিত্র রোড, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩ ও **২)শ্রী বিজয় কাহার** পিতা কুশরাম কাহার সাকিম বড়বাজার হোসেন গলি, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১ মহাশয়গণকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি ১)বিগত ইং 03/05/2019 তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-4913/19 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে 488.40 বর্গফুট পরিমিত সুপারবিল্ট আপ এরিয়া ও ২) বিগত ইং 10/12/2020 তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-8820/20 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে 70.80 বর্গফুট পরিমিত সুপারবিল্ট আপ এরিয়া, দুইটি পৃথক দলিল মূলে শ্রী অরুপ দাস পিতা ৺অশ্বিনী কুমার দাস সাকিম বি. দে. রোড, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩ মহাশয়কে বিক্রয় করেন। অতঃপর **শ্রী অরুপ দাস** উক্ত নিজ খরিদা সম্পত্তি বিগত ইং 23/09/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-11218/24 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে (488.40+70.80)= 559.20 বর্গফুট পরিমিত সুপারবিল্ট আপ এরিয়া, যাহার 463 বর্গফুট কার্পেট এরিয়া বিশিষ্ট দোকান ঘর সম্পত্তিটি আমার মক্কেলগণ **১)শ্রী রতন মন্ডল** পিতা শ্রী জলধর মন্ডল ও **২)শ্রীমতী সন্ধ্যা মন্ডল** স্বামী শ্রী রতন মন্ডল মহাশয়/মহাশয়াকে বিক্রয় করেন।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা বালি, ৯ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৯৪৭ ও ৬০৫৯ নং খতিয়ানে, সাবেক ৩৪২২ তথা হাল ৫০২৩ নং দাগে বাস্তু জমি ০.০৪৫ একর আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে 559.20 বর্গফুট পরিমিত সুপারবিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট দোকান ঘরটি বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেলগণ **১)শ্রী রতন মন্ডল** পিতা শ্রী জলধর মন্ডল ও **২)শ্রীমতী সন্ধ্যা মন্ডল** স্বামী শ্রী রতন মন্ডল, উক্ত খরিদা দোকান ঘর সম্পত্তিটি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা–চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

A2Advantage Ad Agency, শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী, অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

দ্বিতীয় দিনেও বালি ব্রিজে যাত্রী হয়রানি, চলবে আরও ২ দিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালি: আশঙ্কা মতোই কাজ শুরু হওয়ার দ্বিতীয় দিন বালি ব্রিজ সহ বালি হল্ট স্টেশনের সামনের জাতীয় সড়কে ধরা পড়ল যাত্রী হয়রানির ছবি। ডানকুনি শিয়ালদা শাখায় রেললাইনের কাজের জন্য বন্ধ রয়েছে ট্রেন চলাচল। অন্যদিকে অফিস টাইমে যাত্রী ভোগান্তির ছবি চরম পর্যায়। বালি ব্রিজের দক্ষিণেশ্বর থেকে বালি দিকে আসার লেনটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রয়েছে যার ফলে বালি থেকে কলকাতামুখী লেনটিতে রাস্তায় দু'দিক থেকে যান চলাচল করার জন্য তীব্র যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। ডানকুনি-শিয়ালদা শাখায় চারদিন ধরে ট্রেন বন্ধের ঘোষণা পূর্ব রেল আগেই করেছিল। আর তার সঙ্গে জানানো হয়েছিল, ওই সময়ই টানা পাঁচ দিন বন্ধ থাকবে বালি ব্রিজের একাংশও। শুক্রবার সকাল থেকে বালি ব্রিজের উপর বহু যাত্রীকে দীর্ঘক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে থাকতে দেখা যায়। কেউ কেউ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেতুর মাঝে থাকা জালের বেড়া টপকে যেতেও দেখা যায়। বৃহস্পতিবার থেকে ডানকুনিগামী বাস-গাড়ি নিবেদিতা সেতু দিয়ে চলাচল করছে। ফলে আজ ২৩ থেকে ২৭ জানুয়ারি বালি ব্রিজের উপর দিয়ে যাতায়াত করা মানুষদের চরম হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। চলতি সপ্তাহেই হাওড়া সিটি পুলিশের পক্ষ থেকে গাড়ি চলাচলের জন্য নির্দিষ্ট রুটের ঘোষণা করা হয়। নির্দেশিকাতে জানানো হয়েছে, ২২ জানুয়ারি রাত ১২টা থেকে বালি ব্রিজের একাংশ দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে যান চলাচল। ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত যান চলাচলে এই নিয়ন্ত্রণবিধি চলবে। তবে বিকল্প রুটও ঠিক করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, বালি ব্রিজের একাংশ দিয়ে কলকাতাগামী গাড়ি ঢুকতে পারবে। কিন্তু কলকাতা থেকে বালি হল্ট, হয়ে বোম্বে রোড, দিল্লি রোডগামী বাস বা গাড়ি বেরোতে পারবে না। সেই বাসগুলো যাবে নিবেদিতা সেতু হয়ে। তবে বাসের কোনও টোলট্যাক্স লাগবে না।

পশ্চিমবঙ্গ আইএনটিটিইউসি-র উদ্যোগে অল বেঙ্গল তৃণমূল রেলওয়ে হকার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ও রাজ্যের আইএনটিটিইউসি -এর সক্রিয় সদস্য বাপি ঘোষের নেতৃত্বে লক্ষাধিক রেল হকার সদস্যদের নিয়ে শিয়ালদা ডিআরএম অফিস অভিযান হল। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ ও রাজ্য আইএনটিটিইউসি-র সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও উত্তর কলকাতার আইএনটিটিইউসি-র সভাপতি স্বপন সমাদ্দার ও আরো নেতৃবৃন্দ। বিভিন্ন দাবি দাবা নিয়ে একটি স্মারকলিপি ডিআরএমকে জমা দেওয়া হয়।

এআই বিষয়ক গ্লোবাল হাব গড়ে তুলবে আইটিসি ইনফোটেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতায় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক গ্লোবাল হাব গড়ে তুলতে চলেছে আইটিসি ইনফোটেক। আসন্ন বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে সংস্থার এই সিদ্ধান্তের কথা আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করা হবে বলে জানা গিয়েছে নবান্ন সূত্রে। আইটিসির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সংস্থার গ্রিন সেন্টার ক্যাম্পাসে গ্লোবাল এআই হাব গড়ে তোলা হবে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ক্লায়েন্টদের পরিষেবা দেওয়ার জন্যই কলকাতায় এই হাব তৈরি করা হবে। কয়েক হাজার কর্মসংস্থানও হবে। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কলকাতা এই কাজের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা। কলকাতার ভৌগোলিক অবস্থান খুবই ভালো। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের মেধা যে কোনও রাজ্যের চেয়ে বেশি। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টের মতো বিশ্বের অন্যতম সেরা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে দক্ষ কর্মী পাওয়া যাবে। যোগাযোগ ব্যবস্থাও এখনকার সরকারের আমলে অত্যন্ত উন্নত হয়ে উঠেছে। সব মিলিয়ে কলকাতার পরিবেশ গ্লোবাল এআই হাব গড়ে তোলার জন্য উপযুক্ত বলে মনে করছে সংস্থা। এই মুহূর্তে কলকাতায় আইটিসি ইনফোটেকে প্রায় এক হাজার কর্মী রয়েছেন। গ্লোবাল এআই হাব গড়ে উঠলে ৩০ শতাংশ কর্মী বাড়বে। এই হাব পুরোপুরি কাজ শুরু করে দেবে তিন থেকে চার বছরের মধ্যে।

জবকার্ডধারী শ্রমিকদের বাংলার বাড়ি তৈরির কাজে নিযুক্ত করা হবে!: কর্মশ্রী প্রকল্পে জবকার্ডধারী শ্রমিকদের বাংলার বাড়ি তৈরির কাজে নিযুক্ত করা হবে। ওই প্রকল্পে প্রায় ১২ লক্ষ বাড়ি তৈরির প্রথম কিস্তির টাকা বণ্টনের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন। সেই সব বাড়ি তৈরির কাজে ক্রমশ্র প্রকল্পে নথিভুক্ত শ্রমিকদের কাজে লাগাতে পঞ্চায়েত দপ্তর নির্দেশ দিয়েছে। প্রতিটি বাড়ি পিছু একজন জবকার্ড হোল্ডারকে শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করা হবে। এরফলে জবকার্ড হোল্ডাররা বাড়তি উপার্জনও করতে পারবেন। উল্লেখ্য, রাজ্যে একশো দিনের কাজ বন্ধ থাকায় ওই প্রকল্পে কাজহারাদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ দিতে রাজ্য সরকার চলতি আর্থিক বছরের বাজেটে ৫০ দিনের কাজের প্রকল্প কর্মশ্রী ঘোষণা করেছে।

দুয়ারে সরকারের প্রথম দিনে বিপুল মানুষের সাড়া!

নিজস্ব প্রতিবেদন: নবম দুয়ারে সরকার কর্মসূচির প্রথম দিন ছিল শুক্রবার। আর প্রথম দিনেই বিপুল সংখ্যক মানুষের যোগদানের সাক্ষী হল রাজ্য সরকারের এই অনন্য কর্মসূচি। এদিন রাজ্য জুড়ে ১৩ হাজার ৯২২টি শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত শিবিরগুলিতে পা পড়েছে পাঁচ লাখেরও বেশি মানুষের। এই দফায় দুয়ারে সরকার কর্মসূচি চলবে ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। রাজ্যের সর্বত্র ১ লাখ ৬ হাজারের বেশি শিবির করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। প্রত্যন্ত এলাকায় শিবির করার ওপর এবার বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন এলাকায় শিবির করে মোট ৩৭টি প্রকল্পের সুবিধার জন্য আবেদন জমা নেওয়া হচ্ছে।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে স্বীকৃতি জানিয়ে ২৫ জানুয়ারি জাতীয় ভোটার দিবসে ভারতীয় রেলওয়ে পুরস্কৃত করা হবে। এই অনুষ্ঠানটি নয়াদিল্লির দিল্লি ক্যান্টনমেন্টের মানেক শা সেন্টারে আয়োজিত হওয়ার কথা রয়েছে। ভোটারদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নির্বাচনে নাগরিকদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য রেলওয়ে ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের সহযোগিতায় স্টেশন, রেলের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন জুড়ে প্রচারে সাহায্য করে।

নোয়াপাড়া-জয় হিন্দ বিমানবন্দর রুটের আপ ও ডাউনে ট্রায়াল রান সফল

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেট্রো যাত্রীদের জন্য আরেকটি সুসংবাদ দিল মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মেট্রো পরিষেবা চালুর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন শুক্রবার এক বড় মাইলফলক অর্জন করল। শুক্রবার অর্থাৎ ২৪ জানুয়ারি নোয়াপাড়া-জয় হিন্দ বিমানবন্দর অংশের ৭.০৪ কিমি দূরত্বে হলুদ লাইনের আপ ও ডাউন লাইনে প্রথম পূর্ণাঙ্গ ট্রায়াল রান সফল হল। ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে সফলভাবে সম্পন্ন হল এই ট্রায়াল রান। শুক্রবার দুপুর ১২ টা ০৯ মিনিটে নোয়াপাড়া থেকে যাত্রা শুরু হয় রেক নং এমআর ৪০৮ দিয়ে। মেট্রো রেলের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং কৌতুহলী দর্শকরা এই ঐতিহাসিক মুহূর্ত প্রত্যক্ষ করেন।

মেট্রো রেলের মহাব্যবস্থাপক পি. উদয় কুমার রেড্ডি এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা এই ট্রায়াল রানের সময় উপস্থিত ছিলেন। পি. উদয় কুমার রেড্ডি পুরো ট্রায়াল চলাকালীন মোটরম্যানের কেবিনে উপস্থিত ছিলেন। জয় হিন্দ বিমানবন্দর মেট্রো স্টেশনের পথে রেকটি দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে থামে এবং মহাব্যবস্থাপক স্টেশনটি পরিদর্শন করেন। এরপর দুপুর ১২ টা ৩১ মিনিটে রেকটি জয় হিন্দ বিমানবন্দর মেট্রো স্টেশনে পৌঁছায় এবং মেট্রো কর্মকর্তারা আনন্দের সঙ্গে রেকটিকে স্বাগত জানান।

পরিদর্শনের পর, মহাব্যবস্থাপক জয় হিন্দ বিমানবন্দর মেট্রো স্টেশনে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন এবং কর্মকর্তাদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমস্ত অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন। ফেরার পথে রেকটি ১ টা ৫৭ মিনিটে জয় হিন্দ বিমানবন্দর থেকে রওনা দিয়ে ২ টা ২১ মিনিটে নোয়াপাড়া মেট্রো স্টেশনে পৌঁছয়। সূত্রের খবর এই অংশটি চালু হলে এটি কলকাতা ও উপনগরের মানুষের জন্য একটি আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তনে বিপ্লব ঘটাবে, যা বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পথ সহজ করবে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি ২০২৫, ১১ মাঘ, শনিবার

আন্তর্জাতিক বইমেলায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বুক স্টলের আর্জি খারিজ করল আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা হাইকোর্টে ধাক্কা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের। কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বুক স্টলের আর্জি খারিজ করে দিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। যদিও গিল্ডের তরফে এখনও পর্যন্ত আদালতে এই মামলা প্রসঙ্গে কিছুই জানানো হয়নি।

আগামী ২৮ জানুয়ারি কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সারা বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে বহু দেশ যোগ দেয় এই মেলায়। কিন্তু এবারের মেলায় আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, স্পেন, পেরু, ইরান-সহ একাধিক দেশ অংশগ্রহণ করছে। তবে বাংলাদেশ থাকছে না। বইমেলায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ৬০০ বর্গ ফুট স্টলের আবেদন জানায়। সেই দাবি মেনে নেয়নি পাবলিশার্স অ্যান্ড গিল্ড। স্টল দেওয়া হবে না বলেই জানিয়ে দেওয়া হয়। যুক্তি হিসাবে গিল্ডের তরফে উল্লেখ করা হয়, 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বই যথেষ্ট বিতর্কিত এবং স্পর্শকাতর। গিল্ড কর্তৃপক্ষ বইমেলায় কোনও বিতর্ক চায় না।'

এদিকে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। কলকাতা হাইকোর্ট গিল্ডকে গত ১০ জানুয়ারির মধ্যে ই-মেল করে মতামত জানাতে বলে। তবে কোনও মতামত দেয়নি গিল্ড। ইতিমধ্যে শুক্রবার বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে ওঠে মামলাটি। শুনানিতে পাবলিশার্স অ্যান্ড গিল্ডের কাছে হাইকোর্ট প্রশ্ন করে, 'আপনারা কি জানেন না, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নিজস্ব পাবলিকেশন আছে? এত বছর ধরে অনুমতি দিয়েছেন তখন মনে হয়নি তাদের লেখা বই স্পর্শকাতর? তাহলে কেন সেই সময় অনুমতি দিলেন?' তবে গিল্ডের তরফে আদালতে কোনও তথ্য জানানো হয়নি বলে মামলা খারিজ করে দেওয়া হয়।

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রেড রোডে ফাইনাল প্যারেড। ছবি: অদিতি সাহা

এবার তপসিয়ায় মিলল হেলে পড়া আবাসনের খোঁজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, তপসিয়া: বাঘাযতীন, ট্যাংরা, বিধাননগরের পর তপসিয়া। ফের খাস কলকাতায় খোঁজ মিলল আরও একটি হেলে পড়া আবাসনের। যা আপাতত কয়েকটি বিম দিয়ে দুটি বহুতলের মাঝে ঠেকনা দেওয়া হয়েছে। সেই বিমগুলির উপর নির্ভর করেই দাঁড়িয়ে রয়েছে হেলে পড়া আবাসনটি। আতঙ্কে দুই আবাসনের বাসিন্দারা। এদিকে কলকাতা পুরসভার পক্ষ থেকে কাউন্সিলরের কাছে ওয়ার্ডের সমস্ত বিপজ্জনক আবাসনের তথ্য চাওয়া হয়েছে।

কলকাতা পুরসভার ৫৯ নম্বর ওয়ার্ডের ১২ নম্বর লোকনাথ বোস গার্ডেন লেনের ঘটনা। স্থানীয় ও আবাসনের বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গিয়েছে, ৭-৮ বছর আগে হেলে পড়া আবাসনটি তৈরি হয়। বহুতলটি হেলে পড়ায় লোহার বিম দিয়ে পাশের আবাসনের সঙ্গে ঠেকনা দেওয়া হয়েছে। প্রায় প্রতিটি তলায় বিম রয়েছে। নিচ থেকে উপরের দিকে তাকালে দুটি আবাসন যে আরও কাছিকাছি এসে পড়েছে, তা দেখা যাচ্ছে।

এখানেই প্রশ্ন উঠছে দীর্ঘদিন ধরে আবাসনটি এই অবস্থায় থাকলেও কেউ জানে না কেন? বহুতল তৈরির ক্ষেত্রে সব নিয়ম মানা হয়েছিল কি না তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। ৫৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জলি বিশ্বাস জানান, 'বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। আগে জানতাম না। পুরসভার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) আমার কাছে ওয়ার্ডের পুরনো বহুতলের তথ্য চেয়েছেন। আমি পাঠিয়ে দেব।' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের কথা বলেছেন, তারপরও কেন সেই বিষয়ে নজরদারি চালানো হচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে কলকাতা পুরসভার ৯৯ ওয়ার্ডে বাঘাযতীন চত্বরে বিদ্যাসাগরের কলোনির একটি আবাসন হেলে পড়ে। নিচের তলাটি কার্যত চুরমার হয়ে যায়। ঘটনার প্রাথমিক তদন্তে কলকাতা পুরসভা জানায়, অনুমতি ছাড়াই তৈরি হয়েছিল ওই বহুতল। তারপর ট্যাংরার ক্রিস্টোফার রোডে হেলে পড়ে একটি নির্মীয়মাণ বহুতল। বৃহস্পতিবার বিধাননগর পুরনিগমের ২৩ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় পরপর দুটি বাড়ি বিপজ্জনকভাবে হেলে পড়ে। অন্যদিকে, ৩ নং ওয়ার্ড এলাকার দক্ষিণ নারায়ণপুরের একটি বাড়িও হেলে পড়ে। সেই রেশ কাটতে না কাটতে সামনে এল তপসিয়ার ঘটনা।

বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়েতে লরির ধাক্কা ক্যাবে, জখম ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সাতসকালে বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়েতে ভয়ংকর দুর্ঘটনা। লরির ধাক্কায় দুমড়ে-মুচড়ে গেল অ্যাপক্যাব। গুরুতর জখম ৩ জন। পুলিশের তরফে তড়িঘড়ি তাঁদের উদ্ধার করে পাঠানো হয়েছে হাসপাতালে। আটক করা হয়েছে লরির চালককে।

এদিকে শুক্রবার সকাল থেকেই কুয়াশার দাপট রাজ্যজুড়ে। একহাত দূরের জিনিসও দেখতে বেশ সমস্যায় হয় ভোরের দিকে। এদিন সকালে বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে ধরে এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছিল একটি অ্যাপ ক্যাব। ঢালাই কারখানার কাছে পৌঁছতেই ঘটে দুর্ঘটনা। আচমকা পিছন থেকে ক্যাবটিকে ধাক্কা দেয় একটি বালি ভর্তি লরি। লরিটি দ্রুত গতিতে থাকায় একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে যায় ক্যাবটি। ভিতরে থাকা দুই যাত্রী ও চালক গুরুতর জখম হন। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। তড়িঘড়ি তাঁদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। এদিকে ইতিমধ্যেই লরিটিকে আটক করেছে পুলিশ। ক্যাবটিকেও উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, লরিচালককে আটক করা হয়েছে। লরিটির কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল কিনা। লরির গতিবেগ কত ছিল, চালক মদ্যপ ছিলেন কি না, তাও দেখা হচ্ছে। তবে কুয়াশার জেরেও এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

ভালো নেই পার্থ চট্টোপাধ্যায়!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একই রকম রয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। প্রথমে শ্বাসকষ্টের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হলেও বৃহস্পতিবার বিকালে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে কার্ডিওলজি আইসিইউয়ে স্থানান্তর করা হয়। তাঁর দেহে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কমে যাওয়ায় রক্ত দিতে হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, পায়ের ফোলা ভাব কমলেও ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি। সূত্রের খবর, বুকের এক্স-রে করানোর পর এইচআরসিটি, পায়ে রক্তপ্রবাহ স্বাভাবিক কি না বুঝতে ডপলার টেস্ট, ইউএসজি এবং হার্ট বিট অনিয়মিত কি না তা দেখতে

হল্টার মনিটর করার পরিকল্পনা রয়েছে চিকিৎসকদের। বর্তমানে ন্যাজাল ক্যানুলার মাধ্যমে স্বল্প মাত্রায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে বাইরে থেকে অক্সিজেন সরবরাহ করা হচ্ছে।

শ্বাসকষ্টের উপসর্গ নিয়ে সোমবার এসএসকেএমে ভর্তি করা হয়েছিল পার্থকে। তারপর থেকে সেখানেই চলছে চিকিৎসা। কিন্তু, ভর্তি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কিছুটা সুস্থও বোধ করতে থাকেন তিনি। সেই সময় ইমার্জেন্সি অবজার্ভেশন ওয়ার্ডে ভর্তি ছিলেন। কিন্তু, তারপর থেকেই ফের শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তো পার্থর শরীরে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কমে ৬ নেমে যায়। ক্রিয়েটিনিন ২.৮। পা ফুলে গিয়েছিল, পালস রেট অনিয়মিত ছিল বলে জানানো হয় এসএসকেএমের তরফ থেকে।

শুধুমাত্র সঞ্জয়কে দোষী বলতে রাজি নন অপর্ণা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিম্ন আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন আরজি কর মামলার অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়। আমৃত্যু জেলে বন্দি থাকার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে তাঁকে। তবে সেই শাস্তি যথেষ্ট কি না, তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে বিভিন্ন মহলে। আর এবার সেই মামলা নিয়েই বিতর্ক আরও কিছুটা উস্কে দিলেন অভিনেত্রী অপর্ণা সেন। তবে অপর্ণা সেনের ধারণা, শুধুমাত্র সঞ্জয়কেই দোষী বলতে রাজি নন তিনি।

আরজি করের খুন ও ধর্ষণের ঘটনার ৫ মাস পর, তদন্তে উঠে আসা প্রমাণের ভিত্তিতে নিম্ন আদালতের বিচারক রায় দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, এই ঘটনা বিরলের মধ্যে বিরলতম বলে গণ্য করা যাচ্ছে না। বিচারকের এই পর্যবেক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে। মামলার রায় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন খোদ তিলোত্তমার বাবা-মা। এবার অপর্ণা সেনের মন্তব্যকে সমর্থন করলেন তিলোত্তমার বাবা।

এর পাশাপাশি অপর্ণা এও বলেন, 'আমার নিজের মনে হয় না যে একা সঞ্জয় রায় দোষী। এর পিছনে একটা বড় চক্র (নেক্সাস) কাজ করছে।' তবে সেই চক্র খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে প্রশাসনের ওপর যে তাঁর বিশেষ ভরসা নেই, সে কথাও বুঝিয়ে দেন অপর্ণা। অভিনেত্রী বলেন, 'সেই চক্র কে বের করবে, আদৌ বের করা যাবে কি না, সেই বিষয়ে আদৌ আমার ভরসা আছে কি না, সেটা অন্য কথা।' সুপ্রিম কোর্টের ওপরেও যে তিনি ভরসা করছেন না, সেটাও স্পষ্ট অভিনেত্রীর কথায়।

তবে ফাঁসির কথা বলছেন না অপর্ণা সেন। তিনি মনে করেন, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া দরকার তবে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সুর মেলাতে রাজি নন তিনি। ইতিমধ্যেই সঞ্জয়ের ফাঁসির দাবিতে, কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছে রাজ্য সরকার। সর্বোচ্চ শাস্তি চেয়ে মামলা করেছে সিবিআইও।

কুয়াশার জেরে বিপর্যস্ত পরিষেবা, উত্তাল বিমানবন্দর চত্বর

নিজস্ব প্রতিবেদন, দমদম: কুয়াশার জেরে বিপর্যস্ত বিমান পরিষেবা। নির্ধারিত সময়ের কিছুক্ষণ আগে বাতিল হয় বাগডোগরাগামী বিমান। তাতেই বিমানবন্দরে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন যাত্রীরা। কেন আগে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল না এই প্রশ্নেই শুক্রবার ভোর থেকে উত্তাল হয়ে ওঠে বিমানবন্দর চত্বর।

এদিকে আলিপুর আবহাওয়া অফিস আগেই জানিয়েছিল, শীতের দেখা না মিললেও আপাতত কয়েকদিন রীতিমতো দাপট দেখাবে কুয়াশা। পূর্বাভাস সত্যি করে শুক্রবার ভোরে কুয়াশার চাদরে মুড়েছে পথঘাট। ফলে কমেছে দৃশ্যমানতা। কলকাতা বিমানবন্দরে দৃশ্যমানতা ৫০ মিটারে পৌঁছেছে। যার জেরে স্বাভাবিকভাবেই সর্বত্রই বিপর্যস্ত পরিষেবা। একাধিক বিমান মাঝ আকাশে চক্কর কেটেছে। কোনও বিমান অন্যত্র অবতরণ করানো হয়েছে। সবমিলিয়ে কুয়াশার জেরে প্রবল ভোগান্তি তৈরি

হয়েছে। কারও দিল্লি থেকে যাওয়ার কথা ছিল বাগডোগরা, তাঁকে নামানো হয়েছে কলকাতায়। তাতেই তাঁরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

এদিকে শুক্রবার সকালে সাড়ে পাঁচটায় দমদম থেকে উড়ান দেওয়ার কথা ছিল বাগডোগরাগামী একটি বিমান। সেই মতো নির্দিষ্ট সময়ে বিমানবন্দরে পৌঁছেছিলেন যাত্রীরা। অভিযোগ, সামান্য কয়েক মিনিট আগে জানানো হয় যে বিমানটি বাতিল করা হয়েছে। তাতেই স্বাভাবিকভাবে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। যাত্রীদের অভিযোগ, বাতিলের কারণ নিয়ে কর্তৃপক্ষ স্পষ্টভাবে কিছু জানাচ্ছে না। বিমানবন্দর সূত্রে খবর, অবিলম্বে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত আলোর ক্যাটের ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে আবহাওয়ার উন্নতি না হলে পরিষেবা স্বাভাবিক হতে খানিকটা সময় লাগবে।

নিউটাউনে পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল তরুণীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউটাউন: নিউটাউনে পথ দুর্ঘটনা প্রাণ গেল তরুণীর। আহত আরও দুই। ঘটনাটি ঘটেছে নিউটাউন শাপুরজি ব্রিজের কাছে। মৃত তরুণী ম্যাকনালী দাস, তিনি নদিয়ার বাসিন্দা। তিনি শাপুরজি আবাসনে থাকতেন। দুর্ঘটনার কারণ ঘন কুয়াশা নাকি বেপরোয়া গতি তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, একজন মহিলা-সহ মোট তিনজন একটি বাইকে করে শাপুরজি ব্রিজ থেকে নেমে শাপুরজি আবাসনের দিকে যাচ্ছিলেন। এরপর ব্রিজ থেকে নেমে কিছুটা এগিয়ে যেতেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা এবং তারপরেই ছিটকে পরে বাইকে থাকা তিনজন। বাইকের পেছনে সিটে বসে থাকা মহিলা মাথায় গভীর আঘাত পান এবং চালক-সহ বাকি দু'জন অল্পবিস্তর আহত হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে টেকনোসিটি থানার পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে মহিলা বাইক আরোহীকে মৃত বলে ঘোষণা করে চিকিৎসকরা। তদন্তে নেমেছে টেকনোসিটি থানার পুলিশ।

চাহিদার অভাবে সমস্যায় শ্যামনগর চন্ডীতলার গিটার শিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গিটার হল একটি বহুল প্রচলিত বাদ্যযন্ত্র। যা বিভিন্ন ধরনের মিউজিক বাজানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। শিল্পীরা মূলতঃ জনপ্রিয় সংগীতের জন্য একোস্টিক গিটার ব্যবহার করে থাকেন। তবে রুগ্ন ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের কাউগাছি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্যামনগর চন্ডীতলায় এবং পানপুর-কেউটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সরকারি আমতলায় অনেকেই একোস্টিক গিটার শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। বেশ কয়েক বছর ধরেই গিটার শিল্পকে আকঁড়ে ধরে রেখেছেন বহু শিল্পী। ক্রমশ কদর বেড়েছে কাউগাছির চন্ডীতলা কিংবা সরকারি আমতলার শিল্পীদের হাতে গড়া একোস্টিক গিটারের। বলাবাহুল্য, এখানকার শিল্পীদের হাতে তৈরি এই বাদ্যযন্ত্র দেশ ছাড়িয়ে পাড়ি দেয় ভিন দেশেও। যদিও ইদানিং চাহিদা কমেছে গিটারের। ফলে মাথায় হাত পড়েছে গিটার শিল্পীদের। শ্যামননগর চন্ডীতলার গিটার শিল্পী

গোবিন্দ বিশ্বাস বলেন, এখানে মূলতঃ পাইন, তুন ও রজুর কাঠের গিটার তৈরি করা হয়। সারাবছর তাঁরা একোস্টিক গিটার তৈরি করে থাকেন। দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও পাড়ি দিচ্ছে এখানকার গিটার। গোবিন্দ বাবু আক্ষেপের সুরে বলেন, আচমকা গিটারের চাহিদা একধাক্কায় অনেক কমে গিয়েছে। বাজারে চাহিদা কমায় তাঁরা খুব সমস্যায় পড়েছেন। চাহিদা কমার কারণ হিসেবে বাজারে চায়না গিটারের প্রবেশকেও তিনি দায়ী করেছেন। দীর্ঘ পনেরো বছরের অধিক সময় গিটার শিল্পের সঙ্গে যুক্ত গোবিন্দ বাবুর আশা, কদর বেড়ে ফের চাঙ্গা হবে একোস্টিক গিটারের বাজার। অপরদিকে সরকারি আমতলার বাসিন্দা আরেক শিল্পী বিশ্বজিৎ পাল বলেন, তিনি ১৫ বছর গিটার শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। এখানকার গিটার দেশের বিভিন্ন রাজ্য ছাড়িয়ে বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানেও পাড়ি দিচ্ছে। শিল্পীর আশা, খরা কাটিয়ে চাহিদা ফের বাড়বে একোস্টিক গিটারের।

বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য উদ্যোগ, প্রেসক্লাবে আয়োজিত 'অন্য বই মেলা'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য অনন্য উদ্যোগ, অন্যরকম এক বইমেলার আয়োজন। দৃষ্টিহীন ও বিশেষভাবে সক্ষম সাহিত্যিক, লেখক ও কবিদের নিয়ে এক বিশেষ বইমেলার আয়োজন করেছে এনআইপি নামের এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। কলকাতা প্রেস ক্লাবে একদিনের এই 'অন্য বই মেলা'র আয়োজন হয়। শুক্রবার বইমেলার উদ্বোধন করেন কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেছেন বিশিষ্ট কবি সুবোধ সরকার, এছাড়াও আরও অনেকে ছিলেন।

বিশেষভাবে সক্ষম লেখকদের জন্য বইমেলার আয়োজন হওয়ায় তাঁরাও উচ্ছ্বসিত। এই বইমেলায় তাঁরা নিজেদের রচনার পাশাপাশি নিজেদের সুচিন্তিত মতামতও ভাগ করে নেন। ব্যতিক্রমী এই ভাবনা ও উদ্যোগ সাহিত্য ও সামাজিক সচেতনতার ক্ষেত্রে এক অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করে। এছাড়াও সমসাময়িক বিষয়ের ওপর আলোচনাও ছিল এই অনুষ্ঠানের এক অন্যতম অংশ। আলোচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল - বাংলা সাহিত্য জগতে বিশেষ ভাবে সক্ষমদের স্থান, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কথোপকথন এবং বাংলা সাহিত্যে ডিজিটাল মাধ্যমের প্রভাব। এনআইপি-র সম্পাদক দেবজ্যোতি রায় বলেন, শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধকতা যে সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না, সেই বার্তা সকলের কাছে পৌঁছে দিতেই এমন উদ্যোগ ও উদ্দেশ্য ছিল এই বইমেলা আয়োজনের।

বৃদ্ধার গলার নলিকাটা দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জেটিয়া থানার অন্তর্গত নৈহাটি বিধানসভার কাঁপা-চাকলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পাল্লাদহ শিমুলতলা এলাকায় এক বৃদ্ধার গলার নলিকাটা মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে শুক্রবার তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ালো। মৃতার নাম ফুলজান বিবি (৮০)। বাড়িতে বৃদ্ধা একাই থাকতেন। পাশেই পরিবার নিয়ে থাকেন বৃদ্ধার মেয়ে। এদিন সকালে ডাকাডাকি করে সাড়া না পেয়ে, ভেজানো দরজা খুলে ঘরে ঢুকতেই মেয়ে দেখেন তাঁর মা অচৈতন্য অবস্থায় হেলান দিয়ে পড়ে রয়েছেন। মৃতার মেয়ের চিৎকার শুনে আশেপাশের লোকজন ছুটে এসে দেখেন বৃদ্ধার গলার নলি কাটা। তবে কি কারণে বৃদ্ধাকে খুন করা হল, তা নিয়ে ধোঁয়াশায় মৃতার পরিবার ও পড়শিরা। ঘটনার তদন্তে

জেটিয়া থানার পুলিশ। মৃতার মেয়ে রোচিয়া বিবি জানান, নিজের ঘরে মা একাই থাকতেন। প্রতিদিন সকালে মা ঘর-উঠোন ঝাড় দিয়ে তাদের চা বানিয়ে দিতেন। এদিন মায়ের বিডিও অফিস যাওয়ার কথা ছিল। সকাল সাতটা বেজে গেলেও এদিন মা ঘুম থেকে ওঠেননি। জানলা দিয়ে ডাকলেও মায়ের কোনও সাড়া মেলেনি। তাঁর দাবি, মায়ের কোনও শত্রু ছিল না। তবুও কেন মাকে খুন করা হল, তা বুঝতে পারছি না। প্রতিবেশী রফিকুল মণ্ডল জানান, বৃদ্ধা খুব শান্ত স্বভাবের ছিলেন। পাড়ায় ওনার সঙ্গে কারও অশান্তি ছিল না। তবুও কেন ওনাকে খুন করা হল, তা কিছুই বুঝতে পারছি না। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি নর্থ গণেশ বিশ্বাস বলেন, প্রাথমিক তদন্তে মনে হচ্ছে, বৃদ্ধা খুনই হয়েছেন। তবে কি কারণে খুন এবং ঘটনায় কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শীত উধাও, তাপমাত্রা ঊর্ধ্বমুখী মহানগরীতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একের পর এক পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দাপটে শীত একেবারেই উধাও। শীত তো নেই, উল্টে তাপমাত্রাও বাড়ছে। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৮.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪.১ ডিগ্রি বেশি। এদিন সকালেও বেশ কিছু জেলায় ঘন কুয়াশা ছিল। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আপাতত ঘন কুয়াশার দাপট চলবে রাজ্য জুড়ে। আগামী সপ্তাহের শুরুতে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। হালকা বৃষ্টি কিংবা তুষারপাত হতে পারে দার্জিলিং এবং কালিম্পঙে। তবে দক্ষিণবঙ্গে কোথাও আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আপাতত দক্ষিণের সর্বত্র শুষ্কই থাকবে আবহাওয়া।

সম্পাদকীয়

ভয় হয়, নতুন ইতিহাসে ‘২১শে ফেব্রুয়ারি’-র পাতা না খোয়া যায়

ইতিহাস বলে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলা ভাষা সংস্কৃতির ভিত্তিতে। তা-ই যদি হয় তা হলে বাংলাদেশে বাংলাভাষী নাগরিকের একাংশ কী করে সংখ্যালঘু বনে গেলেন, তা বোঝা দুষ্কর। বাঙালিদেরই একাংশ নাকি সংখ্যাগুরু এবং অন্য অংশ সংখ্যালঘু। অর্থাৎ, সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু নির্ধারণে ভাষা-পরিচয় শেষ পর্যন্ত নির্ণায়ক হতে পারল না। ধর্ম-পরিচয়ই মুখ্য হয়ে দাঁড়াল। অথচ মুক্তিযোদ্ধারা যে খান সেনাদের বিরুদ্ধে লড়ে বাংলাদেশ গড়ে তুলেছিলেন, সেই খান সেনাদের ধর্ম কী, তা তখন তাঁদের বিবেচ্য ছিল না। ভাষাসৈনিকরাও পাকিস্তানি শাসকের অন্যায় ফতোয়ার বিরুদ্ধে বাঙালি জাতি হিসাবে লড়েছিলেন। কারণ তাঁরা বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি আবেগসম্পন্ন, শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সালাম, বরকত, রফিক, শফিউর, জব্বারদের রক্তের বিনিময়ে বাঙালি পেয়েছে একুশে ফেব্রুয়ারি, যা বাঙালির আত্মপরিচয়ের দিন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। যার সলতে পাকিয়েছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল বাঙালির মুখে ধ্বনিত হয়েছিল তআমার ভাষা তোমার ভাষা বাংলা ভাষা বাংলা ভাষা।দ তাই মুহাম্মদ ইউনূসের নোবেল পাওয়ার দিনটি এ-পার বাংলার বাঙালিরাও গর্বের দিন হিসাবেই দেখে থাকেন। তা হলে আজ কেন বাংলাভাষী নাগরিকেরই একাংশকে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে? বাংলা ভাষার টান কি আর বাঙালিকে এক সূত্রে বেঁধে রাখতে পারছে না? কুমিল্লায় প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধাকে যে ভাবে সর্বসমক্ষে হেনস্থা করা হল তাতে বেশ কিছু প্রশ্ন উঠে এল। শেখ হাসিনা-পরবর্তী নব্য বাংলাদেশ কি ‘ইউ টার্ন’ নিয়ে একাত্তরের আগের অবস্থায় ফেরত যেতে চাইছে, না কি সবই হাসিনা-শাসনে ক্ষমতার আতিশয্যের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ? ভয় হয়, ইতিহাস নতুন করে লিখতে গিয়ে ‘একুশে ফেব্রুয়ারি’-র পাতাটি না খোয়া যায়।

শব্দবাণ-১৭২

১	■	২				
	■		■	■	■	■
	■	৩		৪		৫
	■		■		■	
৬					■	
■	■	■	■		■	
৭					■	

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. বিরোধ বা শত্রুতার লক্ষণ ৩. বৌদ্ধ ৬. অন্য সময় ৭. বৃন্দবাদকদল।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. যার বাস অজানা ২. অত্যন্ত নির্লজ্জ ৪. মোট বকেয়া খাজনা ৫. চন্দ্রহার, মেখলা।

সমাধান: শব্দবাণ-১৭১

পাশাপাশি: ১. ধাউড় ২. পরিখা ৫. নিদান ৮. জাতেষ্টি ৯.আইনি।

উপর-নীচ: ১. ধানশ্রী ৩. খালসা ৪. আদাড় ৬. কবজা ৭. টিপনি।

জন্মদিন

আজকের দিন

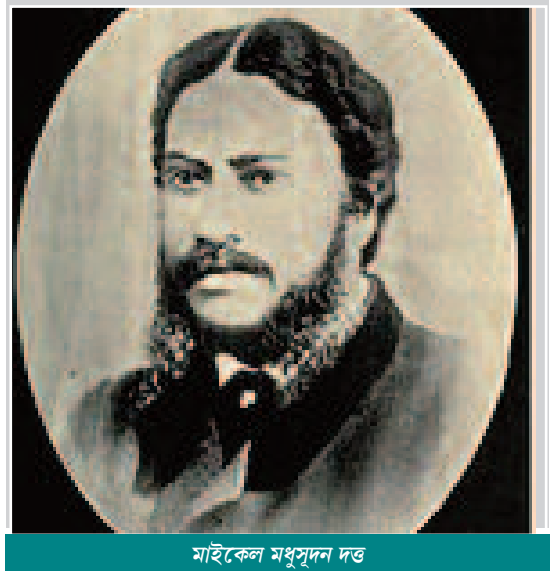

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

১৮২৪ *বিশিষ্ট লেখক মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মদিন।*
১৯৭৪ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী রূপম ইসলামের জন্মদিন।*
১৯৮৮ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় চেতেশ্বর পূজারার জন্মদিন।*

গণতান্ত্রিক ভারতের প্রজাতান্ত্রিক রূপ

শুভজিৎ বসাক

দেখতে দেখতে চলে এল আরও একটি প্রজাতন্ত্র দিবস পালনের মুহূর্তক্ষণ, চিরাচরিত ধারায় নানারকম রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় এই দিনটি যথাযথভাবে পালিত হয়ে থাকবে। সংক্ষেপে এই দিনটিকে একটু পিছনে ফিরে দেখলে জানা যায় যে ভারত ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষিত হয় এবং ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫০ সালে ভারতের সংবিধান গৃহীত হওয়ার মাধ্যমে ভারত সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক এবং প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃত হয়। সেইদিন ২১টি বন্দুকের স্যালুট এবং ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ কর্তৃক ভারতীয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন সেই দিনে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ঐতিহাসিক জন্মের সূচনা করে। সংবিধান ভারতের নাগরিকদের তাদের নিজস্ব সরকার বেছে নেওয়ার ক্ষমতা দিয়েছে এবং গণতন্ত্রের পথ প্রশস্ত করেছে।

ভারত যেহেতু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র জনগণই শেষ কথা বলবে অর্থাৎ তাদের নির্বাচিত ভোটেই দেশের সরকার গঠিত হবে এবং হয়ে আসছে সেই বিষয় স্পষ্ট। সাধারণ বিবেচনায় এটা বলাই যায় যে প্রতিটি সুস্থ ও ইতিবাচক ভাবধারার নাগরিকের বহুল সমষ্টিতে একটি দেশ সুস্থভাবে পরিচালিত হয় যা শিক্ষার নৈপুণ্যে ধারণা প্রদানে সক্ষম হয়। কিন্তু বাস্তবিক পরিসরে মানুষের কাছে শিক্ষার অবমূল্যায়ন, তার প্রতি অনীহা মনোভাব ব্যাপ্তির আকার ধারণ করেছে। তাদের কাছে শুধুমাত্রই কোনওমতে খেয়ে-পরে ও লক্ষ্যমাত্রাহীন বংশবৃদ্ধির সাথে বেঁচে থাকাই মূল জীবনের প্রতিপাদ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার উদাহরণস্বরূপ জনবহুল বাজারঘাট, রাস্তাঘাট, রেলস্টেশন চত্বর সর্বত্র বেড়েছে বাইরে থেকে ভিক্ষুক, চালচুলোহীন মানুষের মতো দেখতে জনসংখ্যা এবং তাদের অজস্র সন্তানাদি। তাদের বাসস্থান তৈরি করার অর্থ, দু'বেলা দু'মুঠো খাবারের অভাব অথচ তাদের ও বাচ্চাগুলোর হাতে স্মার্টফোন, আধুনিক হাল ফ্যাশনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সাজসজ্জা দেখে বুঝতে খুব কষ্ট হয় যে তারা গরীব মানুষ। অকালপক্বতা তাদের আচারে ব্যবহারে প্রতিফলিত হতে থাকে। আশ্চর্যজনক অথচ সাধারণ দৃশ্যত প্রেক্ষাপটে তাদের সিংহভাগ আবার ভোটও দেয়, দেশের অগ্রগতিতে ছাপও রাখছে! পরিবর্তে সরকার তাদের নূন্যতম শিক্ষার ব্যবস্থা, রেশনাদির মত জীবনধারণের বন্দোবস্ত করে দিলেও তাদের নজরে শিক্ষা উপেক্ষিত এবং বাকি বিষয়গুলো অগ্রাধিকারযোগ্য হয়ে উঠেছে। শিক্ষায় সময় ব্যয়ের চেয়ে ছোট থেকেই ভিক্ষাবৃত্তি বা শরীরের কায়িক পরিশ্রম দিয়ে উপার্জন করতে জানলেই তাদের মধ্যে সবজান্তা মানসিকতা উপছে পড়ে এবং পরবর্তীতে এরাই আবার সামাজিক স্তরে একইসাথে প্রশাসনিক স্তরেও নানা বিশ্লেষণে অকেজো মতামত দান করে, বিদ্যার অভাব হলেও কুরুচিকর ভাষা ও গলার জোরে যেকোনও ভদ্রমানুষকে পরাস্ত করতে সক্ষম। হাবভাব এমন থাকে যেন তারা নির্ভুল, কখনোই ভুল তাদের দ্বারা হওয়া অসম্ভব। সামাজিক কল্যাণকর সবকিছুতে ন্যায্য অধিকার এই ভাবনাটা তাদের আচরণে প্রতিফলিত হতে শুরু করে যার প্রতিকূল প্রভাব পড়ে সমস্ত সামাজিক ব্যবস্থায়। মানুষগুলোর সংখ্যাধিক্য ক্রমশঃ বিভিন্ন বস্তি এলাকা, ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকা, শিল্পাঞ্চল সহ বিভিন্ন পরিসরে উত্তরোত্তর চোখে পড়ার মতো এসে দাঁড়িয়েছে। খেয়েপরে বেঁচে থাকা আর সীমাহীন বংশবৃদ্ধিই তাদের লক্ষ্য, তাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের উদ্দেশ্য যেন নিজেরই চলমান জীবনের আরেকটি প্রতিফলন তৈরি করা। ‘ শিক্ষায় অনীহা জ্ঞাপন ‘ মানুষগুলোর আচরণ প্রতিফলিত হলেও পাশাপাশি শিক্ষিত অভিরুচিসম্পন্ন বিভিন্ন পেশাদার মানুষেরাও বিভিন্ন পরিসরে নিজেকে ক্রমান্বয়ে উন্নীত না করে অন্যের দোষত্রুটি মূল্যায়নে বেশি সময় ব্যয় করে পরিমিত জ্ঞানের সংকোচন ঘটাচ্ছে যা একইসাথে প্রাসঙ্গিক- তাকেও উপেক্ষা করা অসম্ভব। ইতিবাচক কাজের সুসম্পন্নতায় দেশের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে, শুধুই অযাচিত সমালোচনা দেশের সচলতা বজায় রাখতে অক্ষম সেই অনুভবটাই নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে সকলের মধ্যে। এরা সকলেই স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রজা হিসাবে সময় এলে দেশের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগে অংশ নেয়।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতে প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষের স্বাক্ষরতা জ্ঞান রয়েছে অর্থাৎ এককথায় নিজের নাম সই করার ক্ষমতা অর্জন করেছে আর তারমানে এই নয় যে সে প্রবল শিক্ষিত। এই ৮০ শতাংশ মানুষের মধ্যে মাত্র ৭.৬২ শতাংশ মানুষ যথাযথ শিক্ষা অর্জন করে। ৮০ শতাংশ স্বাক্ষরতার মধ্যে ৭০ শতাংশ মহিলা যারমধ্যে ৪২ শতাংশ মহিলার আবার আঠারো বছর বয়সের নিচে বিয়ে হয়, কেউ মাঝপথে পড়া ছেড়ে দেয় অথবা কেউ পালিয়ে যায় বা পাচারচক্রের খপ্পড়ে পড়ে। তার নমুনা হিসাবে ভারতজুড়ে বাল্যবিবাহ কয়েকদশকে নজিরবিহীন ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে যেখানে ঝাড়খণ্ড হল ভারতের সবচেয়ে বেশি বাল্যবিবাহের রাজ্য (১৪.১ শতাংশ)।

এমন ভাবনাচিন্তাধারার লোকজনেরাই পরবর্তীকালে বাবা-মায়ের দায়িত্ব অস্বীকার করে, স্থির চিন্তার অভাবে বারংবার বহু সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে, সুস্থ প্রজন্মকে ভবিষ্যতের রাস্তা দেখাতে ব্যর্থ তাই দিশাহীন প্রজন্মের বর্ধনশীলতা, সামান্য সুযোগের অপেক্ষায় অন্যের ক্ষতিসাধন করা সহজাত স্বভাবে পরিণত করছে, বিদ্বেষমূলক বক্তব্যে কৃপণতা বজায় রাখে না, রাস্তাঘাট-যানবাহনে চলাচল করার সময়ে নিজেদের রোগকে অন্যের মধ্যে নানা উপায়ে সংক্রামিত করে, নিজ স্বার্থ কায়েম করার তাগিদে প্রকৃতির ধ্বংসসাধন ইত্যাদি নানারকম অস্থিরতার জন্য দায়ী এমন প্রজাদের আধিক্যেই দেশ এগিয়ে চলেছে। ভোগবিলাসিতাই তাদের জীবনের মূল কথা, দেশের অগ্রগতি তাদের কাছে প্রাধান্য বিষয় নয় কারণ যথাযথ শিক্ষার অভাবে সেই গতিপথ সম্পর্কে তাদের ধারণা জন্মায় না। এরই মাঝে যাঁরা প্রকৃতই দেশের উন্নতির কথা সম্পর্কে ভাবুক তাঁরা গঠনমূলক বিভিন্ন পরিসরে আড়ালে থেকে এতটাই বিলীন হয়ে থাকেন যেক্ষেত্রে ভোগবিলাসিতার উর্ধ্বে গিয়ে দেশের প্রতিটি মুহূর্তকালকে সুরক্ষিত করাকেই প্রাধান্য দেন, অযাচিত মতবাদ পোষণ করেন না। ভারতের সাথে কালচক্রের নাড়ির স্পন্দন অনুভব করার ক্ষমতা রেখে নিজেকে গুরুত্ব দেওয়ার সাথে বাস্তববাদকে সমীহ করেন আড়ালে কাজ করে যাওয়া মানুষগুলো আর এই প্রজারাই দেশের চালিকাশক্তির ভরকেন্দ্র অনেকটা অদেখা ঈশ্বরের মত- এই বিষয়ে দ্বিমত থাকতেই পারে না কখনও।

প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের অষ্টম পে কমিশনের অনুমোদন

বঙ্গে রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা বঞ্চিত, তাই চাই ডবল ইঞ্জিন সরকার

প্রদীপ মারিক

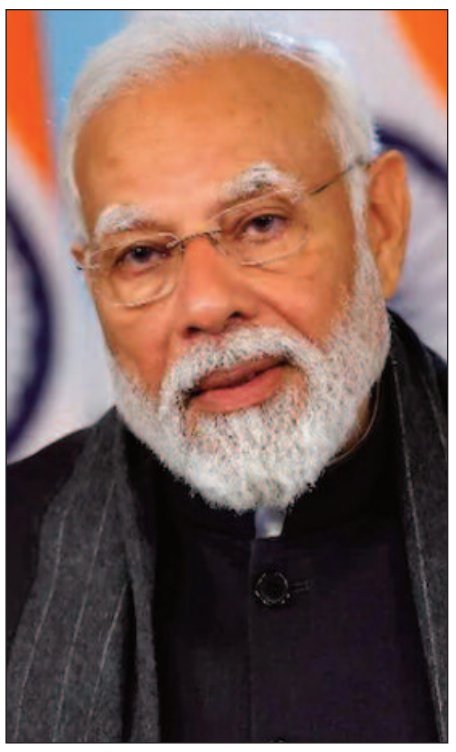

মোদি যা বলেন সেই কাজই করে দেখান। পে কমিশনের ১০ বছর পূর্তি হবে ২০২৫ অর্থাৎ চলতি বছরের ডিসেম্বরে। অষ্টম পে কমিশনের ক্ষেত্রে দেখা গেল, ১০ বছরের আগেই পে কমিশন গঠনের ঘোষণা করে দিল কেন্দ্র। গত বছরের অক্টোবরে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা বাড়িয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। শেষবারের এই বৃদ্ধির ফলে বর্তমানে ৫৩ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা পাচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা। এর আগে তাঁরা ৫০ শতাংশ হারে পেতেন। নতুন মহার্ঘ ভাতার হার কার্যকর হওয়ার পর থেকে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরাদের বেতন অনেক টাই বেড়েছে। রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা এখনও ১৪ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা (ঙ্গ৬) পান। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের অভিযোগ, বাকি সব রাজ্য অল ইন্ডিয়া কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্সের (AICPI) ভিত্তিতে মহার্ঘ ভাতা দিলেও বাংলায় রাজ্য সরকার মাত্র ১৪ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা দিচ্ছে। অর্থাৎ, বাংলায় রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের তুলনায় ৩৯ শতাংশ কম মহার্ঘ ভাতা পাচ্ছেন ভাতা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলাও চলছে। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের একাংশ রাস্তায় নেমে আন্দোলনও করেছেন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের সমান মহার্ঘ ভাতার দাবিতে। তবে তাতেও সমাধানসূত্র মেলেনি। ফলে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের দাবি, তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের তুলনায় মাসে হাজার হাজার টাকা কম বেতন পাচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গের একজন রাজ্য সরকারি কর্মচারীর বেসিক স্যালারি যদি ২০,০০০ টাকা হয়, তাহলে তিনি মাসে মহার্ঘ ভাতা বাবদ ১৪ শতাংশ হারে ২,৮০০ টাকা পাচ্ছেন। ওই হিসাবে বাংলার একজন রাজ্য সরকারী কর্মচারী প্রতি মাসে একজন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীর তুলনায় ৭,৮০০ টাকা কম পাচ্ছেন। সেই হিসাবে ওই রাজ্য সরকারি কর্মচারী বছরে মহার্ঘ ভাতা বাবদ ৩৩,৬০০ টাকা পান। অর্থাৎ, বাংলার রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের তুলনায় বছরে ৯৩,৪০০ টাকা কম পাচ্ছেন। অষ্টম পে কমিশন কেন্দ্রের অনুমোদন পাওয়ার পরই এক ঝাঁক আশায় বুক বেঁধেছেন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারিরা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ মোদির নেতৃত্বেই নতুন বেতন কমিশন গঠনে অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব মনে করেন, ‘শীঘ্রই কমিশনের জন্য চেয়ারম্যান ও দুই সদস্যকে নিয়োগ করবে কেন্দ্র।’ বর্তমানে সপ্তম পে কমিশন অনুযায়ী বেতন পান কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা। প্রতি ১০ বছর অন্তর পে কমিশন বদল হয়। এর আগে চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম পে কমিশনের অন্তর্বর্তীকালীন মেয়াদ ছিল ১০ বছর। ২০১৬ সালে লাগু হয়েছিল সপ্তম পে কমিশন। ২০১৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ৭ম পে কমিশন গঠিত হয়েছিল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের আমলে। কমিশনের সুপারিশ কার্যকর হয় ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে। ২০২৫ সালের বাজেটের আগেই সরকারি কর্মচারীদের বড় উপহার দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। নরেন্দ্র মোদি অষ্টম বেতন কমিশন গঠনের ফলে ৪৮.৬৭ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং ৬৭.৯৫ লক্ষ পেনশনভোগী উপকৃত হবেন। এই কমিশন ২০২৬ সালে কার্যকর হতে পারে। কারণ সপ্তম বেতন কমিশনের মেয়াদ রয়েছে ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। মোদি সরকারের আমলে ২০১৬ সালে সপ্তম বেতন কমিশন গঠিত হয়েছিল, তখন মূল বেতন ১৮ হাজার টাকা হয়ে গিয়েছিল। তার আগে কর্মচারীদের সর্বনিম্ন বেতন ছিল ৭ হাজার টাকা, যা ষষ্ঠ বেতন কমিশনের অধীনে ছিল। ষষ্ঠ বেতন কমিশন থেকে সপ্তম বেতন কমিশনে রূপান্তরিত হওয়ার পর সরকারি কর্মচারীদের বেতন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬ সালে বেতন কমিশন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যূনতম বেতন ছিল প্রতি মাসে ১৮ হাজার টাকা, সর্বোচ্চ বেতন প্রতি মাসে ২.৫ লাখ টাকা (সচিবের জন্য) , ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর মূল বেতনের ২.৫৭ গুণ এ ছাড়াও এইচআরএ এবং অন্যান্য ভাতা সহ গ্র্যাচুইটি সর্বোচ্চ সিলিং ২০ লক্ষ টাকা , ডিএ পেনশনের উপর ভিত্তি করে পর্যায়ক্রমিক বৃদ্ধি সহ ন্যূনতম পেনশন প্রতি মাসে ৯ হাজার টাকা। সপ্তম বেতন কমিশনের অধীনে ২.৫৭ এর একটি ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর প্রয়োগ করা হয়েছিল, যার কারণে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের মূল বেতন ২.৫৭ দ্বারা গুণিত হয়েছিল। এটি তাঁদের মূল বেতনের ২.৫৭ বৃদ্ধির সমতুল্য। বিপরীতে ষষ্ঠ বেতন কমিশনে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ছিল ১.৮৬। যা সরকারি কর্মচারীদের মূল বেতন ১.৮৬ বৃদ্ধি করে। এখন অষ্টম বেতন কমিশন কার্যকর হলে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরে আরও একটি পরিবর্তন হতে পারে। বিশেষজ্ঞ রা মনে করেন ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরও বাড়ানো হলে ২.৫৭ থেকে ২.৮৬ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হতে পারে, যা কর্মীদের মূল বেতন বাড়িয়ে দেবে। যদি ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.৮৬-এ বাড়ানো হয়, তাহলে বর্তমান ন্যূনতম বেসিক বেতন ১৮ হাজার টাকা থেকে বেড়ে ৫১ হাজার ৪৮০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। একই সময়ে, পেনশনভোগীদের সর্বনিম্ন বেসিক পেনশন প্রতি মাসে ৯ হাজার টাকা থেকে বেড়ে ২৫ হাজার ৭৪০ টাকা হতে পারে। ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের বেতন ও পেনশন নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নরেন্দ্র মোদির জন্য নির্ধারিত সময়ের আগেই অষ্টম পে কমিশনের অনুমোদনে দেশের কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা যখন উৎসাহিত তখন রাজ্যের আঞ্চলিক শাসক দল রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে বৈষম্য মুকুল আচরণ করছে। ৩৯ শতাংশ মহার্ঘ্য ভাতার ব্যাবধান বলে দিচ্ছে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী র থেকে কত কম বেতন পান। এই ব্যাবধান আর থাকবে না যদি ২০২৬ এর নির্বাচনে রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার আসে। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সমস্ত বঞ্চনার অবসান হবে। ডাবল ইঞ্জিন সরকার ই রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বেতন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের সমতুল্য করতে পারবে।

মতামত : লেখকের নিজস্ব

আনন্দকথা

শ্রীরামকৃষ্ণ — জ্ঞানীরা নিরাকার চিন্তা করে। তারা অবতার মানে না। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করছেন, তুমি পূর্ণব্রহ্ম; কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, আমি পূর্ণব্রহ্ম কি না দেখবে এস। এই বলে একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে বললেন, তুমি কি দেখছ? অর্জুন বললে, আমি এক বৃহৎ গাছ দেখছি, — তাতে থোলো থোলো কালো জামের মতো ফল ফলে রয়েছে। কৃষ্ণ বললেন, আরও কাছে এসে দেখ দেখি ও থোলো ফল নয় — থোলো থোলো কৃষ্ণ অসংখ্য ফলে রয়েছে — আমার মতো। অর্থাৎ সেই পূর্ণব্রহ্মরূপ বৃক্ষ থেকে অসংখ্য অবতার হচ্ছে যাচ্ছে।

“কবীর দাসের নিরাকারের উপর খুব ঝোঁক ছিল। কৃষ্ণের কথায় কবীর দাস বলত, ওঁকে কি ভজব? — গোপীরা হাততালি দিত আর উনি বানর নাচ নাচতেন। (সহাস্যে) আমি সাকারবাদীর কাছে সাকার, আবার নিরাকারবাদীর কাছে নিরাকার।”

মণি (সহাস্যে) — যাঁর কথা হচ্ছে তিনি(ঈশ্বর) যেমন অনন্ত, আপনিও তেমনি অনন্ত!

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সরকারি খাস জমি দখল, অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ প্রধানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: সরকারি খাস জমি দখল করে অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ ভূমি রাজস্ব দপ্তরে ও গাইঘাটা বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ প্রধানের। উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা চাঁদপাড়া পূর্ব সোনাটিকারীতে রাস্তার পাশের একটি সরকারি খাস জমি দখল করে অবৈধ ভাবে নির্মাণের অভিযোগ উঠল স্থানীয় যুবক ত্রিদিপ সরকারের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে গাইঘাটার বিডিও এবং ভূমি রাজস্ব দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান দীপক কুমার দাস।

পঞ্চায়েতের প্রধান জানিয়েছেন চাঁদপাড়া ঝাউডাঙা রোডের ৮৪২ নাম্বার দাগে সরকারি খাস জমির ওপরে অবৈধ ভাবে নির্মাণ কাজ করছেন ত্রিদিব সরকার। ৮ মাস আগে যখন নির্মাণ শুরু করেন তখন তাঁরা নির্মাণ করতে বারণ করেছিলেন। সেই সময় অভিযুক্ত নির্মাণ কাজ বন্ধ করলেও পরবর্তীতে হঠাৎ করে সেখানে নির্মাণ করেন। বিষয়টি নিয়ে গাইঘাটার বিডিও এবং ভূমি রাজস্ব দপ্তরে অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। পঞ্চায়েত প্রধানের দাবি, আইনগত ব্যবস্থা নিয়ে অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হোক।

বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করেছেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রকান্ত দাস। তাঁর বক্তব্য, তৃণমূলের কোনও অংশের মদত না থাকলে এই ভাবে নির্মাণ করা সম্ভব না। নির্মাণ হয়ে যাওয়ার পর কেন প্রধান অভিযোগ করছেন? আগেই অভিযোগ করা উচিত ছিল। কিন্তু দেরিতে হলেও যে অভিযোগ করেছেন তার জন্য প্রধানকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। প্রধানের অভিযোগ খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন গাইঘাটার জয়েন্ট বিডিও জাগ্রত চৌধুরী। অভিযুক্ত যুবকের দাবি, আর পাঁচজন যে ভাবে সরকারি জমিতে কাজ করছেন, সেই ভাবে তিনিও ঘর বাড়িয়েছেন। পিডব্লিউডি যখন জায়গা দরকার হবে তখন ভেঙে দেবে।

মেদিনীপুরে মীনাক্ষীর বিরুদ্ধে জামিনঅযোগ্য ধারায় এফআইআর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: মীনাক্ষী মুখার্জি সহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে শুক্রবার মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানায় জামিনঅযোগ্য ধারায় এফআইআর করা হয়েছে।

স্যালাইন কাণ্ডে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে বুধবার ডিওয়াইএফ আই ও এসএফআই কর্মীরা মীনাক্ষী মুখার্জির নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিল করার পর জেলাশাসককে ডেপুটেশন দিতে যান। জেলাশাসকের গেটের সামনে তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়। মীনাক্ষীর নেতৃত্বে আন্দোলনকারীরা গেটের সামনে অবস্থানে বসে পড়েন। দু'পক্ষের ধস্তাধস্তিতে আন্দোলনকারীদের ৩ জন এবং একাধিক পুলিশ আহত হন।

'একজন মা, একজন শিশু! আর কত লাশ দেখলে প্রশাসনের টনক নড়বে' এই স্লোগান তুলে মেদিনীপুরে বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নিয়েছিল বামেদের ছাত্র যুব সংগঠন এসএফআই এবং ডিওয়াইএফআই। জাল স্যালাইন কারবারিদের গ্রেপ্তার, সমস্ত মৃত্যুর দায়স্বীকার করে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ ও সেই সঙ্গে স্বাস্থ্যের হাল ফেরাতে তাদের ওই বিক্ষোভ ও জমায়েত বলে জানিয়েছিলেন মীনাক্ষীরা।

কলকাতা থেকে এক ঝাঁক বাম ছাত্র নেতৃত্ব যোগ দেয় তাদের মিছিলে। এদিন এই বিক্ষোভ মিছিল মেদিনীপুর শহরের পঞ্চুর চক থেকে বের হয়ে রিংরোড অতিক্রম করে জেলা শাসকের গেটের কাছে গিয়ে বিক্ষোভে বসে। এরপর একটি প্রতিনিধি দল গিয়ে জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি তুলে দেন। এই বিষয়ে মীনাক্ষী মুখার্জি বলেন, গোটা পশ্চিম বাংলায় স্বাস্থ্য পরিষেবার চূড়ান্ত অব্যবস্থা চলছে। মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভেজাল স্যালাইন কাণ্ডে প্রসূতির মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার পুলিশের সঙ্গে সেই ধস্তাধস্তি কাণ্ডের পর জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে অবরোধ করা, সরকারি কাজে বাধা দেওয়া এবং পুলিশের ওপর চড়াও হওয়ার অভিযোগে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে শুক্রবার কোতোয়ালি থানায় মীনাক্ষী মুখার্জি সহ ১৫ জনের নামে জামিনঅযোগ্য ১৮৯/২,২২১,১০৯,১২১(২),৩২৪(৩),৩৫১(২), ১৩২ ধারায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

চন্দননগর কলেজের সম্মানে বিশেষ খাম প্রকাশ ডাকবিভাগের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চন্দননগর কলেজের সভাকক্ষে ডাকবিভাগের বিশেষ খামটি প্রকাশ করা হয়। কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রকের অধীনস্থ ভারতীয় ডাকবিভাগের উদ্যোগে চন্দননগর কলেজকে সম্মান জানিয়ে একটি বিশেষ খাম বা 'স্পেশাল কভার উইথ পিক্টোরিয়াল ক্যান্সেলেশন' প্রকাশিত হল। উপস্থিত ছিলেন চন্দননগর পুরনিগমের মেয়র রাম চক্রবর্তী, দক্ষিণবঙ্গের ডাকবিভাগের আধিকারিক ঋজু গঙ্গোপাধ্যায়, জেলা ডাকবিভাগের বরিষ্ঠ অধীক্ষক দেবরাজ শেঠি ও চন্দননগর কলেজের অধ্যক্ষ দেবাশিস সরকার।

চন্দননগর কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বল্প সময়ের মধ্যেই বিশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজের গড়ে ওঠে কলেজ। ১৮৬২ সালে 'ইকোলে দে সেন্ট মেরি' নামে প্রাইমারি স্কুল হিসেবে অঙ্কুরিত হয় চন্দননগর কলেজ (ডুপ্লে কলেজ)। পরাধীন ভারতে এই কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকদের বিপ্লবী সক্রিয়তার কারণে টানা ২৩ বছর বন্ধ ছিল (১৯০৮-১৯৩১) প্রতিষ্ঠানটি।

সেই কলেজের স্পেশাল কভার প্রকাশে খুশি প্রাক্তনীরা। সাধারণত, কোনও থিমের ওপর ভিত্তি করে ডাকবিভাগ তৈরি করে স্পেশাল কভার। কভারের ওপরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ছবি কিংবা নকশা থাকে। এছাড়া একটি ডাকটিকিটের ওপর সাঁটানো হয় পিক্টোরিয়াল ক্যান্সেলেশন। এই ক্যান্সেলেশন আসলে ওই থিমের ওপর তৈরি করা সিল। এই বিশেষ সিল ও কভারে সম্মানিত করা হয় কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে। এ ক্ষেত্রে যেমন করা হল চন্দননগর কলেজকে।

কলেজের অধ্যক্ষ দেবাশিস সরকার বলেন, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা লাভ এবং ১৯৪৯ সালে ফরাসি ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারের পরে, যখন চন্দননগর একটি স্বাধীন, মুক্ত শহর হয়ে ওঠে, কলেজটি তখনই আনুষ্ঠানিক ভাবে চন্দননগর কলেজে পরিণত হয়, যে নামটি আজও প্রচলিত রয়েছে। কলেজের শতাব্দীপ্রাচীন ভবনটি ২০১০ সালে পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশনের দ্বারা ঐতিহাসিক মান্যতা লাভ করে 'হেরিটেজ' তকমা পায়।

অগ্নিযুগে মাতৃভূমির শৃঙ্খলা মোচনে চন্দননগর পরিণত হয়েছিল সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের এক মুক্তিতীর্থে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাবেক ফরাসডাঙা ও চন্দননগর কলেজের ঐতিহ্যকে স্বীকৃতি দিয়েই ২০২৩,এ বিপ্লবীদের স্মৃতি রক্ষার্থে কলেজে একটি জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া চন্দননগর কলেজের শতাব্দীপ্রাচীন ভবনকে 'হেরিটেজ' তকমায় ভূষিত করাও হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ জানান, ২০২৩ সালের ৬ অক্টোবর এই হেরিটেজ বিল্ডিংয়ে স্থাপিত চন্দননগর কলেজ মিউজিয়ামটিও স্বল্প দিনের মধ্যেই দেশ-বিদেশের পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সাম্প্রতিক সর্বভারতীয় মূল্যায়নের নিরিখেও চন্দননগর কলেজ সুনাম (ন্যাক গ্রেড-এ প্লাস) অর্জন করেছে। ডাকবিভাগ বিশেষ খাম প্রকাশ করে কলেজের মুকুটে নতুন পালক যোগ করল।

স্কুলে সোপ ট্যাঙ্কি ভেঙে পড়ল ছাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: স্কুলে সোপ ট্যাঙ্কি ভেঙে তার মধ্যে পড়ল পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। দমকল বাহিনী উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠালে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে সুস্থ ছাত্র। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁর ঘোষ ইনস্টিটিউশনে শুক্রবার স্কুলের টিফিনের সময় ছাত্ররা খেলাধুলা করছিল সেই সময় বল আনতে গিয়ে স্কুলের মধ্যে থাকা টিউবয়েলের সোপ ট্যাঙ্কির মধ্যে পড়ে যায় পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া অংশুমান বিশ্বাস। স্কুলের তরফ থেকে খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীকে। ৫ থেকে ৬ ফিট গভীর সোপ ট্যাঙ্কি থেকে অংশুমানকে উদ্ধার করে দমকল বাহিনী। পরবর্তীতে তাকে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করলে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে ছাত্র সুস্থ আছে বলে জানিয়েছেন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মনতোষ নাথ।

ফর্ম জি

পি আর কমার্স প্রাইভেট লিমিটেড-রাইকভা, ৩এ, রাম মোহন মল্লিক গার্ডেন লেন ৫ম তল, রুম নং ১০, থানা - বেলেঘাটা, কলকাতা - ৭০০০১০-কার্যরত-এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	পি আর কমার্স প্রাইভেট লিমিটেড PAN : AAECP7450N CIN : U51909WB2008PTC122333
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	রাইকভা, ৩এ, রাম মোহন মল্লিক গার্ডেন লেন, ৫ম তল, রুম নং ১০, থানা - বেলেঘাটা, কলকাতা - ৭০০০১০
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রযোজ্য নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রাপ্ত নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	০ আর্থিক বর্ষ ২০২৩-২০২৪ প্রাপ্ত ব্যালেন্সশিট অনুযায়ী
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	শূন্য (কর্পোরেট ডেটরের বাতিল বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী)
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী ইউআরএল প্রাপ্ত :	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : prcommerce.ibc@gmail.com বিনিয়োগকারীগণের তালিকা পাওয়া যাবে : https://ibbi.gov.in/en/claims/corporate-personals
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : prcommerce.ibc@gmail.com
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	০৯.০২.২০২৫
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৯.০২.২০২৫
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	২৪.০২.২০২৫
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	০৬.০৩.২০২৫
১৪.	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীরগণের নিকট	১১.০৩.২০২৫
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১০.০৪.২০২৫
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	prcommerce.ibc@gmail.com

অনিল আগরওয়াল
IBBI/IPA-001/IP-P00270/2017-2018/10514
এএফএ বৈধ ৩১.১২.২০২৫ পর্যন্ত
ইউনিট নং ৫০৩, ৬ষ্ঠ তল, ১৮৬৫ রাজডাঙ্গা মেন রোড, কলকাতা - ৭০০১০৭ তারিখ : ২৫.০১.২০২৫

ফর্ম জি

বি কে রায় প্রাইভেট লিমিটেড (সিআইআরপি)-এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান

এগ্রিকালচার এবং হর্টিকালচার শিল্প এবং অন্যান্য ব্যবসায় নিযুক্ত

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	প্যান এবং সিন নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	বি কে রায় প্রাইভেট লিমিটেড AABCB1456B U36100WB1955PTC022135
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	হোল্ডিং নং ৪০৮, ও বি রোড ওয়ার্ড নং ৬, পাল্লীশ্রী আরামবাগ, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭১২৬০১
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রযোজ্য নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	বীরভূম এবং হুগলি
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রাপ্ত নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	প্রোডাক্টের পরিমাণ : প্রাপ্ত নয় প্রধান পণ্যাদির মূল্য : আইএনআর ৪৮.৩৫ কোটি টাকা ২০২৩-২৪ অনুযায়ী
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	১০ ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ অনুযায়ী
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী ইউআরএল প্রাপ্ত :	সিডি সম্পর্কিত বিগত দুই বছরের অর্থনৈতিক বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : bkroy.cirp@gmail.com বা নিম্নে বর্ণিত ইউআরএল থেকে ডাউনলোড করা যাবে : https://drive.google.com/drive/folders/13oA5rQgz4HjHEp-MyTXQ_T6TIqgjDvuC?usp=drive_link
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : bkroy.cirp@gmail.com বা নিম্নে বর্ণিত ইউআরএল থেকে ডাউনলোড করা যাবে : https://drive.google.com/drive/folders/13oA5rQgz4HjHEp-MyTXQ_T6TIqgjDvuC?usp=drive_link
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	১ মার্চ ২০২৫
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	৬ মার্চ ২০২৫
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৬ মার্চ ২০২৫
১৪.	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীরগণের নিকট	২১ মার্চ ২০২৫
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২০ এপ্রিল ২০২৫
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	bkroy.cirp@gmail.com এবং ফিজিকাল কপি পাওয়া যাবে সিকে ১০৪, সেক্টর ২, সল্টলেক, কলকাতা, পব ৭০০০৯১

তারিখ : ২৫.০১.২০২৫
স্থান : কলকাতা

স্বা/-
অভিষেক গুপ্তা
অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার
বি কে রায় প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্ট্রেশন নাম্বার : IBBI/IPA-003/IP-N00135/2017-2018/11499
আরপি-র থিভুক্ত ঠিকানা : সিকে ১০৪, সেক্টর ২, সল্টলেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৯১

সূর্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্টস লিমিটেড

CIN : L65921WB1980PLC033204
রেজি অফিস : ১৪/১বি, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১
ইমেল : slj2200@gmail.com, http://suryaindustrialdevelopments.in.net/

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাসের স্ট্যান্ডালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্ত

(ইপিএস ব্যতীত লাখ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসে, ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসে ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কারবার থেকে (নিট)	-	-	৪.৪২
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) তিন মাস (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	(২.৬৭)	৯.৪১	১৬.৯৫
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) তিন মাস কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	(২.৬৭)	৯.৪১	১৬.৯৫
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	(২.৬৭)	৯.৪১	১৬.৮৬
৫	মোট সংবদ্ধ আয় সংশ্লিষ্ট সময়ের [লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সংবদ্ধ আয় (কর পরবর্তী) সমন্বিত]	(২.৬৭)	৯.৪১	১৬.৮৬
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২০.০০	২০.০০	২০.০০
৭	শেয়ার পিছু আয় (প্রতিটি ১০ টাকা)			
	মূল :	(১.৩৪)	৪.৭১	৮.৪৩
	মিশ্র :	(১.৩৪)	৪.৭১	৮.৪৩

দ্রষ্টব্য :
ক) উক্ত তিন মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বয়ানের সংক্ষিপ্ত ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে সংযুক্ত হয়েছে। তিন মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বয়ান স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট এবং তালিকাভুক্ত সংস্থার ওয়েবসাইট www.suryaindustrialdevelopments.in.net থেকে পাওয়া যাবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
স্বা/-
সত্য নারায়ণ সুরেকা
ডিরেক্টর
ডিন - ০০৫৬৭১৩৯

তারিখ : ২৪.০১.২০২৫
স্থান : কলকাতা

এসবিআই আরএসিপিসি বোলপুর (কোড ৬৪১৮৩)
ভেনাস প্লাজা, ৪র্থ তল, শ্রীনিকেতন রোড, বোলপুর
জেলা - বীরভূম, পিন - ৭৩১ ২০৪ (পব)

আরএসিপিসি @ এসবিআই হোম লোন সেন্টার বোলপুর
[রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি @ এসবিআই হোম লোন সেন্টার বোলপুর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৩.১১.২০২৪** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী কাজল পাল,** পিতা শ্রী বঙ্কিম পাল, ঠিকানা - দাইকোটা, পো. দেরিয়াপুর, থানা - সাঁইথিয়া, জেলা - বীরভূম, পিন - ৭৩১২৩৪ **এবং শ্রী বঙ্কিম পাল (সহ-আবেদনকারী তথা বন্ধকদাতা)** পিতা প্রয়াত নীরদ বরণ পাল, ঠিকানা - দাইকোটা, পো. দেরিয়াপুর, থানা - সাঁইথিয়া, জেলা - বীরভূম, পিন - ৭৩১২৩৪ কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৫৯,৯২,৫০৬ টাকা** (উনষাট লাখ বিরানব্বই হাজার পাঁচশ ছয় টাকা) **১৩.১১.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেনে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **৫৯,৯২,৫০৬ টাকা** (উনষাট লাখ বিরানব্বই হাজার পাঁচশ ছয় টাকা) **১৩.১১.২০২৪ অনুযায়ী** এবং ১৪.১১.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তির পরিমাণ এরিয়া ১২ ডেসিমেল জমি এবং তদস্থিত ভবন, বসবাসের দোতলা ভবন উল্লেখ্য রেজিস্ট্রিকৃত দান দলিল নং ১-৭৪৮/১৯৭৯ তারিখ ৩০.০১.১৯৭৯, মৌজা : দাইকোটা, জেএল নং ১৫, পুরানো খতিয়ান নং ২২৩, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ৮৫২, আরএস এবং এলআর প্লট নং ১১১৩, **বঙ্কিম পালের নামে,** গ্রাম : দাইকোটা, দুর্গা মন্দিরের নিকট, দেরিয়াপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো : বাগডোলা, থানা : সাঁইথিয়া, এসআর অফিস- চৌকি : সিউড়ি, জেলা : বীরভূম, পিন : ৭৩১২৩৪। **সম্পত্তি শ্রী বঙ্কিম পাল,** পিতা প্রয়াত নিরোদ বরণ পালের নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্রয়াত কমল পালের ভবন, দক্ষিণে : হরি পদ খয়রার ভবন, পূর্বে : গ্রাম পঞ্চায়েত সড়ক, পশ্চিমে : ভৈরব খয়রার ভবন।

তারিখ - ২১.০১.২০২৫
স্থান - দাইকোটা, সাঁইথিয়া

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক Union Bank of India

[রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার, পিন - ৭১৩২১৬

যেহেতু,
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে **২২.০৮.২০২৪** তারিখে **ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা -কৃষ্ণা ডিজিটাল প্রিন্ট, শ্রী রমেন পাল এবং অভিষেক ব্যানার্জি** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৭,৩৬,২৬৮.০৪ টাকা** (সতের লাখ ছত্রিশ হাজার দুশো আটষট্টি টাকা এবং চার পয়সা) ১৫.০৮.২০২৪ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে সুদ সহ বকেয়া।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২২.০১.২০২৫** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেনে **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আসানসোল রাহা লেন শাখা ১৭,৩৬,২৬৮.০৪ টাকা** (সতের লাখ ছত্রিশ হাজার দুশো আটষট্টি টাকা এবং চার পয়সা) ১৫.০৮.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ বকেয়া।
ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ : সম্পত্তি জমি এবং ভবন, মালিক রমেন পাল, পিতা হরিশ্চন্দ্র পাল, আরএস প্লট নং ২৭৯৪৫, আরএস খতিয়ান নং ১১৫৪৫, জেএল নং ২০, মৌজা : আসানসোল পুরসভা, ওয়ার্ড নং ৪৬, আসানসোল, পরিমাণ ৯৪৬ বর্গফুট (আনুমানিক)। **চৌহদ্দি :** ডত্তরে : এস এম ব্যানার্জির সম্পত্তি, দক্ষিণে : ১০ ফুট সড়ক, পূর্বে : বি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তি, পশ্চিমে : এস এম ব্যানার্জির সম্পত্তি।

তারিখ - ২২.০১.২০২৫
স্থান - আসানসোল

অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

শুক্রবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর উত্তর বিধানসভার বনহুগলি-১ পঞ্চায়েতে দুয়ারে সরকারের মেগা ক্যাম্পের উদ্বোধন করলেন জেলা শাসক সুমিত গুপ্তা। উপস্থিত ছিলেন সোনারপুর উত্তরের তৃণমূল বিধায়ক ফিরদাউসি বেগম সহ প্রশাসন ও পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিরা।

চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে রোগীমৃত্যুতে উত্তেজনা হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: এক রোগীর মৃত্যু ঘিরে হাসপাতালে ছড়াল উত্তেজনা। চিকিৎসায় গাফিলতির কারণে ওই রোগী মারা গিয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের। অভিযোগ অস্বীকার চিকিৎসকের।

বৃহস্পতিবার রাতে শ্বাসকষ্ট নিয়ে অণ্ডাল মোর সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন অন্ডাল থানার কাজোরা গ্রামের বাসিন্দা পরেশ আকুরিয়া বক্সি (৫১) নামে এক ব্যক্তি । শুক্রবার ভোরবেলায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালেই তিনি মারা যান। এরপরে চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ তুলে সরব হন মৃত ব্যক্তির পরিবার পরিজনেরা। শুরু হয় বিক্ষোভ। বিক্ষোভের জেরে হাসপাতাল চত্বরে ছড়ায় উত্তেজনা। খবর পেয়ে অণ্ডাল থানার পুলিশ আসে ঘটনাস্থলে। পুলিশের মধ্যস্থতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ওই হাসপাতালে চিকিৎসক ডাক্তার টিকে

তিনি বলেন, ওই ব্যক্তি শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে এসেছিলে। তার হার্টের সমস্যা ছিল। হাসপাতালে কার্ডিওলজিস্ট চিকিৎসক নেই সে কথা রোগীর পরিবারকে জানানো হয়েছিল। তা সত্ত্বেও পরিবারের অনুরোধে মুচলেকা নিয়ে রোগীকে ভর্তি করা হয়েছিল। মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে থানাতে কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি বলে খবর।

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল ঃ sbi.14817@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী, ইমেল আইডি ঃ sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল [৮(৬) সংস্থান অধীনে]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ২৫.০২.২০২৫
সময় ঃ ২৪০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ ঃ ১৮.০২.২০২৫ সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত

সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার** কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত এবং তা বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে'** এবং **'যেখানে যেমন অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে **২৫.০২.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টার মধ্যে।**

ক্রম নং ০১

[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]

সংশ্লিষ্ট **৩১,০০,০০৭ টাকা (একত্রিশ লাখ সাত টাকা) ২২.০২.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং মূল্য সহ জমিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **রাধা কানাইয়া অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট এন্টারপ্রাইজেস, স্বত্বাধিকারী : প্রয়াত প্রয়াগ যাদব (প্রয়াত) পিতা লাখো যাদব,** প্রয়াত প্রয়াগ যাদবের আইনি উত্তরাধিকারিগণ : **১) শ্রীমতী উমা দেবী ২) শ্রী রাম কৃষ্ণ যাদব ৩) শ্রী প্রদীপ কুমার যাদব ৪) শ্রী রাজু যাদব ৫) শ্রীমতী মমতা যাদব (বিবাহিত), ৬) শ্রীমতী সুনীতা যাদব (বিবাহিত)** কাছ থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ

সম্পত্তি নং ১) ৩১,৯০,০০০.০০ টাকা এবং বায়না জমা **৩,১৯,০০০.০০ টাকা**
ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ - **১০,০০০.০০ টাকা**
(জ্ঞাত দখলদারি সহ, যদি কিছু থাকে, স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তির নং ১ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং এইচ/৪, ষষ্ঠতলে, (জি-৫) তলা বহুতল অ্যাপার্টমেন্টে, আরোগ্য হাউসিং কমপ্লেক্স নামে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের সুবিধাসহ এবং সিঁড়ি, লিফট, চাতাল ইত্যাদি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত আর এন রোড, মৌজা : সান্তা, জেএল নং ২০, প্লট/ দাগ নং ৩৮৫১ (অংশ), হোল্ডিং নং ১৪/৩৭৫/১৪, পো : আসানসোল, থানা : হীরাপুর , এডিএসআর-আসানসোল, অধিক্ষেত্র এবং পুরসভা ওয়ার্ড নং ৫২, আসানসোল পুর নিগম অধীন, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান (পব) -৭১৩৩০৪। **স্বত্ব দলিল নং ১-৭৩১৬-২০০৯ সালের**- এডিএসআর আসানসোল।
চৌহদ্দি : উত্তরে : খোলা জায়গা, দক্ষিণে : চলার পথ এবং সিঁড়ি এবং ফ্ল্যাট নং বি/৪, পূর্বে : ফ্ল্যাট নং সি/৪, পশ্চিমে : খোলা জায়গা।

সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

তারিখ ঃ ২৫.০২.২০২৫
স্থান ঃ বর্ধমান

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, বর্ধমান

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা
বি-৮/৩৫ (সিএ), আইটিআই মোড়, ঘোষপাড়া, কল্যাণী
পোঃঅঃ- কল্যাণী, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১ ২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধি দেখুন]

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদার(গণ) -কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক দখল** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার) এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **১৯.০২.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে **''যেখানে যেমন আছে'', '' যা আছে তা আছে''** এবং **''সেখানে যা কিছু আছে''** ভিত্তিতে বকেয়া রাশি **২,৭৪,৬৩,০০১.০০ টাকা** (দুই কোটি চুয়াত্তর লক্ষ তেষট্টি হাজার এক টাকা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ১,৯৩,৮৭,০৩০.৮৭ টাকা + ৮০,৭৫,৯৭০.১৩ টাকা) **২৪.০১.২০২৫** অনুযায়ী সহ তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ সহ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ব্রাঞ্চ, (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য **মেসার্স এস.ডি. এন্টারপ্রাইজ (অংশীদার- ১: শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস ও অংশীদার- ২: শ্রীমতী দীপালি বিশ্বাস) (ঋণগ্রহীতা),** বাগমোড় রাণী রাসমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩১৪৫ -এর থেকে।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	ক) ১. **শ্রীমতী দিপালী বিশ্বাস,** স্বামী- শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস **(এইচবিএল- ৫০১৭৬৬৬৬৮৩০ এবং এইচবিএল- ৫০২৯১৯২৪০০৬-এর ঋণগ্রহীতা তথা জামিনদার তথা বন্ধকদাতা)** বাগমোড় রানী রাসমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। ২. **শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস,** পিতা- শম্ভুচরণ বিশ্বাস **(এইচবিএল- ৫০১৭৬৬৬৬৮৩০ এবং এইচবিএল - ৫০২৯১৯২৪০০৬ এর ঋণগ্রহীতা তথা গ্যারান্টার)** বাগমোড় রানী রাসমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। ৩. **মেসার্স এস.ডি. এন্টারপ্রাইজ (পার্টনার -১, শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস এবং পার্টনার ২, শ্রীমতী দীপালি বিশ্বাস) (ঋণগ্রহীতা)** বাগমোড় রানী রাসমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। ৪. **শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস,** পিতা- শম্ভুচরণ বিশ্বাস **(মেসার্স এস.ডি. এন্টারপ্রাইজের অংশীদার তথা গ্যারান্টার)** বাগমোড় রানী রাসমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। ৫. **শ্রীমতী দিপালী বিশ্বাস,** স্বামী- শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস **(মেসার্স এস.ডি. এন্টারপ্রাইজের অংশীদার তথা গ্যারান্টার তথা জামিনদার)** বাগমোড় রানী রাসমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। খ) **কল্যাণী আই.ই. শাখা**	**শ্রীমতী দিপালী বিশ্বাস** স্বামী- সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস **-এর নামে** থাকা জমি ও ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার বিক্রয় দলিল নং. ৮৩১ তারিখ- ৩১.০১.২০১৩ এবং বিক্রয় দলিল নং. ৮৩২ তারিখ ৩১.০১.২০১৩ হোল্ডিং নং ৭১/৫৯১৮০ বাগমোড় রানি রাসমনি ঘাট রোড, পোস্ট- কাঁচরাপাড়া, থানা- বিজপুর জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা ওয়ার্ড নং ২ হালিশহর পৌরসভার অধীনে। এলাকা- ৩.১২৫ কাঠা(মোট ৪৪২৫ বর্গফুট)। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তরে- ২০ ফুট চওড়া রানী রাসমনি ঘাট রোড, পূর্ব দিকে- ১০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা, দক্ষিণে- মিউনিসিপ্যাল ড্রেন, পশ্চিমে- মিউনিসিপ্যাল ড্রেন দ্বারা ।	**২,৭৪,৬৩,০০১.০০ টাকা** (দুই কোটি চুয়াত্তর লক্ষ তেষট্টি হাজার এক টাকা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ১,৯৩,৮৭,০৩০.৮৭ টাকা + ৮০,৭৫,৯৭০.১৩ টাকা) **২৪.০১.২০২৫** অনুযায়ী সহ তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ	**ক) ১,০৬,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (এক কোটি ছয় লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) ১০,৬০,০০০.০০ টাকা** (দশ লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র) **গ) ৫০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30101515060** **ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা** **চ) বাস্তবিক দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ১৯.০২.২০২৪; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ অংশীদার(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ২৪.০১.২০২৫ / স্থান : কল্যাণী আই.ই.

অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ভলিবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনে গুলির অভিযোগে সুয়োমোটো মামলা দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ভলিবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বন্দুক থেকে গুলি ছোড়ার ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মানিকচক থানার নুরপুর এলাকায়। পরপর চার রাউন্ড গুলি চালিয়ে ভলিবল টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উদ্যোক্তারা। বৃহস্পতিবার রাতে এমন ঘটনায় একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে মালদার মানিকচক থানার নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঠানপাড়া এলাকায়। এদিন নুরপুর টিপটপ ক্লাবের পক্ষ থেকেই একদিনের নৈশকালীন ভলিবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। আর সেখানেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বন্দুক থেকে ক্লাবের চারজন কর্মকর্তা চার রাউন্ড গুলি ছোড়ে বলে অভিযোগ। বিষয়টি নজরে আসতে নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। এরপরই ভাইরাল হওয়া ভিডিও যাচাই করেই লাইসেন্সপ্রাপ্ত চারটি বন্দুক বাজেয়াপ্ত করে মানিকচক থানার পুলিশ। চারজন লাইসেন্সধারীদের নামেও ইতিমধ্যে সুয়োমোটো মামলা দায়ের করেছে পুলিশ।

এদিনের এই ভলিবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন, জেলা তৃণমুল সাধারন সম্পাদক সৌমদীপ সরকার,জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কবিতা মন্ডল,নরপুর অঞ্চল সভাপতি ফায়াজ আহম্মেদ খান সহ বিশিষ্টজনরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের এমন ঘটনার সময় কেউ ছিলেন না বলেও দাবি করেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন নুরপুর টিপটপ ক্লাবের পক্ষ থেকে এক ভলিবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। টুর্নামেন্টে মোট ছয়টি রাজ্যের ছয়টি দল অংশগ্রহণ করে।সেই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন হয় গুলি চালিয়ে। উদ্যোক্তারা শূন্যে পরপর চার রাউন্ড গুলি চালিয়ে টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে। তাও আবার পুলিশের উপস্থিতিতে বলে অভিযোগ উঠেছে। স্বভাবতই এই ঘটনাকে ঘিরে রীতিমতো শোরগোল তৈরি হয়। বিভিন্ন মহলে থেকে সমালোচনার ঝড় ওঠে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যাদের নামে এই বন্দুকের লাইসেন্স রয়েছে, তাদেরকে এদিন ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়নি। সেই লাইসেন্স বন্দুকগুলি অন্য চারজন ব্যবহার করেছে বলেও জানতে পেরেছে পুলিশ। বিশেষ কারণে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে সবদিক যাচাই করেই লাইসেন্স বন্দুক দেওয়ার ব্যবস্থা করে জেলা পুলিশ ও প্রশাসন। দীর্ঘদিন ধরেই মানিকচকের বাসিন্দা চারজনের লাইসেন্সী বন্দুক ছিল । এই বন্দুকেরগুলি খরচ করার ক্ষেত্রে আগাম পুলিশ ও প্রশাসনের অনুমতি নিতে হয়। কিন্তু সেক্ষেত্রেও কোনরকম অনুমতি নেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ।

এই ঘটনার পর থেকেই সংশ্লিষ্ট ক্লাবের কর্মকর্তারা গা ঢাকা দিয়েছেন বলে অভিযোগ। কোনও ভাবেই তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। যদিও একদিনের নৈশকালীন ওই ভলিবল টুর্নামেন্ট বৃহস্পতিবার রাতেই শেষ হয়ে গিয়েছে। তারপর থেকেই তালাবন্দি নুরপুর টিপটপ ক্লাবটি। ঘটনাটি নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, ভলিবল খেলার উদ্বোধন হচ্ছে গুলি ফাটিয়ে। এক কথায় ভীতি প্রদর্শন করা। শাসকদলের একাংশের নির্দেশেই গোটা ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ বন্দুক বাজেয়াপ্ত করেছে। কিন্তু যারা গুলি ছুঁড়েছে তাদের গ্রেপ্তার করেনি।

মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র বলেন, 'এই ঘটনাটি আমি শুনেছি। এটা আইনসঙ্গত অপরাধ। এটা উচিত হয়নি। লাইসেন্স বন্দুকের গুলি খরচের ক্ষেত্রে অবশ্যই পুলিশ সুপার এবং জেলাশাসকের দপ্তরের অনুমতি প্রয়োজন হয়। কিন্তু শুনেছি কোনরকম অনুমতি নেওয়া হয় নি। তবে আবেগবশত এটা করে ফেলেছে। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে। তবে এটা একটি ক্লাবের টুর্নামেন্ট। এখানে তৃণমূলকে জড়ানো কোনও ভাবেই ঠিক নয়। অনেকেই আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। অতিথিরা থাকতেই পারেন। তা বলে সব দোষ তাদের, বিজেপির এরকম অভিযোগ ভিত্তিহীন।'

পুলিশ সুপারের অফিসের পক্ষ থেকে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, চারটে বন্দুক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যে চারজনের নামে বন্দুকের লাইসেন্স ছিল, তাঁদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের সুয়োমোটো মামরা রুজু করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২ জানুয়ারি মালদা তৃণমূল নেতা বাবলা সরকারকে গুলি করে খুন করে দুষ্কৃতীরা। তারপর কালিয়াচকের এক তৃণমূল কর্মী আতাউল হক খুন হন। এরপর মানিকচকের ভলিবল টুর্নামেন্টে প্রকাশের শূন্যে গুলি জুড়ে উদ্বোধনের ঘটনায় নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বিধায়কের ভাই আনিসুর রহমানের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমডাঙা: আমডাঙা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা আমডাঙা বিধায়ক রফিকুর রহমানের ভাই আনিসুর রহমানের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করল বারাসত আদালত।

২০২৪ এর ২৮ আগস্ট সকালে খুড়িগাছির একটি বাড়ির মধ্যে ঢুকে নাসির উদ্দিন মণ্ডল নামে এক ব্যক্তিকে খুন করার চেষ্টা করে ১২-১৪ জনের একটি দল। তাঁর গায়ে গুলি করা হয়। গুরুতর আঘাত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর স্ত্রী তসলিমা বিবি ১৩ জনের নামে অভিযোগ করেন। ১৩ নম্বরে আনিসুরের নাম ছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ৬ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। সেই ৬ জন এখনও জেল হেপাজতে রয়েছে। বাকি ৭ জন পলাতক। এই ৭ জনের মধ্যেই নাম রয়েছে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনিসুর রহমানের। আনিসুর রহমান আমডাঙার বিধায়ক রফিকুর রহমানের ভাই। পুলিশের খাতায় দীর্ঘদিন পলাতক এই আনিসুর রহমানের আগাম জামিনের আবেদন শুক্রবার বারাসত কোর্ট খারিজ করায় স্বাভাবিক ভাবেই আনিসুরকে নিয়ে নতুন করে কৌতুহল তৈরি হয়েছে।

এতে নতুন করে গ্রেপ্তারির জল্পনা বাড়ছে আনিসুরের। তবে এ বিষয়ে আনিসুর ও তাঁর পরিবারের কোনও সদস্যই কোনও রকম মন্তব্য করতে চাননি। তবে তৃণমূল কংগ্রেসের এই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ করে সিপিএম ও বিজেপি। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, আমডাঙার দুর্নীতির জবল ইঞ্জিন আনিসুর। দাদা বিধায়ক ভাই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, ক্ষমতার শেষ নেই। তাই যা ইচ্ছা তাই করছে। দাদার ছত্রছায়ায় এলাকায় তাণ্ডব ও তোলাবাজি করছে। কথা না শুনলেই খুন, গুলির পরিকল্পনা চলছে বলে অভিযোগ করেন সুজন চক্রবর্তী।

অভিনেতা শুভাশিস মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে পড়ুয়াদের জন্মদিন পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: অভিনব উদ্যোগ প্রধান শিক্ষকের। স্কুলেই কেক কেটে জন্মদিন পালন করা হল খুদে ছাত্রছাত্রীদের। টলিউড অভিনেতা শুভাশিস মুখোপাধ্যায় ও কলকাতা উষ্ণিক থিয়েটার গ্রুপের নাট্যকার ও পরিচালক ইশিতা মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে এদিন ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে জন্মদিন পালন করা হয়। এই দুই অভিনেতার উপস্থিত আলাদা মাত্রা পায় এই অনুষ্ঠানে।

এদিন ১২ জন ছাত্রছাত্রীর একসঙ্গে জন্মদিন পালন করা হয়। শুভাশিসবাবু ও তাঁর গ্রুপ ছাত্রছাত্রীদের খাওয়াদাওয়ার সমস্ত খরচ বহন করেন। এতে খুশির হাওয়া অভিভাবক মহলে। খানাকুলের মাঝপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবাশিস মুখার্জির উদ্যোগে প্রতি মাসের শেষ দিকে ছাত্রছাত্রীদের জন্মদিন পালন করা হয়। স্কুলের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের একসঙ্গে জন্মদিন পালন সত্যিই অভিনব বলে মনে করেন এলাকার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ।

জানা গিয়েছে, খানাকুলের একেবারে প্রত্যন্ত একটি গ্রাম হল মাঝপুর। আর এই গ্রামেই গড়ে উঠছে মাঝপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়। খানাকুল এক নম্বর ব্লকের তাঁতিশাল পঞ্চায়েতের এই স্কুলে ১৪৪ জন ছাত্রছাত্রী। মাসের একটা দিন ছাত্র ছাত্রীদের জন্মদিনকে সামনে রেখে স্কুলের পরিবেশ আনন্দ মুখরিত হয়। এদিন রীতি মেনে সারা স্কুল ফুল ও বেলুন দিয়ে স্কুল বাড়ি সাজানো থেকে শুরু করে কেক কাটা হয়। ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণ পায়েস রান্না থেকে শুরু করে মাছ, মাংস, ভাত, তরকারি, মিষ্টি ও দইয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এদিন ছাত্র ছাত্রীদের হাতে একটি করে গাছ তুলে দেওয়া হয়। পরিবেশকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখতে এই গাছ প্রদান করা হয়। গাছগুলিকে যাতে ছাত্রছাত্রীরা জল দিয়ে বড় করে তোলে সেই বিষয়ে বিশেষ পরামর্শ দেন মাঝপুরের শিক্ষকেরা।

এই বিষয়ে মাঝপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবাশিস মুখার্জি জানান, প্রতি মাসেই ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটা দিন জন্মদিন পালন করা হয়। ছাত্রছাত্রীরাও খুশি হয়। মিড মিলের পাশাপাশি শিক্ষক ও অভিভাবকরা এই জন্মদিন পালনে সহযোগী করেন। তবে এদিন অভিনেতা শুভাশিস মুখোপাধ্যায় ও কলকাতার উষ্ণিক থিয়েটার গ্রুপের নাট্যকার ও পরিচালক ইশিতা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছেলে মেয়েরা সময় কাটাতে পেরে খুবই খুশি।

জমি বাঁচাতে কৃষি ও শিল্প বাঁচাও কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: জমির চরিত্র বদল, সরকারি জমি দখল সহ জমি দুর্নীতি সংক্রান্ত একাধিক বিষয় বন্ধের জন্য বারবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু সেই নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বিভিন্ন আধিকারিকদের খুশি করে গোপনে দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছে মাটি মাফিয়ারা। থানা, বিডিও, বিএলআরও এমনকি জেলাশাসকের দপ্তরে অভিযোগ করেও মিলছে না প্রতিকার। তাই শেষমেশ গ্রামের মানুষই কৃষি ও শিল্প বাঁচাও কমিটি গড়ে মাটি মাফিয়াদের দুর্নীতি আটকাতে উদ্যোগী হল। শুক্রবার রীতিমতো মঞ্চগড়ে কমিটির কাজ শুরু হল দেগঙ্গার দোগাছিয়া গ্রামে। পাশাপাশি হুঁশিয়ার এবার তাঁরা নিজেরাই রুখবে তাঁদের জমি।

গ্রামের মানুষের অভিযোগ, জোর করে কৃষি জমি দখল করে মেছোভেড়ি আবার কোথাও চালু ইটভাটা বন্ধ করে মাটি পাচার করে দেওয়ার কাজ করছে এলাকার মাটি মাফিয়ারা। একাধিকবার প্রশাসনকে জানিও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ। কৃষিজমি বাঁচাও ইটভাটা বাঁচাও গ্রামবাসীরা তৈরি করলেন কৃষি ও শিল্প বাঁচাও কমিটি তৈরি হল দেগঙ্গার দোগাছিয়া গ্রামে। হাড়োয়া বিধানসভার দোগাছিয়া এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ইট ভাটা ধ্বংস করে মাটি কেটে রাতের অন্ধকারে পাচার, অবৈধ ভাবে কৃষি জমির মাটি কেটে মাছের ভেড়ি তৈরি, কৃষকদের ন্যায্য খাজনা না দেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন গ্রামবাসীদের। আন্দোলনকারী গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এলাকার কিছু দুষ্কৃতী কৃষিজমি লুঠ করছে, একটি ভাটা ধ্বংস করে মাটি কেটে রাতের অন্ধকারে পাচার করে ৩০ ফুট গভীর করে বেহাল করে দিয়েছে, কাজ হারিয়েছেন বহু শ্রমিক, পাওনা টাকা পাননি জমির মালিকরা। এলাকার কৃষিজমি গায়ের জোড়ে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে মাটি কেটে জমির চরিত্র বদলে ফেলছে। নিজেদের কৃষি জমি রক্ষা করতে, জীবন জীবিকা বাঁচাতে তাঁরা গড়ে তুলল কৃষি জমি ও শিল্প বাঁচাও কমিটি।

মডেল দুয়ারে সরকার ক্যাম্প জামালপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: এক ঝলকে দেখলে সকলের মনে হবে কোনও একটি বিয়ে বা অনুষ্ঠানের রিসেপশন চলছে। চোখ ধাঁধানো মণ্ডপ। চারিদিকে ফুল দিয়ে সাজানো। দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন। তবে ভিতরে প্রবেশ করলে ভুল ভাঙবে। ভেতরে রয়েছে একাধিক স্টল। তবে সেখানে কোনও খাবার সাজানো নেই। রয়েছে প্রশাসনের পরিষেবার পসরা সাজানো। আর তাতে ভিড় জমিয়েছেন গ্রামের মানুষরা। সেখানে সাধারণ মানুষদের জন্য সরকারি পরিষেবা দিতে ব্যস্ত রয়েছেন সরকারি কর্মীরা। আসলে

চলছে নবম দুয়ারে সরকার ক্যাম্প। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের সেলিমাবাদে মডেল দুয়ারে সরকার ক্যাম্প তৈরি করা হয় শুক্রবার। একেবারে ঝাঁ চকচকে সজ্জা। উপভোক্তাদের জন্য দুপুরে খাবারের ব্যবস্থাও করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে জামালপুরের এই দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে এদিন আসেন কৃষি দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ওঙ্কার সিং মিনা ও জেলাশাসক আয়েশারানি এ। তিনিও সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে গিয়ে নিজের হাতেই পরিষেবা প্রদান করেন। সাধারণ গ্রামীণ কৃষকদের সমস্যা সমাধানে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর ভাবনা থেকেই এই ক্যাম্প এবার নয় বছরে পা দিল। সাধারণ মানুষ যাতে সঠিক পরিষেবা পায় তার জন্যই তিনি দেখতে আসেন এবং সকলের কাছে সরকারি পরিষেবা তুলে দেওয়াই তাদের উদ্দেশ্য।

এবছর দুয়ারে সরকারে এটি নতুন সংযোজন হয়েছে। যদি কোনও কৃষক কৃষি যন্ত্রাংশ কিনতে চান, তা হলে ক্যাম্প থেকে তাঁকে সহযোগিতা করা হবে। এছাড়াও সরকারি অন্যান্য সুবিধা গুলি এবং সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলি সমাধান করা হয় এই ক্যাম্পে। এক কথায় বলতে গেলে পূর্ব বর্ধমান জেলার মধ্যে জামালপুরের সেলিমাবাদের নবমতম দুয়ারে সরকার ক্যাম্পটি মডেল ক্যাম্প। জামালপুরের ব্লক সভাপতি মেহমুদ খান বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো ২৪ জানুয়ারি থেকে এই দুয়ারে সরকার ক্যাম্প শুরু হয়েছে। চলবে ফেব্রুয়ারির ১ তারিখ পর্যন্ত। জামালপুরের দু'টি জায়গায় এই ক্যাম্প হচ্ছে। তার মধ্যে জামালপুর এক অন্যদিকে জোতশ্রীরাম অঞ্চলে।

এই দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের সমস্ত

মিউটেশনের কাজও হয়। কিছু মানুষের যে সমস্ত কাজগুলি বাকি ছিল এই ক্যাম্প থেকে তারা তাদের কাজগুলি মিটিয়ে নিচ্ছে। এই দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে সাধারণ মানুষের ভিড়ও হচ্ছে চোখে পড়ার মতন। সবচেয়ে বেশি ভিড় হচ্ছে লক্ষীর ভাণ্ডারের কাউন্টারে। জামালপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শাহাবুদ্দিন মণ্ডল বলেন, 'নবমতম দুয়ারের সরকারের প্রথম দিনেই আমাদের এই দুয়ার সরকার ক্যাম্পে উপস্থিত হলেন রাজ্যের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ও ডিএম ম্যাডাম। তাতে খুব ভালো লাগছে।'

তিনি এও বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পরই সব সময়ই একটা উৎসবের ইমেজ। এখন শীতকাল চলছে সর্বত্রই একটা উৎসবের আমেজ রয়েছে। সেই জায়গায় দুয়ারে সরকারে এত মানুষের সমাগম দেখে মনে হচ্ছে যেন এই দুয়ারে সরকারের উপভোক্তাদের কাছে একটা উৎসবের আমেজ।

সিপিএমের বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক আদিবাসী মহিলা দেবলীনা হেমব্রম

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: নজিরবিহীন ভাবে প্রথম আদিবাসী মহিলা হিসাবে সিপিএমের জেলা সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী দেবলীনা হেমব্রম। গতকাল দলের জেলা সম্মেলন শেষে বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব নেন তিনি। জঙ্গলমহলের লড়াকু আদিবাসী নেত্রী দেবলীনা হেমব্রমের ওপরে ভরসা করে জঙ্গলমহলে ঘুরে দাঁড়াবে সিপিএম। আশায় বাম নেতৃত্ব।

সিপিএমের ইতিহাসে জেলা সম্পাদক পদে আদিবাসী মহিলা নির্বাচিত হওয়ার নজির নেই। এই প্রথম বাঁকুড়া জেলায় সেই নজির গড়লেন দেবলীনা হেমব্রম। ১৯৯৬ সালে প্রথম রানীবাঁধ বিধানসভা থেকে সিপিএমের বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হন দেবলীনা হেমব্রম। ২০০১ সালে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। ২০০৬ সালে আবার রানিবাঁধ বিধানসভা থেকে নির্বাচিত হয়ে রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পান। ২০১১ সালে সারা রাজ্যে পরিবর্তনের ঝোড়ো হাওয়াতেও দেবলীনা হেমব্রম নিজের রানিবাঁধ বিধানসভায় জয়ী হন। রাজ্যে পালাবদলের পর বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে সিপিএম এর লড়াকু আন্দোলনের অন্যতম মুখ হয়ে ওঠেন তিনি। ২০১১ সালে বিধানসভার অভ্যন্তরেই শাসকদলের হাতে আক্রান্ত হন দেবলীনা হেমব্রম। পরবর্তীতে ব্রিগেডে দেবলীনা হেমব্রমের জ্বালাময়ী বক্তব্য তাঁকে রাজনৈতিক মহলে অন্যতম লড়াকু মুখ করে তোলে।

দলের বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য হওয়ার পাশাপাশি তাঁকে রাজ্য কমিটির সদস্যও ছিলেন তিনি। সিপিএম এর নিয়ম অনুযায়ী ৯ বছর ধরে দায়িত্ব সামলানোর পর গতকালই সেই পদ থেকে অব্যাহতি নিতে হয় সিপিএম এর বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক অজিত পতিকে। ২২ ও ২৩ জানুয়ারি বড়জোড়ায় আয়োজিত সিপিএমের ২৪তম জেলা সম্মেলনে বাঁকুড়া জেলার সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন দেবলীনা হেমব্রম। আদিবাসী মহিলা হিসাবে নজিরবিহীন ভাবে এই দায়িত্ব পাওয়াকে তেমন গুরুত্ব দিতে নারাজ দেবলীনা।

তাঁর দাবি, তিনি ব্যক্তিগত ভাবে কেউ নন। কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকার যে ভাবে মানুষের ওপর আক্রমণ নামিয়ে এনেছে এবং বঞ্চনা করছে তার বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষকে নিয়ে একত্রিত ভাবে দলগত ভাবে লড়াই জারি থাকবে। দেবলীনা হেমব্রম জেলা সম্পাদক হওয়ায় জঙ্গলমহলে ফের ঘুরে দাঁড়ানোর আশা দেখছে দলীয় নেতৃত্বও।

চিকিৎসক এবং পুলিশকর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগে ধৃত ৯

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমানের অনাময় সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে চিকিৎসক এবং কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের ওপর হামলার ঘটনায় ৯জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। শুক্রবার ধৃতদের আদালতে পেশ করা হয়।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে হাসপাতালের চিকিৎসক এবং পুলিশকর্মীদের ওপর এক রোগীর পরিবারের লোকেরা হামলা চালায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে গেলে এই ঘটনায় কয়েক জন পুলিশকর্মীও আহত হন। তাঁদের একজনকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায় ও শক্তিগড় থানার ওসি। অনাময় সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার শকুন্তলা সরকার বলেছিলেন, শক্তিগড় থানার স্বস্তিপল্লির এক যুবক বৃহস্পতিবার পায়ে চোট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। চিকিৎসা চলাকালীন রোগীর সঙ্গে থাকা কয়েকজন চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন। এই নিয়ে তাঁরা অশান্তি শুরু করেন। হাসপাতালে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁরা চড়াও হন হাসপাতালের চিকিৎসকদের ওপর। পুলিশ বাধা দিতে গেলে তাঁদের ওপরেও আক্রমণ করা হয় বলে অভিযোগ। হাসপাতালও ভাঙচুর করা হয়। শকুন্তলা আরও বলেন, ঘটনায় চার-পাঁচজন পুলিশ কর্মী জখম হন। তাঁদের মধ্যে একজন হাসপাতালে ভর্তি আছেন। হাসপাতালের শল্য চিকিৎসক শান্তনু সিংহ জানিয়েছিলেন, অসুস্থ যুবকের চিকিৎসা চলাকালীন কয়েকজন যুবক মত্ত অবস্থায় তাঁদের ওপর চড়াও হন। চিকিৎসক ও পুলিশের ওপর হামলা চালানো হয়। তাঁদের মারধরও করা হয়। এই ঘটনায় হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সকলে।

বনভোজনে এসে ইসিএলের জিএমদের হুঁশিয়ারি জিতেন্দ্রর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: শুক্রবার পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার পরাশকোল পদ্মাবতী মন্দিরের নিকট একটি বনভোজন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি। সেখান থেকে ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডের (ইসিএল) জেনারেল ম্যানেজারদের বিরুদ্ধে তীব্র হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

জিতেন্দ্র তিওয়ারি অভিযোগ করেন, ইসিএলের জিএমরা ঠিকাদারি সংক্রান্ত সমস্ত সিদ্ধান্ত নিজেরা বসে ঠিক করেন। কোন ঠিকাদার কোন কাজ পাবে এবং সেই কাজ পাওয়ার জন্য কাকে কত টাকা দিতে হবে, তা নিয়েও অফিসে বসে পরিকল্পনা করা হয় বলে তিনি দাবি করেন। তিনি আরও বলেন, 'অনেক জিএম আছেন, যাঁদের একসময় সিপিএম সরকার জেলে পাঠিয়েছিল। এখনও যাঁরা রয়েছেন, তাঁদেরও সতর্ক হয়ে যেতে হবে। আমি ইসিএলের প্রতিটি জিএমের ওপর নজর রাখছি। আইন মেনে চলুন, নয়তো ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

২০২১ সালের নির্বাচনের প্রসঙ্গ তুলে তিনি জানান, '২০২১ সালে যা হয়েছিল তাঁর বদলা ২০২৬-এ নেওয়া হবে। এখন থেকেই আমাদের প্রস্তুতি শুরু করতে হবে।'

রেশন পেতে দুয়ারে সরকারে ৯৯ বছরের বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে রাজ্য সরকারের নবম পর্যায়ের দুয়ারে সরকার। সূত্রের খবর ৩৭টি সরকারি সুবিধা পেতে পঞ্চায়েতে চলছে দুয়ারে সরকার।

শুক্রবার হাওড়ার শ্যামপুর দুই ব্লকের একমাত্র দুয়ারে সরকার ক্যাম্পটি হয়েছে ডিহিমন্ডলঘাট দুই গ্রাম পঞ্চায়েতে। বেলপুকুর হাই স্কুলে হয়েছে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পটি। সকাল দশটা থেকে উপপ্রধান পশুপতি জানার নেতৃত্বে সঠিক ছিল আয়োজন। এমনকি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা ও স্টল দিয়েছিলেন। এদিন ৯৯ বৎসর বয়সি সরস্বতী মণ্ডলকে ট্রলিতে চাপিয়ে নিয়ে আসা হল দুয়ারে সরকারে ক্যাম্পে। প্রথমে ভাবা হয়েছিল বার্ধক্য ভাতার জন্য। পরে জানা গেল ওই বৃদ্ধা গত দু' মাস ধরে রেশন পাচ্ছেন না। কারণ হিসাবে জানা গেল আধার কার্ডের সঙ্গে আঙুল ম্যাচ করেনি। বয়সের ভারে এটি হয়েছে বলে প্রাথমিক ধারণা। তাই এদিন দুয়ারে সরকারে আসার বায়না ধরেন তিনি। দুই ছেলে অনন্তপুর মিলে লেবারের কাজ করেন। মায়ের বায়না শুনে একজন ট্রলিতে চাপিয়ে আর একজন অশক্ত বৃদ্ধাকে ধরে আনলেন দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে।

জানা গিয়েছে, বয়সের ভারে চোখে তেমন দেখতে পান না। কিন্তু প্রশ্ন শুনে অনেক কষ্টে বললেন, 'শেষ সময়ে রেশন পেলুম না বাবা। বন্ধ হয়ে গেল।' তবে এদিন লিঙ্ক না থাকায় বহুক্ষণ বসে থেকে চলে যান তাঁরা। উপপ্রধান পশুপতি জানার মন্তব্য, 'দেখি কি হয়!'

এবার দুয়ারে সরকার ৩৭টি প্রকল্পের সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: নবম পর্যায়ে দুয়ারে সরকার কর্মসূচি শুরু বাঁকুড়ায়। শুক্রবার প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, এবারের দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে ৩৭টি প্রকল্পের সুযোগ পাবেন উপভোক্তারা। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই জেলায় এই ধরনের সাড়ে চার হাজারেরও বেশি ক্যাম্প করা হবে বলেও জানানো হয়েছে। এদিন ইন্দাস ব্লক এলাকার একাধিক দুয়ারে সরকার ক্যাম্প ঘুরে দেখেন বিডিও সুরেন্দ্রনাথ পতি ও ওসি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস। একই সঙ্গে বিভিন্ন স্কুলের মিড ডে মিলের খাবারের গুণগতমানও পরীক্ষা করেন তাঁরা। বিডিও সুরেন্দ্রনাথ পতি বলেন, 'প্রতিটি মানুষকে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য।' সেই লক্ষ্যেই রাজ্য সরকারের নির্দেশে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প হচ্ছে বলে তিনি জানান।

গ্রামবাসীর সঙ্গে দুয়ারে সরকার প্রকল্পে মতামত বিনিময় জেলাশাসকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মাটিতে বসে গ্রামবাসীদের সঙ্গে দুয়ারে সরকার প্রকল্পের নানান বিষয় নিয়ে মতামত বিনিময় করলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া । তাঁর সঙ্গে ছিলেন পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব। শুক্রবার দুপুরে গাজোল ব্লক অফিস সংলগ্ন এলাকাতেই আচমকায় জেলাশাসকের এমন কর্মসূচিকে ঘিরে রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায়। গাজোলের বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকার মানুষেরা এদিন জেলাশাসকের সঙ্গেই মাটিতে বসেই দুয়ারে সরকার এবং দুয়ারে প্রশাসন কর্মসূচিতে অংশ নেন। একজন আইএএস এবং অপরজন আইপিএস পদমর্যাদা কর্তাদের এভাবে গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়েতে দেখেই রীতিমতো প্রশংসা উঠেছে জেলার বিভিন্ন মহলে।

উল্লেখ্য, ২৪ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে দুয়ারে সরকার শিবির। রাজ্য সরকারের ৩৭টি প্রকল্পের নানান সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রেই মূলত এই শিবির চালু করা হয়েছে। নবমতম এই দুয়ারে সরকার কর্মসূচি চলবে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। এরপর ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে উপভোক্তাদের নানান বিষয়ে আবেদনপত্র যাচাই করার পর সেই সব সুবিধার অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেবে প্রশাসন।

এদিন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া বলেন, দুয়ারে সরকার শিবিরে সাধারণ মানুষ আগ্রহ বাড়াতেই মূলত এদিন একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। গাজোল ব্লক অফিস চত্বরে সাধারণ গ্রামবাসীদের সঙ্গে বসেই নানান বিষয়ের মতামত বিনিময় করা হয়। রাজ্য সরকারের ৩৭টি প্রকল্পের সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করার জন্যই গ্রামবাসীদের সঙ্গে এদিন নানা ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

অন্যদিকে বেকার ছেলেমেয়েদের প্রতিভা জানতে এবং কর্মমুখী করতে রাজ্য সরকারের দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের মাধ্যমে শুরু হল আমার কর্মদিশার প্রকল্পের আবেদন জমা নেওয়ার কাজ। শুক্রবার থেকে মালদা জেলাজুড়ে শুরু হয়েছে দুয়ারে সরকার প্রকল্পের আবেদনপত্র গ্রহণ করার কাজ। দুয়ারে সরকার প্রকল্পের আবেদনপত্রের এই কর্মসূচি চলবে আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। এরপর ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে এই আবেদনপত্রেরগুলি যাচাই করেই উপভোক্তাদের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে জেলা প্রশাসন।

এদিন পুরাতন মালদা পুরসভার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের সংশ্লিষ্ট পুরসভার পাশেই জয় গোপাল গোস্বামী ভবনে দুয়ারে সরকার প্রকল্পের আবেদন পত্র কাজের তদারকি করেন পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ সহ বিশিষ্টজনেরা। আবেদনকারী উপভোক্তাদের বিভিন্ন আবেদন পত্র যাচাই করে দেখেন চেয়ারম্যান। রাজ্য সরকারের মোট ৩৭টি প্রকল্পের মধ্যেও এবারে রাখা হয়েছে 'আমার কর্মদিশা' নামক আরও একটি নতুন প্রকল্প। এছাড়াও রয়েছে কন্যাশ্রী, বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা সহ আরও বেশ কিছু প্রকল্প। এবছর নবমতম দুয়ারে সরকার কর্মসূচি শুরু করেছে রাজ্য সরকার।

পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ জানিয়েছেন, দুয়ারে সরকার শিবির চালু হওয়ার পর ক্ষ্মআমার কর্মদিশাক্ষ্ম এই প্রকল্পটি একটি অ্যাপের মাধ্যমে বেকার যুবকরা নিজেদের প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে আয় করা যায় এব্যাপারে নতুন দিশা খুঁজে বের করতে পারবেন। এছাড়াও এই প্রকল্পের যারা আবেদনকারী হবেন, তাঁদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুরসভা, পঞ্চায়েত এবং প্রশাসনের কর্মীরা বিশেষভাবে উপভোক্তাদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নিবেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সাধারণ মানুষের জন্য সরকারি সমস্ত সুবিধার আওতায় আনার ক্ষেত্রেই এই দুয়ারে সরকার শিবিরটি চালু করেছিল। তাতে খুব ভালো সাড়া পড়েছে। এবছরও বহু মানুষ দুয়ারে সরকার শিবিরের মাধ্যমে নানান প্রকল্পের আবেদনপত্র জমা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে।

যুবভারতীতে বিষ্ণু, হিজাজির গোলে আইএসএলে জয়ে ফিরল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি: টানা তিন ম্যাচ হারের পর জয়। আইএসএলে গুরুত্বপূর্ণ জয় তুলে নিল ইস্টবেঙ্গল। যুবভারতীতে আগ্রাসী ফুটবল খেলে কেরল ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে ২-১ ব্যবধানে জয় তুলে নিল অস্কার ব্রুজোর দল। ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠার ইঙ্গিত দিচ্ছে রিচার্ড সেলিস এবং দিমিত্রিয়স দিয়ামানতাকোস জুটি। ক্রমশ ফর্মে ফিরছেন ক্লেটন সিলভাও। মাঝমাঠে দুরন্ত পিভি বিষ্ণুও। সব মিলিয়ে চোট-আঘাতে জর্জরিত ইস্টবেঙ্গলকে আইএসএলের ১৭তম ম্যাচে বেশ ভাল দেখাল।

রক্ষণ ডোবাচ্ছে প্রায় প্রতি ম্যাচেই। শিক্ষানবিশদের মতো ভুল করছেন হিজাজি মাহের। আনোয়ার আলির সুস্থ হতে এখনও ১৫ দিন। হেক্টর ইয়ুস্তেও পুরো ৯০ মিনিট খেলার মতো ফিট নন। মহম্মদ রাকিপ, প্রভাত লাকরার মতো ডিফেন্ডারেরা চোট পেয়ে বাইরে। এই পরিস্থিতিতে অস্কার দলের মাঝমাঠকেই এক রকম ব্যবহার করলেন রক্ষণ হিসাবে। তাতে মাঝমাঠের দখল নিতেও যেমন সুবিধা হল, তেমনই অনেক বিপজ্জনক দেখাল ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণভাগকেও। কেরলের গোলরক্ষক সচিন সুরেশ সতর্ক না থাকলে এবং সেলসের শট পোস্টে লেগে না ফিরলে শুক্রবার প্রথমার্ধেই ৪-০ ব্যবধানে এগিয়ে যেতে পারত লাল-হলুদ শিবির। দিয়ামানতাকোস এবং ক্লেটনের চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন কেরলের গোলরক্ষক।

ম্যাচের প্রথম ৪৫ মিনিট ইস্টবেঙ্গলেরই দাপট ছিল। প্রায় সারা ক্ষণই খেলা হয়েছে কেরলের অর্ধে। যদিও নোয়া মাঝেমধ্যেই হানা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন ইস্টবেঙ্গল রক্ষণে। ১২ মিনিটে প্রথম গোলের সুযোগ পায় ইস্টবেঙ্গল। মহেশের থেকে বল পান বিষ্ণু। তিনি প্রতিপক্ষের বক্সে থাকা দিয়ামানতাকোসকে বল বাড়ান। তাঁর গোলমুখী শটে হাত ছুঁইয়ে দলের পতন রোখেন সচিন। এর পর ১৫ মিনিটে বক্সের ঠিক বাইরে সেলিসকে ফাউল করেন কেরলের এক ডিফেন্ডার। ফ্রিকিক থেকে ভাল শট নেন ক্লেটন। তাঁর শট কোনও রকমে আটকান সচিন। গোলের সামনে ফাঁকায় বল পেয়ে যান সেলিস। কিন্তু গোল করতে পারেননি ভেনেজুয়েলার স্ট্রাইকার। তবে গোলের জন্য বেশি ক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি ইস্টবেঙ্গলকে। প্রতি আক্রমণ থেকে কেরলের অর্ধে সেন্টার সার্কেলের মাথায় বল পান বিষ্ণু। একার চেষ্টায় বল নিয়ে পৌঁছে যান কেরলের বক্সে। প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডারকে গায়ে নিয়ে ঠান্ডা মাথায় প্লেসিং করে ২১ মিনিটের মাথায় ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন। ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পরও আক্রমণের রাস্তা থেকে সরেনি লাল-হলুদ ব্রিগেড। প্রথম গোলের ৫ মিনিট পরেই ক্লেটনের বুদ্ধিদীপ্ত ভলি ফিস্ট করে বাইরে পাঠিয়ে দেন সচিন। যদিও ইস্টবেঙ্গলের অনুকূলে কর্নার দেননি রেফারি। ৩৭ মিনিটে সেলিসের ৪০ গজের শট পোস্টে গেলে না ফিরলে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যেতে পারত ইস্টবেঙ্গল।

১-০ ব্যবধানে এগিয়ে থাকা ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে সামান্য গা-ছাড়া মনোভাব দেখা যায়। সেই সুযোগে মাঠের বাঁ প্রান্ত ব্যবহার করে একের পর এক আক্রমণ তুলে আনে কেরল। চাপ তৈরি হয় ইস্টবেঙ্গল রক্ষণে। অনভ্যস্ত ডান দিক সামলাতে কিছুটা সমস্যায় পড়েছিলেন জিকসন সিংহ। এই সময় লাল-হলুদের রক্ষণের দুই ফুটবলার হিজাজি এবং নুনঙ্গা পরিস্থিতি সামাল দেন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। চাপে পড়ে যাওয়া ইস্টবঙ্গল পাল্টা আক্রমণে ওঠার চেষ্টা করে। ৭২ মিনিটে কর্নার থেকে ভেসে আসা বলে মাথা ছুঁইয়ে দলকে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন হিজাজি। এই গোলেই লাল-হলুদের জয় এক রকম নিশ্চিত হয়ে যায়। যদিও ৮৩ মিনিটে নিখুঁত ভলিতে কেরলের হয়ে ব্যবধান কমান ডানিশ ফারুখ। তাতে অবশ্য খুব একটা সমস্যা হয়নি। ৭৯ মিনিটে বিষ্ণুকে তুলে নেন ব্রুজো। তেল দেওয়া যন্ত্রের মতো সারা মাঠ জুড়ে খেললেন তিনি। এ দিন ইস্টবেঙ্গলের ঝকঝকের ফুটবলের নেপথ্যে তাঁর অবদান অনেকটাই। বিষ্ণুই এখন লাল-হলুদের মাঝমাঠের জেনারেল।

শুক্রবারের জয়ের ফলে ১৭ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট হল ইস্টবেঙ্গলের। পয়েন্ট তালিকায় ১১ নম্বরেই থাকল ব্রুজোর দল। অন্য দিকে, ১৮ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে আট নম্বরে কেরল। তিন ম্যাচ পর পয়েন্ট নষ্ট করল তারা।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

কেজরিকে খুনের ষড়যন্ত্র বিজেপি ও দিল্লি পুলিশের

বিস্ফোরক দাবি আপের

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি: আমআদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে খুনের ষড়যন্ত্র। খোদ বিজেপি ও দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ তুলে সরব হলেন দিল্লি মুখ্যমন্ত্রী অতিশী। শুধু তাই নয়, দিল্লি ও পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী যৌথভাবে কেজরির নিরাপত্তার দাবিতে চিঠি লিখেছেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে।

এক সপ্তাহে দুবার হামলা চলেছে আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের উপর। শনিবারের পর বৃহস্পতিবারও কেজরির উপর হামলার অভিযোগ তুলেছে আপ। দিল্লির শাসকদলের দাবি, দিল্লির হরিনগর এলাকায় একটি জনসভা ছিল কেজরির। সেই জনসভায় যাওয়ার পথেই তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালায় বিরোধী দলের কর্মীরা। আপের অভিযোগ, দিল্লি পুলিশের সমর্থনেই নাকি হামলা চালানোর সুযোগ পেয়েছে সেই দুষ্কৃতীরা। টালমাটাল এই পরিস্থিতির মাঝেই পঞ্জাব পুলিশের দেওয়া নিরাপত্তা প্রত্যাহার হয়েছে কেজরির। এই ঘটনায় সুর চড়িয়ে অতিশী বলেন, 'হামলাকারীদের থেকে কেজরিকে রক্ষার পরিবর্তে হামলাকারীদের বাঁচাচ্ছে দিল্লি পুলিশ। অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে হত্যা করার ভয়ংকর ষড়যন্ত্র চলছে।' অতিশীর অভিযোগ, 'বিরাট এই ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে রয়েছে দুই কাণ্ডারি একদিকে বিজেপি। যাঁদের কর্মীরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে কেজরিকে পাথর ছুড়ছে, লাঠি নিয়ে আসছে, স্পিরিট স্প্রে করছে। এবং অন্যদিকে রয়েছে অমিত শাহের অধিনে থাকা দিল্লি পুলিশ।'

আসলে দিল্লির পুলিশ এবং নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকে কেন্দ্র। রাজধানীর নিরাপত্তা সরাসরি নিয়ন্ত্রিত হয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে। ভালো করে বলতে গেলে কেজরিওয়ালের নিরাপত্তার দায়িত্ব অমিত শাহর দপ্তরের। কিন্তু বিজেপির উপর ভরসা করতে না পেরে পাশের রাজ্য পঞ্জাবের আপ সরকার কেজরিওয়ালকে বাড়তি নিরাপত্তা দিত। কিন্তু দিল্লি পুলিশ এ নিয়ে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছে। তাদের বক্তব্য, পঞ্জাব পুলিশের কর্মীরা কেজরির সঙ্গে থাকায় বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে।

তারপরই বৃহস্পতিবার রাতে পঞ্জাব পুলিশের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়, অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে আর তারা নিরাপত্তা দেবে না। আপের দাবি, দিল্লি পুলিশ পঞ্জাব পুলিশকে বাধ্য করেছে কেজরিওয়ালের নিরাপত্তা প্রত্যাহার করতে। আবার পালটা বিজেপি বলছে, পঞ্জাব পুলিশকে ডেকে বাড়তি নিরাপত্তার প্রশ্নটা আসছে কেন? তাহলে কি দিল্লি পুলিশকে ভরসা করতে পারছেন না প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী? এই নিয়ে দুই শিবিরের মধ্যে টানাপোড়েনের মাঝেই বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন অতিশী। পাশাপাশি কেজরির পঞ্জাব পুলিশের নিরাপত্তা ফেরাতে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি লিখলেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান ও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশী।

সাধারণতন্ত্র দিবসে ভারতীয় সেনার শক্তি দেখবে বিশ্ব

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি: সাধারণতন্ত্র দিবসের প্যারেডে এবার দেখা মিলবে 'প্রলয়'-এর। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় চিনের হামলা রুখতে মোতায়েন থাকা এই ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রকে এই প্রথমবার দেখা যাবে দিল্লির কর্তব্যপথে।

প্রসঙ্গত, ডিআরডিও-র তৈরি এই ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা ২০০ থেকে ৫০০ কিলোমিটার। ২০১৯ সালের আগস্টে ওড়িশার চাঁদিপুরে চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরই 'প্রলয়' সেনার ভাঁড়ারে যুক্ত হয়। এই 'ভূমি থেকে ভূমি' ক্ষেপণাস্ত্রটিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় পূর্ব লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায়। ২০২০ সালে গালওয়ানে চিনা আগ্রাসনের পরই সেখানে সেটিকে মোতায়েন করা হয়। এবার কর্তব্যপথে প্রথমবারের মতো সেটি প্রদর্শিত হয়।

এছাড়াও সাধারণতন্ত্র দিবসের আরও বড় দুই আকর্ষণ হতে চলেছে 'অর্জুন' ও 'ভীষ্ম'। প্রথমটি প্রধান যুদ্ধ-ট্যাঙ্ক। দ্বিতীয়টি টি-৯০এস ট্যাঙ্ক। 'অর্জুন' সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত, 'প্রলয়'-এর মতোই। যার বৈশিষ্ট্য ১২০ মিমি রাইফেল। কিন্তু 'ভীষ্ম' আসলে রুশ ট্যাঙ্কের এক রূপান্তরিত রূপ। ভারতীয় প্রয়োজন বুঝে সেটিকে গড়েপিটে নেওয়া হয়েছে।স্থলপথে যদি 'অর্জুন'-'ভীষ্ম'-'প্রলয়' প্রধান আকর্ষণ হয় ওঠে তাহলে আকাশপথে অন্যতম আকর্ষণ গড়ে তুলবে 'তেজস'। 'লাইট কমব্যাট এয়ারক্র্যাফটটি সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মীত।

অভিনেত্রী জেনিফার অ্যানিস্টনের সঙ্গে ওবামার প্রেমের গুঞ্জন জোরালো

নিউ ইয়র্ক, ২৪ জানুয়ারি: মার্কিন মুলুকে ক্রমেই জোরালো হচ্ছে, হলিউড অভিনেত্রী জেনিফার অ্যানিস্টনের সঙ্গে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার প্রেমের গুঞ্জন। আর এই পরকীয়াই 'কাঁটা' হয়ে দাঁড়াচ্ছে মিশেল-ওবামার দীর্ঘ দাম্পত্যে। যদিও সব 'তত্ত্ব' উড়িয়ে দিচ্ছেন জেনিফার। কিন্তু সোশ্যাল মাধ্যমে ঝড় তুলেছে এই 'প্রেম কাহিনি'।

বিতর্কের সূত্রপাত গত বছর এক ট্যাবলয়েডের স্টোরি দিয়ে। 'দ্য ট্রুথ অ্যাবাউট জেন অ্যান্ড বারাক'। সেই সময় থেকেই গুঞ্জন ছড়ানো শুরু হয়, মিশেল ও বারাকের মধ্যে সম্পর্ক খুব একটা ভালো নেই। দুয়ে দুয়ে চার করে নেয় নেটিজেনরা। তখন থেকেই দানা বাঁধতে থাকে নানা 'রটনা'। গত বছরের অক্টোবরে জেনিফার মুখও খোলেন এক লেট নাইট শোয়ে। সেই সাক্ষাৎকারের একটি ক্লিপ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। সেই ক্লিপে দেখা যায়, বারাকের সঙ্গে তাঁর নাম জড়ানোর কথা শুনে হাসতে শুরু করেছেন জনপ্রিয় টিভি শো 'ফ্রেন্ডস'-এর র‍্যাচেল গ্রিন নামের চরিত্রে প্রায় কিংবদন্তি হয়ে ওঠা অভিনেত্রী।

তিনি বলেন, এটা ট্যাবলয়েডের বানানো স্টোরি ছাড়া কিছুই নয়। জেনিফারকে বলতে শোনা যায়, 'আমি একবার মাত্র ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি।' ২০০৭ সালের এক হলিউড গালার কথা বলেন তিনি। এরপরই জেনিফার বলেন, 'আমি মিশেলকে ওঁর চেয়ে বেশি ভালো জানি।' কিন্তু তিনি এমন কথা বললেও গত কয়েক মাসে গুঞ্জন ক্রমেই জোরালো হয়েছে। এক ট্যাবলয়েডের দাবি, ওবামার সঙ্গে জেনিফারের সম্পর্ক আর নিছক বন্ধুত্বে আবদ্ধ নেই। আর সেটাই প্রভাব ফেলেছে মিশেল-ওবামার দাম্পত্যে। তবে জেনিফার মুখ খুললেও ওবামা বা মিশেল এই নিয়ে কিছুই বলেননি।

TENDER NOTICE
Tender is invited through offline Bid System with The vide NIET **No:-14/HPGP/2024-25,5/ HPGP/ 2024-25 & 16 /HPGP/ 2024-25 With Vide Memo No 26/1(16)/ 15TH CFC(Tied) /HPGP/2024-25, 27/1(16)/ 15TH CFC(Tied) /HPGP/2024-25 & 28/1/16)/15TH CFC(Un-Tied) /HPGP/2024-25 Dated: 24/01/2025**
*The Last date for submission of Bils **04/02/2025 upto 02.00 P.M.** For details please visit The website: **htpp://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Hariharpara Gram Panchayat

TENDER NOTICE
E Tender is invited through on-line Bid System vide **NIeT No:- 07/GGP/ 15 Th. CFC (UN TIED)/ 2024-25 & 08/ GGP/ 15Th. CFC (TIED)/2024-25**, With Vide Memo No. **034/GGP/2024-25 & 035/ GGP/2024-25, Dated: 23-01-2025,** The Last date for online submission of tender is **30/01/2025 & 06/02/2025 upto 03.00 P.M.** For details, please visit website: - **htpp://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Ghosh para Gram Panchayat

e-Tender Notice
NIT No. 43/24-25, dt. 22/01/2025 Constn. Of various Schemes in different places of Chapra Panchayat Samity (Total 16 nos), Total Amount Rs. 6,72,000.00/- Last date of documents Down-loading & bid sub. 30/01/2025 upto 11-00 a.m. (Other details collect from the office and website **https://wbtenders.gov.in**)
Sd/- E.O.
Chapra Pan Samity, Nadia

e-Tender Notice
E-Tender is being invited for the Civil Works, detail of which is available on : **http://wbtenders.gov.in. NIeT No-04/R-IIGP/2024-25, 05/R-II GP/2024-25 & 06/R-II GP/2024-25.** Bid submission date is **27-01-2025 (18.00 hours) up to 04-02-2025 (13.00 hours). GP- Radharghat-II,** Block-Berhamore Dev. Block, Dist- Murshidabad.
Sd/- Prodhan
Radharghat-II GP

Chakdaha Municipality
NOTICE
Chakdaha Municipality invites e tender Vide Nit No- **WBMAD/ CM/BT/NIT-7(1st)/ 2024-25; Dt: -24.01.2025; Tender ID2025_MAD_ 806235_1** for REPAIRING AND RENOVATION OF BITUMINOUS ROAD work under Chakdaha Municipal Area. For further information please visit **www.wbtenders.gov.in**

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O. - Panihati, P.S.-Khardah, Dist. - North 24 Parganas, Kolkata-700114
Tel No. - 033 2553-2909, 033 25634457
Tender Notice No. PM/Acct/IT/2024-2025/02
Tender ID. - Tender ID: 2025_MAD_806081_1
Bid Submission Start Date- 25th January -2025 11:00 AM.
Bid Submission End Date- 5th February-2025 11:00 AM.
Sealed percentage rate Tender in printed form are hereby invited from the bonafide Chartered Accountant firms under valid registration of the Institute of Chartered Accountant of India for preparation of Annual Accounts as per Accounting Standard issued by the Institute of Chartered Accountant of India as well as common format approved by the Comptroller and Auditor General of India in respect of Office of the Municipal Councilors of Panihati, an urban local body established on 1st April, 1900 under UD&MA Department, Government of West Bengal for the financial year 2021-2022 and 2022-2023 Office of the Municipal Councilors of Panihati.
For details please see the website **www.panihatimunicipality.in** & **https://wbtender.gov.in**
Sd/ Executive Officer, Panihati Municipality

TENDER NOTICE
Tender is invited through offline Bid System with The vide **NIET No: -17/ HPGP/ 2024-25 With Vide Memo No 29/1(16)/ 15TH CFC (Tied)/ HPGP/ 2024-25 Dated: - 24/01/2025.**
*The Last date for submission of Bils **04/02/2025 upto 02.00 P.M.** For details please visit The website: **htpp://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Hariharpara Gram Panchayat

WBCADC Bagnan Project. Howrah.
E-Tender Notice
E-bids are invited by the Officer-In-Charge WBCADC Bagnan Project, Tenpur Nabasan, Bagnan, Howrah, Pin- 711303 for the **Construction of 3 Nos. Azola Production unit** at Garchumuk Farm, 58 Gate, Shyampur, Howrah, Pin-711315 of **NIT No.- 08/E/2024-25 & ID No.- 2025_PRD_806276** in the website **www.wbtenders.gov. in.**
Sd/- Officer-In-Charge
W.B.C.A.D.C Bagnan Project.
Date-24/01/2025

Tender Notice
Percentage rate e - Tender invited vide **NIT No.-10/KGP/2024-25 of 15th F.C Memo No.:- 15/1(12)/ KATA,** Date:- **24-01-2025**. by the Prodhan, **KATABARI GRAM PANCHAYAT.** Date & time of publication of **e-NIT 25/01/2025 AT 10:00 A.M.** Last date of submission of bid (online) **03/01/2025 UP TO 05:00 P.M.** Intending bidders may download tender documents from **htpp://wbtenders.gov.in** or Notice board of the Katabari Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad for details.
Sd/- PRODHAN
KATABARI GRAM PANCHAYAT
Katabari, Jalangi, Murshidabad

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in** Tender Notice No **2316,** Dt. **20/01/2025** for Permanent Road Restoration including Bitumen and Concrete Road of Distribution Network (HDPE) at Different Places of Different Wards under Amrut Project of this Municipality, **Tender ID: 2025_MAD_805233_1To 9,** Last Date of Bid Submission **18/02/2024 at 17.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ৪৫৫১-জিআরসি-সিই-সি-০১-০২-২০২৫, তারিখ ২৩.০১.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কন)/।/গার্ডেনরিচ, দঃপূঃরেলওয়ে নিম্নরূপ কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। নিম্নলিখিত টেন্ডার ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। নির্দিষ্ট তারিখে দুপুর ১২টায় টেন্ডার বন্ধ হবে। **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ''রাঁচি ও হাটিয়া স্টেশন বাইপাসিং করে ওয়াই কানেকশন দ্বারা লোধমা-পিস্কার মধ্যে লিঙ্ক লাইনের জন্য বিবিধ কাজ - দঃপূঃ রেলওয়ের পিস্কা স্টেশন থেকে লোধমা স্টেশনের মধ্যে ও বালসিরিং স্টেশন প্রান্তে লুপ লাইন ও গুডস সাইডিং ইত্যাদির ওয়াই লেগে এস অ্যান্ড টি, বৈদ্যুতিক কাজ ও অন্যান্য সম্পর্কিত কাজ সহ মাইনর ও মেজর ব্রিজ, পি. ওয়ে লিঙ্কিং কাজ, সঙ্গে ব্যালাস্ট সরবরাহ সমেত আর্থওয়ার্ক ইন ফর্মেশনের সম্পাদন, সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার, ওআরএইচ, এসআরএইচ অফিস, প্ল্যাটফর্ম ও যাত্রী সুবিধা, অ্যাপ্রোচ রোড, স্লোপ প্রোটেকশন কাজের নির্মাণ।'' **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ২৯৭.০০ কোটি টাকা। **বিড সিকিউরিটি ঃ** ১,০০,০০,০০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়-সীমা ঃ** ২৪ মাস। **বন্ধের তারিখ ঃ** ২১.০২.২০২৫। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/ বর্ণনা/মাপকাঠির জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে ও অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। কোনভাবেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র. ঃ** অন্য সব টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য বিডার নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-1055)**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RS M/515/24-25 Dated 22.01.2025	BALLAH PILLING WORK IN GARAGE BUILDING FOR FOUNDATION WORK AT WARD NO.- 18, UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs. 15,24,723.00
WBMAD/ULB/RS M/517/24-25 Dated 22.01.2025	Construction of concrete road with surface drain at T.G Road bye lane near Krishna Saha and Apurba Chakraborty house at ward no-18, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 12,35,263.00

Bid Submission end date: **11.02.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RS M/514/24-25 Dated 22.01.2025	Construction of Brick pavement Road with supporting wall at Barendrapara and Srabani Complex at Ward no-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,89,081.00
WBMAD/ULB/RS M/518/24-25 Dated 22.01.2025	Construction of Pump House at Millanpally in Ward No.-14 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 1,12,276.00

Bid Submission end date: **04.02.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RS M/513/24-25 Dated 22.01.2025	REPAIRING and RESTORATION OF ROAD AT D.N.STREET IN WARD NO.- 18 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs. 7,35,641.00
WBMAD/ULB/RS M/516/24-25 Dated 22.01.2025	Construction of concrete road with surface drain at Mitra para 2nd lane from Amal Guha house to Bacchu Roy house at ward no-18, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 6,24,780.00

Bid Submission end date: **04.02.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা** নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য **টেন্ডার** আহ্বান করছেনঃ **কাজের নাম ঃ** ''মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার কালীঘাট স্টেশনের উভয় প্ল্যাটফর্মের জন্য ক্লোরিনেশন প্ল্যান্ট/পাম্পের সরবরাহ, সংস্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ''। **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৮,৫৪,৬৮৭.১৪ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ১৭,১০০/- টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ০২ (দুই) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৭.০২.২০২৫-এ দুপুর ১২টা। টেন্ডার নথিপত্র ও অন্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। পরিবর্তন/সংশোধনী, যদি থাকে, কেবলমাত্র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।
সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিভিল-২৫০৯-২০২৫(ওপেন)
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ : /metrorailwaykol /metrorailkolkata

Bajitpur Gram Panchayat
Under May-1 Dev. Block
Vill+P.O.- Gadadharpur Bazar, R.S, P.S.- Mallarpur, Dist.- Birbhum.
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of different development worksvide **NIT No.- 13/BGP/15th FC/2024-25 & 14/BGP/15 th FC/ 2024-25 dated 14/01/2025** bid submission date is **20/01/2025 from 4:00 pm** to Last date **06/02/2025 till 4 PM.** For more information Visit to **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Bajitpur Gram Panchyat.

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 257 & 258 /2024-2025 Dated- 24-01-2025
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Purulia and Hooghly District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **25-01-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **01-02-2025 & 07-02-2025 upto 3.00 pm**
Date: 24.01.2025 **Sd/- Executive Engineer**

Office of the
Tenya-Baidyapur Gram Panchayat
P.O-Tenya : P.S-Salar : Dist-Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER (2nd Call)
E-Tender Notice No :-007/TBGP/2024-25 (2nd Call) Date: 24/01/2025 Tender Id-A) 2025_ZPHD_800286_2
Tenders are invited by the Prodhan, Tenya-Baidyapur Gram Panchayat, Tenya, Salar Murshidabad through electronic tendering (e-tendering) from the bidders experience in allied works **(Supply of tube-well materials)** from PWD, CPWD, Zilla Parishad, Panchayat Samity, Gram Panchayat are entitled to participate in bidding rates for the work listed in the tender notice published in the e-tender of P & R.D Govt. of West Bengal Website i.e, **http://wbtenders.gov.in**

Last date and time for downloading of tender documents	31/01/2025 up to 17.00 Noon. (as per Server clock)
Last date and time for submission of e-tender	31/01/2025 up to 17.00 Noon. (as per Server clock)
Date of technical opening of Tender	05/02/2025 after 12.00 Noon. (as per Server clock)

Information to bidders: Others terms & conditions are same as per original e-tender Notice.
By Order:-
Sd/- Prodhan
Tenya-Baidyapur Gram Panchayat

দ্য জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
(বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ভারত সরকারের একটি সংস্থা)
কৃষ্ণনগর আঞ্চলিক অফিস
৫. আর. কে. মিত্র লেন, পোস্ট-কৃষ্ণনগর, জেলা-নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১১০১।
রেফ নং-৫০৭ **তাং-২২.০১.২৫.**
আউটসোর্সিং এজেন্সি থেকে ইওআই /আবেদন
জেসিআই-কৃষ্ণনগর, আই-কেয়ার স্কিম বাস্তবায়নের দরুন কর্পোরেশনের পক্ষে কার্যকরী সহায়তা প্রদান করার জন্য নিবন্ধিত সমবায়/ স্বনির্ভর গোষ্ঠী/ কৃষক ক্লাব/ পিএসিএস/ এনজিও এবং অন্যান্যদের থেকে আবেদন আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। আগ্রহী দলগুলি আমাদের আঞ্চলিক অফিস থেকে **২২.০১.২০২৫** থেকে **২৯.০৮.২০২৫** পর্যন্ত সমস্ত কার্যদিবসে দুপুর **১২টা থেকে দুপুর ০৩টের** মধ্যে ইওআই সংগ্রহ করতে পারেন অথবা আমাদের অফিসের ওয়েবসাইট **www.jutecorp.in** থেকেও ডাউনলোড করতে পারেন। ইওআই জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **২৯.০৮.২০২৫ সন্ধ্যা ০৫টা পর্যন্ত।**
CBC 41122/12/0040/24-25

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

শনিবার • ২৫ জানুয়ারি ২০২৫ • পেজ ৮

নবনীতা দেব সেনের নাছোড় উদ্যোগেই

আশাপূর্ণা দেবী পেয়েছেন জ্ঞানপীঠ পুরস্কার

স্বপনকুমার মণ্ডল

সৃজনবিশ্বে লেখনীধারণ করে নবনীতা দেবসেন(১৯৩৮-২০১৯) তাঁর নারীমনস্কতাকে নানাভাবে মেলে ধরার অবকাশে নারীবাদে সোচ্চার না হয়েও তার অস্তিত্বকে আজীবন বয়ে চলেছেন । এজন্য তাঁর প্রকাশে কোনোরকম প্রতিবাদী চেতনার বিস্ফোরণ নেই । দুঃসাহসী দামাল নবনীতার অকুতোভয় প্রকৃতি সেখানে ডালপালা মেলেনি । এজন্য তাঁর নারীবাদী চেতনায় বিদ্রোহী বিকার নেই, রয়েছে স্বাধিকারবোধে অসহনীয় আত্মপ্রত্যয় । সেই আত্মপ্রত্যয়েই তিনি পুরুষতন্ত্রকে আত্মজিজ্ঞাসার সামনে দাঁড় করিয়েছেন, কোনোভাবেই তাতে পুরুষবিদ্বেষ নেই । অথচ এজন্য তিনি নারীদের স্বতন্ত্র অবস্থানকে কখনও হেয় করে দেখেননি, আত্মমর্যাদায় আত্মসচেতন করে তুলেছেন, আত্মপ্রত্যয়ী করায় সক্রিয় ছিলেন আজীবন । নবনীতার সাহিত্যচর্চাতেও তাঁর নারীকেন্দ্রিক জীবনদৃষ্টির সচেতন প্রয়াস । 'দেশ' পত্রিকায় উপন্যাস লেখার আমন্ত্রণ পেয়ে তিনি লিখেছিলেন 'আমি, অনুপম'(১৯৭৬)। সেই প্রথম উপন্যাসটি যে তাঁর একমাত্র পুরুশকেন্দ্রিক উপন্যাস, তা জানানোর মধ্যে তাঁর মানসিকতায় নারীর দৃষ্টিভঙ্গির চেতাবনি আপনাতেই প্রকাশমুখর । সেক্ষেত্রে তাঁর সাহিত্যচর্চায় নারীবাদী চেতনার বিস্তার স্বাভাবিকতা লাভ করে । সময়ের দাবিতে দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্যে কীভাবে পুরুষশাসিত রক্ষণশীল মানসিকতার পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তাতে নবনীতার গবেষকের অন্তর্দৃষ্টি তাঁর সাহিত্যের চর্চায় নবদিগন্তের পরিচয়কে নিবিড় করে তুলেছে । সেখানে পুরুষের আধিপত্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির মূলে তাঁর লেখনীর অনুসন্ধানী সক্রিরতা লক্ষ্যভেদী হয়ে উঠেছে। মহাকাব্যিক ঐতিহ্য পরম্পরায় যে পৌরুষিক আধিপত্যকামী মূল্যবোধের পরিচয় নানাভাবে প্রবাহিত হয়েছে, তার মধ্যে যেমন বিচিত্র রূপান্তর লক্ষণীয়, তেমনই দৃষ্টিভঙ্গিতেও এসেছে নবধারা । আদিকাব্য রামায়ণের অসংখ্য রূপ ও রূপান্তর নিয়ে নবনীতার একাডেমিক নিবিড় গবেষণাতেই নারীর দৃষ্টিভঙ্গিতে তার ভিন্নতর রূপায়ণ আবেদনক্ষম হয়ে উঠেছে । সীতার দৃষ্টিতে রামায়ণে সীতায়ণের পরিচয় উঠে এসেছে । তাতে সাহিত্যের ইতিহাসবিদদের কাছে মূল্য না পেলেও নবনীতার কাছে অমূল্য মনে হয় । তাঁর নারীবাদী ভাবনায় সেই একাডেমিক গবেষণার বৈপ্লবিক প্রয়াসে তাঁর সৃজনবিশ্ব মূর্তি থেকে প্রতিমায় পরিণত হয়েছে । সেখানে আমাদের বোজা চোখকে খুলে দেওয়ার মানসে উপন্যাসকে আয়না করে তুলেছেন । তাঁর 'বামাবোধিনী'(১৯৯৭), 'মায়া রয়ে গেল'(২০০১) প্রভৃতি উপন্যাসে তার পরিচয় বিদ্যমান । প্রথম উপন্যাসে সেই রামায়ণ নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে নবনীতা তাঁর নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে আন্তরিক করে তুলেছেন । তাঁর প্রথম উপন্যাস বাদে সবগুলিই নারীকেন্দ্রিক । 'বামাবোধিনী'র মুখ্যচরিত্র অংশুমালার দেশের বিচিত্র প্রকৃতির রামায়ণ অনুসন্ধানের মধ্যে নবনীতার রামায়ণচর্চার ছায়া কায়া লাভ করে । সেখানে ষোড়শ শতকের কিশোরগঞ্জের ফুলেশ্বরীর পাড়ের দ্বিজবংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতীর রামায়ণ থেকে অন্ধ্রপ্রদেশের নেল্লরের গোপভরমের কুমোর কন্যা মোল্লাকের তেলেগু ভাষার রামায়ণের কথা প্রাধান্য লাভ করে । সেক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষাই শুধু পরিবর্তিত হয়নি, দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে গেছে । আখ্যান অপরিবর্তিত হলেও তার উপস্থাপনের অভিমুখে রামের পরিবর্তে সীতার মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে । সীতার জন্ম থেকে তাঁর বিবাহ, সন্তানধারণ থেকে প্রসব সবেতেই সীতাকথার বিস্তার । শুধু তাই নয়, রাম-রাবণের নামমাত্র যুদ্ধের কথা বলেই কথকের মুখে সীতার বেদনাতুর জীবনের কথা প্রাধান্য লাভ করেছে । অন্যদিকে অযোধ্যা ধ্বংসের জন্য রামকেই দায়ী করা হয়েছে । পুরো কাহিনিই সীতাময়। সেক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ কন্যা চন্দ্রাবতী ও শুদ্র কন্যা তথা বারাঙ্গনা মোল্লার রামায়ণে সীতার মধ্য দিয়ে তাঁদের প্রার্থিত নারীর মূল্য ও প্রত্যয়ী মনোভাবের পরিচয়ে নবনীতা তাঁর নারীভাবনার অভিমুখকে প্রকট করে তুলেছেন । অংশুমালীর স্বামী মলয় তার স্ত্রীর কাজে তীব্র অসন্তুষ্ট । তার খেদ সজোরে বেরিয়ে আসে, 'তুমি একটা উচ্চশিক্ষিত কালচার্ড পার্সন কী করে যে ওই ঝি-আয়াদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করো অংশু, আমি বুঝতে পারি না ' শুধু তাই নয়, রামভক্তের প্রতাপ যেখানে ক্রমশ তীব্র প্রকাশমুখর, সেখানে অংশুমালার রামায়ণচর্চায় অকুতোভয় প্রকৃতি নবনীতার প্রখর আত্মসচেতনতায় পাঠককে সচকিত করে তোলে । মলয়ের চেতাবনিতে তার পরিচয় বিদ্যমান 'যখন সারাটা দেশ রাম রাম করে খেপে রয়েছে, ঠিক তক্ষুণি তোমাকে প্রবন্ধ লিখতে হল কোন দেশের রামায়ণে বাল্মীকি সীতার প্রেমিক-কাম-পালকপিতা, আবার কোথায় যেন রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাই-ই সীতাকে নিয়ে সুখে ঘরকন্না করেন---দ্রৌপদী স্টাইলে---রামভক্তরা এসব নোংরা কথায় খেপে উঠবে না ভেবেছ ?' অংশুমালার ভয় না পাওয়াই স্বাভাবিক । সে যে নবনীতারই মানসকন্যা । তাকে যে সীতা থেকেই শুরু করতে হবে । রামরাজত্বেই যে সীতার মধ্যে নারীর অমানবিক অস্তিত্ব প্রকট হয়ে উঠেছে ! সেখানে রামায়ণের চেয়ে সীতায়ণের পাঠে নবনীতার সক্রিয়তা স্বাভাবিক মনে হয় ।

রক্ষণশীল পুরুষশাসিত সমাজে ধর্মীয় পরিসরের মধ্যে দৈবিক চেতনা বিস্তারের মাধ্যমে নারীদের মানবিক অস্তিত্বকে বশীভূত করার সংস্কারে সামিল না হওয়াটাও সেক্ষেত্রে সমাজের বিরুদ্ধাচারণ হয়ে ওঠে । 'মায়া রয়ে গেল' উপন্যাসে নবনীতা সেদিকেও তাঁর লক্ষ্যকে নারীর প্রতিকূল জীবনের অন্তরায়গুলিকে আন্তরিক করে তুলেছেন । উপন্যাসে হিন্দু মহাসভার কর্মী পিতার সুযোগ্য উত্তরসূরি হিসাবে উচ্চশিক্ষিত ডাক্তার প্রসেনজিৎ 'হিন্দুনারী সুরক্ষা সমিতি' গড়ে তোলেন । অথচ সেখানে নারীর সুরক্ষার চেয়ে সংস্কারের অধীন নারীকে সুরক্ষিত করাই লক্ষ্য । অন্যদিকে যেখানে নারী হয়ে ওঠাটায় প্রতিকূলতার চূড়ান্ত, সেখানে তার আনুকূল্য প্রত্যাশা না জাগানোই দস্তুর । এজন্য প্রসেনজিতের স্ত্রী সুষমা স্বকীয় ব্যক্তিত্বে অগ্রস্রর হয়ে সেটিকে ভেঙে 'বালিকা সুরক্ষালয়' গড়ে তোলেন । তাতে স্বাভাবিক ভাবেই প্রসেনজিতের বিরূপ মনোভাব প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে । সুষমাকে সে জানিয়ে দেয় 'যত রাজ্যের ভিকিরি আর বেশ্যাদের নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি । সাধুসন্ন্যাসিনীদের সঙ্গ তোমার মোটে ভালই লাগল না ।' নারীর স্বাধীনতা সেখানে পুরুষের চোখে ব্যাভিচার । আর সেই ব্যাভিচারী দৃষ্টিভঙ্গির মূলে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের সংস্কারে সমাজে নারীর সক্রিয় ভূমিকার প্রতিও নবনীতা সমান লক্ষ্যভেদী । প্রসেনজিত সেই সংস্কারান্ধ মা লীলাবতীরই সন্তান । বন্ধ্যা ভেবে সুষমাকে কথা শোনানো লীলাবতীই পুত্রবধূর সন্তানসম্ভাবনাতেও তাঁর নারীর প্রতি হেয় মানসিকতায় স্পষ্টবাক্ মূর্তি ধারণ করে বলেছেন 'আমাদের কোনও ভাবনা নেই আপনার মেয়েকে নিয়ে । হবে তো মায়ের মতনই যমজ মেয়ে---ও থাকল কি গেল, আমাদের এসে যাবে না ।' সমাজে নারীদের অমানবিক বৈষম্যমূলক স্থিতির জন্য পুরুষের প্রতি শ্রেয়বোধের সংস্কারের জন্য শুধু পুরুষের আধিপত্যবাদী চেতনাই দায়ী নয়, নারীদের তার প্রতি অন্ধ আনুগত্যও সমান প্রাসঙ্গিক । সেখানে পুরুষবিদ্বেষ নয়, পুরুষতন্ত্রের প্রতি নবনীতার প্রত্যয়ী লেখনী বিপ্লবের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে । এজন্য তাঁর অংশুমালা, সুষমারা অকুতোভয় নারীপ্রতিভূ । অন্যদিকে নবনীতা পুরুষকেন্দ্রিক নারীচেতনায় অভ্যস্ত পথে চলার মধ্যেই নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার পরিসর সংকোচনের বিষয়টি নানাভাবে তুলে ধরেছেন । সেদিক থেকে নারীর স্বকীয় অস্তিত্বে আত্মপ্রত্যয়ী হওয়ার প্রতি তাঁর সজাগ দৃষ্টি পুরুষতন্ত্রের স্বরচিত বৃত্ত থেকে গুটি কেটে প্রজাপতির পথ দেখায় । বিদ্রোহ নয়, নীরবে বিপ্লবই তাঁর লক্ষ্য । এজন্য নবনীতার মধ্যে নারীবাদ নিয়ে সোচ্চার বিদ্রোহ ঘোষিত হয়নি । অথচ তাঁর নারীদের স্বকীয় পথের অভিযান নানাভাবেই প্রকাশমুখর । বৈদগ্ধ্য ও রসিকতা সহযোগে যখন সরস গল্প লিখেছেন, সেখানেও তার চলনে স্বতন্ত্র পথের দিশা । 'ভালোবাসা কারে কয়' গল্পে নবনীতা প্রেমের পরিণতি বিবাহের ছকবন্দি চেতনাই ভেঙে দিয়েছেন 'প্রেমকে যদি ধরে রাখতে চাও, বিয়ের মধ্যে টেনে নিয়ে যেও না । একটু দূরত্ব ভালো । স্বার্থহীন না হলে প্রেম থাকে না । বিয়ের মানেই স্বার্থ । দুটো পরস্পরবিরোধী । রাধা কি শ্যামের বউ ছিলেন ? ছিলেন না । থাকতে পারেন না ।' সেখানে নবনীতার বুদ্ধিদীপ্ত রসবোধে নারীপুরুষের সম্পর্কের ছকবন্দি বুনিয়াদী চেতনায় মুক্ত পরিসর উন্মুক্ত হয়ে পড়ে । শুধু তাই নয়, তাঁর নারীকেন্দ্রিক চেতনা পুরুষতান্ত্রিক চেতনায় মহার্ঘ লাভে আবর্তিত না হওয়ায় তার প্রতিবাদী চেতনা সর্বদা অন্ধ আগ্রাসী আক্রমণে সামিল না হওয়ায় তার কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসার আত্মপ্রত্যয় সক্রিয় হয়ে উঠেছে । এজন্য তাঁর নারীবিশ্বে যেমন আবেদন-নিবেদন নেই, তেমনই নেই প্রতিবাদ বা বিদ্রোহের রণহুঙ্কার, আছে শুধু নারীবিশ্বের আত্মপ্রত্যয়ী স্বতন্ত্র পরিসর । সেই পরিসরের সম্প্রসারণে নবনীতা তাঁর বহুমুখী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আজীবন সক্রিয় ছিলেন ।

নবনীতার কবিসত্তাতেও নারীজীবনের বহুমাত্রিক প্রতিবাদী চেতনা সবাক্ মূর্তি লাভ করেছে । তাঁর প্রথম কাব্য 'প্রথম প্রত্যয়'(১৯৫৯)-এর পরবর্তীতে সেই মূর্তি ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে । 'নারী তুমি অর্ধেক আকাশ', ভালোবাসা কারে কয়', 'সাত কন্যের দেশে' প্রভৃতি কাব্যনামেই তাঁর কবিসত্তায় নারীবিশ্বের পরিচয় উঠে এসেছে । সেখানে নারী-পুরুষের 'ভালবাসা'ও 'ভাল' ও 'বাসা'য় আপেক্ষিক হয়ে পড়ে । তাঁর 'ভালবাসা' কবিতায় কবি নবনীতা সেনের অন্তর্দৃষ্টি সংবেদী পাঠককে সচকিত করে তোলে ' 'ভাল তোমার ভাল, আমার ভাল/ ভাল এখন নয় তো, 'আমাদের'---/কখন ভালর 'ভাল'টা ফসকাল / ভাল এখন ওদের তাদের । / বাসা তোমার বাসা, আমার বাসা / বাসা এখন নয় তো, 'আমাদের'/ কখন ভাসায় শাপ দিয়ে দুর্বাসা / বেঁটে দিলেন এদের ওদের তাদের ।' তাতে অবশ্য কবির লেখনীর আক্ষেপ ব্যক্ত হয়নি, বরং তাঁর সত্যপ্রকাশের লক্ষ্য আরও প্রত্যয়মুখর হয়ে উঠেছে 'পালাক ভাল, যাক না উড়ে বাসা / জগৎটাকে দিচ্ছি তবু ফাঁকি / চিতার ভস্মে নাভির কুণ্ডু বাকি ; / তোমার আমার উহ্য ভালবাসা ।' শুধু তাই নয়, যে সমাজে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ববোধে পুত্রের জন্মে সৌভাগ্যের কল্পনায় কন্যার দুর্ভাগ্যে পুন্নাম নরকের দ্বার খুলে যায়, সেখানে নারীর অভিশপ্ত জীবন সংস্কারে পরিণত হয় । নবনীতা তাঁর কবির অন্তর্দৃষ্টিতে সেই মূলেরও উন্মীলন ঘটিয়েছেন । তাঁর 'উত্তরপুরুষ' কবিতায় সেই পুন্নামের সংস্কার স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে ' স্তন্যের বদলে ধরলি সন্তানের ওষ্ঠপুটে / ---জল । / অগ্নির বদলে রাখলি সন্তানের মর্ম মূলে, / — জল ।/ ...../ শুক্রের বদলে পুরলি সন্তানের অণ্ডকোষে /---জল ।/ জলের শরীর গড়ে স্বেচ্ছালুপ্তি / ---হা পিতৃপুরুষ ।/ নিজের বরাদ্দ রাখলি অনন্ত পুন্নাম / চিরতৃষ্ণা,---নির্জলা জ্বলন ।' সেই পিতৃতান্ত্রিকতা থেকে মুক্তিপিয়াসী নবনীতা ত্রাতা হিসাবে পুরুষের রাজকীয় ভূমিকাকে মেনে নিতে পারেননি । এজন্য তাঁর রূপকথার গল্পে রানি গিয়ে রাজাকে উদ্ধার করে । সেখানে পুরুষের একাধিপত্যের সংস্কারকেই নবনীতা বদলে দিয়েছেন । অথচ তা নিয়ে তাঁর দেখনদারি বা রণহুঙ্কার নেই, আছে সংযত অথচ আত্মপ্রত্যয়ী বৈপ্লবিক পদক্ষেপ । আবার সেই পদক্ষেপ যখন পূর্বসূরির লেখায় খুঁজে পেয়েছেন, সেখানেও তিনি সক্রিয় হয়ে উঠেছেন । আশাপূর্ণা দেবী তাঁর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি(১৯৬৪) উপন্যাসের জন্য যে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার(১৯৭৬) পেয়েছিলেন, তার নেপথ্যে নবনীতার সক্রিয় উদ্যোগ বর্তমান । তিনিই সাহিত্য অকাদেমির অন্য সদস্যদের উপেক্ষাকে অস্বীকার করে তাঁদের সেই উপন্যাসপাঠে সামিল করেছিলেন । সেকথা তিনি 'দেশ'-এর বই সংখ্যা ২০০৯-এ জানিয়েছেন । আশাপূর্ণা দেবী সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন, ' মেয়েদের জীবন যে আপাতদৃষ্টিতে রান্নাঘর থেকেও আরও বড় জায়গায় পৌঁছে যেতে পারে, উনি তার অন্যতম উদাহরণ ।' অন্যদিকে সেই 'বড় জায়গা' থেকে নারীর সার্বিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশমুখর প্রকৃতি কত তীব্র আবেদনক্ষম হয়ে উঠতে পারে, তাঁর পরিচয়ে নবনীতার ভূমিকা দৃষ্টান্তে আপনাতেই অনন্যা হয়ে উঠেছে । সেখানে তাঁর বহুমুখী কর্মতৎপরতায় নারীবিশ্বের আকাশ ক্রমশ বিস্তার লাভ করেছে । শুধু নিজের লেখালেখিই নয়, অন্য লেখিকাদের সংগঠন গড়ে তোলা থেকে তার বহুমুখী বিস্তারে তাঁর উদ্যোগী ভুমিকা থেকে 'সই' (রাধারানী দেবীর জন্মদিনে, ২০০০-এর ৩০ নভেম্বর), 'সই সম্মান', 'সই সাবুদ পত্রিকা'(২০১৩), 'সই-মেলা বই-মেলা ২০১৩' প্রভৃতির জন্ম নবদিগন্তের সূচনা করেছে ।

অন্যদিকে নবনীতার লেখনীও ক্রমশ প্রাতিষ্ঠানিক বনেদিয়ানা লাভ করেছে । ছোটবেলায় 'প্রতিদিন' পত্রিকায় যে মেয়েটি রবিবারের পাতায় 'ঘুলঘুলি' লিখেছিলেন, সেই মেয়েটিই সময়ান্তরে স্বনামেই তাঁর লেখনীকে আবেদনক্ষম করে তোলেন ।'বাংলা লাইভ'-এর পত্রিকায় দীর্ঘ পাঁচবছর ধরে চলা পাক্ষিক কলম 'নবনীতার নোটবই' থেকে জীবনের অপরাহ্নবেলায় 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর 'রোববার'-এ আমৃত্যু চলতে থাকা ধারাবাহিক রচনা 'ভাল-বাসার বারান্দা'য় তার বনেদি পরিসর বিস্তৃত । শুধু তাই নয়, নবনীতার সাহিত্যের বহুমুখীর প্রতিভায় গড়ে তোলা ভাবমূর্তিতে তাঁর লেখনীপ্রতিভার আবেদনও আন্তরিক হয়ে উঠেছে । সেখানে ভ্রমণ, উপন্যাস, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, গল্প, আত্মকথা, কবিতা, নাটক, অনুবাদ কবিতা নিয়ে তাঁর 'নব-নীতা'র (১৯৯৯-এ অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত) পরিচয়ে সেই অতিপ্রজ লেখক না হয়েও বহুপ্রজ লেখকসত্তার আবেদন নিবিড় হয়ে ওঠে । সেদিক থেকে নবনীতা স্বকীয় নারীব্যক্তিত্বের বহুধা বিস্তৃতির মাধ্যমে যেভাবে তাঁর পরিসরকে প্রকাশমুখর করে তুলেছেন, তার মধ্যেও নারীবাদের স্বতন্ত্র অথচ উদার আকাশ রঙিন হয়ে উঠেছে । সেক্ষেত্রে তাঁর অভিভাবকত্বও পাথেয় মনে হয় । বাংলাদেশের দৈনিক পত্রিকা 'প্রথম আলো'(২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫)-কে তাঁর দেওয়া সাক্ষাৎকারে ('চট করে লেখা কিছু মানুষের হৃদয়ে পৌঁছায় না') সে কথাই প্রত্যয়সিদ্ধ হয়ে ওঠে 'আমি নিশ্চয় নারীবাদী লেখক; কিন্তু তাঁর মানে এই নয় যে আমি পুরুষবিরোধী । নারীবাদ মানে পুরুষ বিদ্বেষ নয় । নারীবাদ নারীকে সম্মান দেয়, পুরুষকে অসম্মান করে না । হ্যাঁ, আমরা পিছিয়ে আছি অনেকটা ।' শুধু তাই নয়, পুরুষদের লেখাতেও যে নারীবাদের পরিচয় বর্তমান, নবনীতা সেকথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন । তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখেরাও লেখায় নারীবাদী ছিলেন। অন্যদিকে তাঁদের সময়ে 'কলমে বোরকা পড়ানো থাকত' বলার মধ্যে দিয়ে নবনীতা শুধু নারীদের লেখকসত্তার প্রতিকূলতার কথাই ব্যক্ত করেননি, তার উত্তরণের অবকাশ যে সচল সক্রিয়, তাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন । সেখানে তাঁর নীরবে নারীবাদী ভাবনা আত্মপ্রত্যয়ের পথ বেয়ে অংশুমালা, সুষমারা শেষে নবনীতা দেবসেনে অবিসংবাদী ব্যক্তিত্বে আত্মপরিচয় খুঁজে ফেরে ।

চির বন্দিত জননী ভুবনেশ্বরী দেবী ত্যাগ আর আদর্শের প্রতিমূর্তি

অরিন্দম ঘোষ

একথা অনস্বীকার্য যে, ভুবনেশ্বরী দেবী যদি না থাকতেন , তাহলে হয়তো নরেন্দ্রনাথ দত্তর বিবেকানন্দ হয়ে ওঠা সম্ভব হতো না। হয়তো আমেরিকার বিশ্ব ধর্ম মহাসম্মেলনে ইংরেজিতে ভাষণ দিয়ে বিশ্ববাসীর মন জয় করাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠতো।

এক স্নেহময়ী জননীর প্রতিমূর্তি ছিলেন বিবেকানন্দ জননী ভুবনেশ্বরী দেবী। ১৮৪১ সালে এক অভিজাত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাবা- মায়ের একমাত্র সন্তান ।অথচ ভাবলে অবাক হতে হয় যে, সারা জীবনই তাঁর অতিবাহিত হয়েছে নিশ্ছিদ্র দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে। তবুও শত দুঃখ - কষ্টের মধ্যেও কখনও নিজস্ব আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি একচুল। তিনি তাঁর ছেলে - মেয়েদের মানুষের মতো মানুষ করে তুলেছেন, একা হাতে সামলেছেন যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য। ছয় কন্যা ও চার পুত্রের এই জননী তাইতো সমকালীন ও পরবর্তী যুগে রত্নগর্ভা। আমাদের সকলের কাছে চির প্রণম্য এক মহীয়সী রমণী।

ছেলেবেলায় এক মেমের কাছে ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীকালে বিলে যখন বিবেকানন্দ হয়ে উঠলেন , তখন সেইসমস্ত বিদেশী ভক্তদের সঙ্গে তিনি ইংরেজিতেই কথাবার্তা বলতেন। বিলে ছোটবেলায় কোনো অন্যায় করলে তিনি তাঁর ছেলেকে বকাঝকা তো করতেই না ; এমনকি কোনোরকম দৈহিক শাস্তিও তাকে দিতেন না। কেবল সেটা একটা কাগজে লিখে সেটা উড়িয়ে দিতেন। বিলেকে তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন, ' জীবনে যেটা সত্য বলে জানবে , কখনো সে আদর্শ থেকে সরে এসো না। ' পন্ডিতদের একাংশের ধারণা এই ভাবধারা থেকেই বিবেকানন্দের মুখে শোনা যায় সেই অমোঘ উক্তি, ' সত্যের জন্য সবকিছু ত্যাগ করা যায়, কোনো কিছুর জন্য সত্যকে ত্যাগ করা যায় না। ' বিবেকানন্দও তাঁর মায়ের এই অবদান স্বীকার করেছিলেন অকপটে, ' আজকে আমি যা হতে পেরেছি, তা আমার প্রতি মায়ের ভালোবাসার ফলে হয়েছে। মায়ের এই ঋণ আমি কোনোদিন শোধ করতে পারব না। '

আদরে বড় হয়ে ওঠা এই মহীয়সী রমণী ভুবনেশ্বরী দেবীর বিবাহ হয় মাত্র ১০ বছর বয়সে। কিন্তু অতি অল্প বয়সেই বৈধব্য নেমে আসে জীবনে। সাথে অপরিসীম দারিদ্র্য , আদরের কন্যাদের আত্মহনন ,প্রিয় সন্তানের সন্ন্যাসীতে রূপান্তর, আবার কখনও শরিকী মামলায় বিপর্যস্ত হয়ে স্বামীর ভিটেমাটি ত্যাগ। নানারকম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছেন বারবার।

মধ্যম পুত্র মহেন্দ্রনাথ হঠাৎ একদিন নিখোঁজ হয়ে যান। যদিও একথা সত্যি, পরবর্তীকালে তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন । কনিষ্ঠ পুত্র ভূপেন্দ্রনাথ ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেওয়ার ফলস্বরূপ কারাগারে যেতে হয়েছিল। পরে মায়ের শেষ সম্বল গয়না বিক্রি করে মার্কিন মুলুকে পাড়ি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। অন্যদিকে ভুবনেশ্বরী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা হারামণি দেবীর বিবাহ হয় হাওড়ার আমতার খড়িয়প গ্রামের বসু পরিবারের জমিদার বাড়ির পুত্র মাখনগোপাল বসুর সঙ্গে। কিন্তু হারামণি কন্যা সন্তানের জন্ম দিলে পরিবারের সকলের কাছে তিনি অপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁর স্বামী অন্য এক নারীর সঙ্গে সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে পড়েন।আর সেই দুঃখ সহ্য করতে না পেরে হারামণি ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ২২ বছর বয়সে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন । কারো কারো মতে হারামণিকে খুন করা হয় স্বাসরোধ করে। স্বামীজীর তৃতীয় ভগিনী কিরণবালার কোনো সন্তান না হওয়ায় আত্মীয় পরিজনদের কাছে তাঁকে নানা লাঞ্ছনা- গঞ্জনা শুনতে হতো। ' অন্নপূর্ণা ' নামক এক কন্যাকে দত্তক নেওয়ার বছর তিনেক পর তিনি গর্ভবতী হন। কিন্তু ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ১৬ বছর বয়সে পুত্র সন্তান প্রসবকালে তাঁর মৃত্যু হয়। স্বামীজীর কনিষ্ঠা ভগিনী যোগেন্দ্রবালার বিবাহ হয় ব্রিটিশ সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসার রামচন্দ্র মিত্রের সঙ্গে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা রমণী। প্রথমদিকে কয়েকবার তিনি ব্রিটিশ রাজ প্রতিনিধিদের অনুষ্ঠানের স্বামীর সঙ্গে যোগদান করলেও পরে আর যেতে রাজি হননি। তাছাড়া স্বামীর মদ্যপানের ব্যাপারটাও তিনি মন থেকে মোটেও মেনে নিতে পারেননি। অবশেষে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ২৩ বছর বয়সে শিমলার সরকারি আবাসনে রান্নাঘরে গলায় কাপড়ের ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

এতকিছু দুর্ঘটনার মধ্যেও লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে কাপুরুষের মতো কখনও বেরিয়ে যায়নি ভুবনেশ্বরী দেবী ।শেষে ১৯১১ সালের ২৫ শে জুলাই মেনিনজাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ইহলোকের মায়া পরিত্যাগ করেন। শেষকৃত্যে শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন তাঁর মেজ ছেলে মহেন্দ্রনাথ আর কন্যাসমা ভগিনী নিবেদিতা ।কনিষ্ঠ পুত্র ভূপেন্দ্রনাথ তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাসিতাদের জীবন যাপন করছেন আর বিশ্ববন্দিত বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণ ঘটেছে আরো ৯ বছর আগে।